মৌলবাদের মূল কথা

মুহাম্মদ আবদুল কাদির

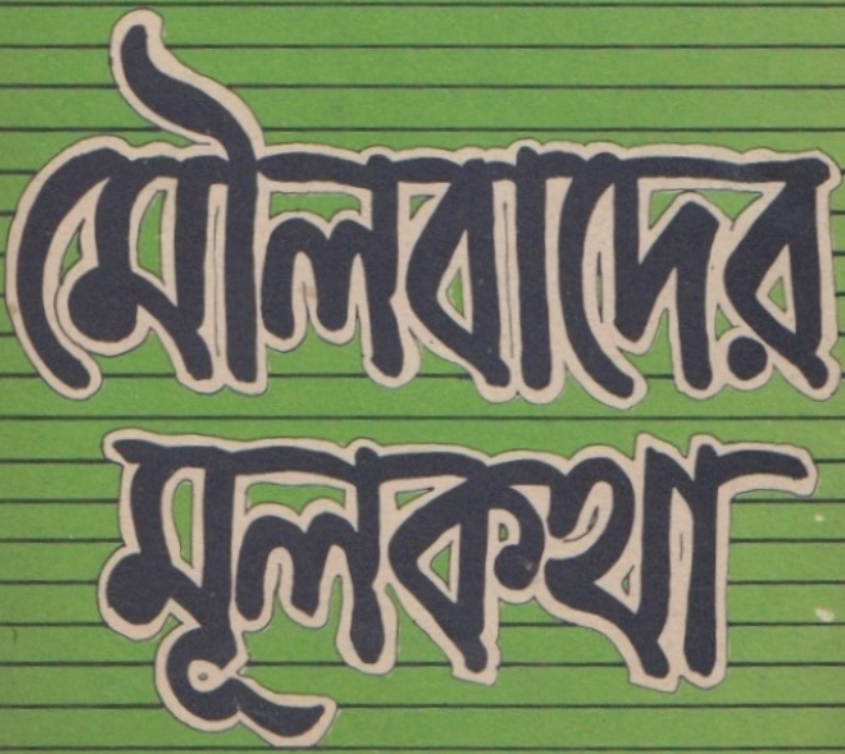

মৌলবাদের মূল কথা

মোহাম্মদ আবদুল কাদির

www.pathagar.com

'প্রবাস মঞ্জিল' বাজার রোড,
সাভার, ঢাকা।

প্রকাশকালঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭
ডিসেম্বর, ১৯৯০

মূল্যঃ সাদাঃ ২৭.০০
নিউজঃ ২২.০০

মুদ্রণেঃ ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস লিঃ
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড,
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বাঁধাইয়েঃ ভাই ভাই বুক বাইন্ডিং
বড় মগবাজার ঢাকা-১২১৭

পরিবেশনায়ঃ প্রফেসর'স বুক কর্ণার
১৯১ বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭

' Moulabader Mul Katha' to mean the basic language, words or teachings of Fundamentalism-has been written for answers to many questions from many persons and corners and to combat the present stream or anti-fundamentalism or to speak more clearly to fight the anti-Islamic trend prevaling at present in our coun try.

www.pathagar.com

ভূমিকা

কেন মৌলবাদ নামে বই লিখতে প্রবৃত্ত হলাম, একথাটিই ভূমিকার প্রতিপাদ্য বিষয়। আমরা জানি ও মানি, সকল কাজে আর কথায় মৌলিকত্বই সৎ জীবনের দাবী। অন্ততঃ প্রকাশ্যে আমরা তাই চাই। কেউ কি এ কথা স্বীকার করবে মৌলিকত্বে তার বিশ্বাস নেই, মৌলবাদে তার ভরসা নেই? মৌলিকত্ব সে পছন্দ করে না, কৃত্তিমতাই সে ভালবাসে? তা হলে মুসলমানরা যদি মৌলবাদীই হয় তাতে অন্যদের এত ভয় কেন? মৌলবাদের বিরুদ্ধে এত হৈ চৈ কেন?

মৌলিক উপাদান ছাড়া কিছুই সৃষ্টি হয় না। একটি ফুলের পাপড়ি পরাগ গন্ধ রঙ শৃঙ্খলা বিন্যাস এ সবই তার মৌলিক উপাদান। এ সবের সমষ্টিই একটি ফুলের বিকাশ। হিসেবের জগতে তার মৌলিক সংখ্যা, বস্তু জগতে মৌলিক উপাদান। আর এ সকল কিছুর মূলে, জগতের মূল সত্তা স্রষ্টা নিজে। এ জগতে যখন কিছুই ছিল না তিনি ছিলেন। যখন কিছুই থাকবে না তিনি থাকবেন, এরশাদ হচ্ছে–" যাহা কিছু দুনিয়ার উপরে আছে সমস্তই চলিয়া যাইবে, আর মহাসম্মানী ও মহাকল্যাণময় তোমার প্রভুর মুখই শুধু সঠিক থাকিবে (সূরা আর রহমানঃ ২৬, ২৭)।"

আল্লাহর দ্বীন মানুষের কাছ থেকে এই মৌলিকত্বেরই স্বীকৃতি দাবী করে। এতেই মানুষের কল্যাণ। এতে সৃষ্টি জগতে একটি ভারসাম্যশীল প্রাণী হিসাবে হতে পারে তার অবস্থান। সৃষ্টি জগতের অন্তঃস্থলে যে মৌলিক বিধি–বিধান কার্যকর তারই সমষ্টি দ্বীন। মানুষকেও আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এ দ্বীনের অধীন করেছেন। নবী–রসূলগণের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন তার জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সে কল্যাণবিধান।

তাই যখন কেউ ইসলামকে জানে, সে আপনা থেকেই বলে উঠে–'আমি জগতসমূহের প্রভুর অনুগত হলাম, আমি তাঁর দ্বীনকে মেনে নিলাম।'

এ মেনে নেয়ার জন্য প্রয়োজন জ্ঞান। চক্ষুষ্মান জাগ্রত–আত্মা–ব্যক্তির জন্য এ মহাবিশ্বের একটি ধূলিকণাতেও সে জ্ঞানের পট ছড়িয়ে আছে। আল্লাহ বলেন–"নিশ্চয়ই রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে, এবং আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আল্লাহ পয়দা করিয়াছেন তাহাতে পরহেজগারীদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে" (সূরা ইউনুছঃ ৬)। সতর্ক বান্দাহ্‌র জন্য এ নিদর্শন কি কিছুমাত্র অস্পষ্ট? "নিশ্চয়ই তারাই আল্লাহর নিদর্শনকে অস্বীকার করে যারা বোবা,

www.pathagar.com

বধির আর বেখেয়াল জানোয়ার" (সূরা আল আন আলঃ৩৯; আরাফঃ ১৭৯; আনফালঃ ২২; হুদঃ ২৪; রাদঃ ১৬)।

আল্লাহর ঘোষণা–"এবং আমি আসমান ও যমীন এবং এই উভয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহা খেলা করিয়া সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু তবুও তাহাদের অধিকাংশই বুঝিতেছে না" (সূরা দুখানঃ ৩৮, ৩৯)।

স্বল্পবুদ্ধি মানুষেরা এ কথাটি বুঝে না জগত আর জীবন কোন তামাশার বস্তু নয়। বুদ্ধিমানরা বুঝে এক মহা–স্রষ্টার মহা–পরিকল্পনা এ জগতের প্রতিটি বস্তুতে ক্রীয়াশীল। মানুষ এ জগত থেকে বিচ্ছিন্ন কোন প্রাণী নয়। তাই মানুষের জন্য নেই বেপরোয়া বিশৃঙ্খল হবার স্বাধীনতা। জীবনে সে শৃঙ্খলা বিধানের যে মূলনীতি তাই–দ্বীন– ইসলাম। এ জগতে মানুষের জীবনের সে শৃঙ্খলা আর সৌন্দর্য কিছু মৌলনীতির অধীন । যে শৃঙ্খলা আর সৌন্দর্য স্রষ্টার সৃষ্টির বৈশিষ্ট। একে যারা অমান্য করে তারা বিদ্রোহীরূপেই চিহ্নিত হয়। যারা মান্য করে স্রষ্টার সৃষ্টি– সত্যকেই তারা স্বীকার করে। তাই মৌলসত্যকে স্বীকার করে বলে তারা মৌলবাদী।

এ হিসেবে ধর্ম একটিই, যার প্রতিটি সত্য, অনুশাসন, বিধান, জগতের অপরিবর্তনীয় মৌলিক সত্যকে সাক্ষ্য দেয় প্রমাণ করে। সূর্য একটি প্রজ্বলিত গ্যাসীয় অগ্নিপিন্ড। পৃথিবীর অনেক তথাকথিত ধর্ম; গ্রীসে, রোমে, মিশরে, ভারতে তাকে দেবতা–মহাদেবতা বলেছে। ইসলাম কোনদিন তা বলেনি। তাই হযরত ইব্রাহীম আলাইহে সাল্লাম বলেন, "হে পিতঃ! তুমি এ সব অক্ষম দেবদেবীর পূজা থেকে বিরত হও।" ইসলাম চিরকাল চিরদিন এসব মানবীয় ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে।

মানব সমাজ একটি অখন্ড একক সত্তা। আল্লাহর দ্বীন তাই বলে। বলে, সকলে একই আদম হাওয়ার সন্তান। কর্মের ছাড়া মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। এটিই শাশ্বত সত্য কথা। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেও এ–ই চূড়ান্ত সত্য কথা। প্রমাণিত তত্ত্ব। অথচ অজ্ঞমানুষ তাতে কত ভেদাভেদ তৈরী করে। একদা ইউরোপের পন্ডিত সমাজ বলে বসল, এশিয়া, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণ ও পীতকায় মানুষেরা নিকৃষ্ট প্রজাতির। তথাকথিত পন্ডিত সমাজই একথা বলেছিল! তারা পন্ডিত ছিলেন! আজকের বিজ্ঞান বলছে, পৃথিবীর সকল মানুষই একই প্রজাতির। ভারতীয় ব্রাহ্মণেরা নিজেদেরকে একদিন দেবতা বলে ঘোষণা করল। জার্মানরা নিজেদেরকে নীল রক্তের অধিকারী জগতে সবচেয়ে অভিজাত বলে দাবী করে বসল। জাপানের রাজ–বংশ আজও নিজেদেরকে সূর্যের সন্তান বলে দাবী করে। ইউরোপের পন্ডিতরা একদিন নারীকে মানুষ

www.pathagar.com

প্রজাতির মধ্যেই ধরতে চায়নি। নারীর মস্তিষ্ক আছে কি না, তাই নিয়ে তারা সংশয় প্রকাশ করে। এই ইউরোপেরই এক পন্ডিত মানুষকে অবশেষে বানর বানিয়ে ছাড়ল। আবার অনেক পন্ডিতরা বলল, না, একথা ঠিক নয়। বাইবেল বলছে, আল্লাহ তা'য়ালা এ জগতটা ছয়দিনে বানিয়ে সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেন, যদিও জগত সৃষ্টির কালে এ সৌরদিন আর রাত্রির কোন অস্তিত্বই ছিল না। ইসলাম এ সকল ভুলের উর্দ্ধে। তাই আজকের বিজ্ঞান মহাজ্ঞানময় আল-কোরআনের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। আর অন্যান্য তথাকথিত ধর্ম বিজ্ঞানের সামনে অসহায় হয়ে পড়েছে। তাদের বুদ্ধিজীবি ধর্ম পন্ডিতরা শেষ রক্ষার জন্য তাদের ধর্ম-কথাশ্লোকসমূহের নতুন নতুন কাব্যিক ব্যাখ্যা খুঁজছে। কিন্তু গোঁজামিল আর কাব্য দিয়ে কি ধর্ম রক্ষা হবে? মিথ্যেবাদীরা একসময় হতাশ হবেই।

এখানেই ইসলামের সংগে অন্যান্য ধর্ম মতবাদের পার্থক্য। এ বিশ্বের জন্য স্রষ্টাপ্রদত্ত যে মৌলিক বিধান, সাক্ষী তার জন্য আল্লাহ নিজেই (৬ঃ ১৯; ২৯ঃ ৫২; ৪৮ঃ ২৮)। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি যে সত্যকে প্রকাশ করেছেন, তাকেই তিনি তাঁর কালামেপাকে যেটুকু প্রয়োজন ব্যক্ত করেছেন। তাই বিজ্ঞান আর কুরআন এক জায়গায় সম্মিলিত হবার ফলেই (আর তা হবেই) আজ অবিশ্বাসীদের কাছেও প্রমাণিত হচ্ছে যিনি এ জগত তৈরী করেছেন, দ্বীন ইসলামও তাঁরই বিধান।

স্রষ্টা-প্রদত্ত বিধান বলে, ইসলাম জগতের শাশ্বত সত্যকেই প্রকাশ করে। সত্য মিথ্যায় এখানে কোন মিশ্রণ নেই। এ সত্যে কোন দুর্বলতা নেই। এ কথা কয়টি বুঝতে খুব বেশী জ্ঞানের দরকার করে না। আল্লাহর কথা অজ্ঞানরাই মুখ ফিরায় (২ঃ ১৩০; ৫ঃ ১০৪)। আজ বিজ্ঞান এ বুঝ জ্ঞানকে আরও সহজ করেছে। তাই ইসলাম বিজ্ঞান সাধনার উপর এত তাগিদ করে। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সর্বোচ্চ জ্ঞান বলে অভ্যর্থন করে। তাই মৌলবাদিতাই ইসলামের বৈশিষ্ট। আল-কোরআনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা-"জালেমরাই জ্ঞানের অভাবে শুধু অনুমান আর নিজেদের ইচ্ছের অনুসরণ করে। আর অবশ্যই অনুমান সত্য লাভ করিতে কোন কাজে আসে না" (সূরা রূমঃ ২৯; সূরা ইউনুছঃ ৩৬)। ইসলামকে আল্লাহ তা'য়ালা এ অনুমানের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সত্যকে তিনি বড় সহজ সরল করে প্রকাশ করেছেন আর তাঁর কিতাবকে তিনি নিজেই হিফাজত করেছেন।

এ জন্যেই কৃত্তিমবাদী কাফেররা উদ্বিগ্ন। মৌলবাদ হতে তারা চির-দিন কখনও ভয় বেশী হয়ে গেলে চিৎকার করে। হৃদয়ের উৎকণ্ঠা উচ্চস্বরে ব্যক্ত করে। তাই দেখে, কাফেরভক্ত বে-ঈমান বেয়াকুফেরা আর অজ্ঞ ঈমানীরাও

www.pathagar.com

হৈ চৈ করে। হালে এ হৈ চৈ বেড়েছে। তারই পরিমাপের জন্য এ ক্ষুদ্র পুস্তক-প্রয়াস। তাই মানুষরূপী মানুষের জন্য হৃদয়ের যে ভালবাসা, সে বেদনারই উৎসারণ, সত্যের এ প্রসৃত ব্যাকরণ। মানুষের খেদমতে সামান্যতম কাজে লাগলেও হয়ত শ্রম সার্থক হবে। তাতে কারো চিত্ত আর বুদ্ধি বিবেক যদি ক্ষণিকের জন্যেও আন্দোলিত হয় নিজেকে ধন্য মনে করব।•

তাং-দিঘীনালা,
৯ই ভাদ্র, ১৩৯৫
২৫শে আগষ্ট, ১৯৮৮

মোহাম্মদ আবদুল কাদের

www.pathagar.com

উৎসর্গ—

যারা সত্য মিথ্যেকে জ্ঞান আর বিবেক দিয়ে যাঁচাই করে নিতে ভালবাসেন, সময়ের সে সাহসী সৈনিকদেরকে।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
(অ) গৌরচন্দ্রিকা	৯
(ক) গোড়া–গোড়ামী	১১
(খ) রক্ষণশীল–রক্ষণশীলতা	১৭
(গ) ধর্মান্ধ–ধর্মান্ধতা	২১
(ঘ) প্রতিক্রিয়া–প্রতিক্রিয়াশীলতা	৩১
(ঙ) মধ্যযুগ–মধ্যযুগীয়	৩৫
(চ) উগ্রপন্থী–উগ্রপন্থা	৪১
দ্বিতীয় অধ্যায়	
(ছ) মৌলবাদ–মৌলবাদী–	৪৪
(১) এটি কি একটি গালি?	৪৪
(২) গালি বস্তুর মূল সত্তাকে বিনষ্ট করেনা	৪৫
(৩) মৌলবাদ নামের গালিটি কবে কোথায় উৎপত্তি হল?	৪৫
(জ) কি সেই ইসলামী মৌলবাদ?	৬০
(ঝ) মুসলমানরা কি মৌলবাদী?	৬৩
(১) তাহলে মুসলিম সমাজেও মৌলবাদের বিরোধীতা কেন?	৬৪
(২) শেষের কথা এটিই	৬৮
(ঞ) ইসলাম কি প্রগতি বিরোধী?	৬৯
(ট) মৌলবাদ–মৌলবস্তু	৭৩
(ঠ) মৌলবাদ গালিটি কি টিকে যাবে?	৭৫

www.pathagar.com

মৌলবাদের মূল কথা

প্রথম অধ্যায়

(অ) গৌরচন্দ্রিকা

হালে এদেশে মৌলবাদ কথাটি ব্যাপক প্রচারও প্রসার লাভ করেছে। নব্য আধুনিকতাবাদীদের কাছে বা তথাকথিত প্রগতিবাদীদের কাছে এ বাদ নিয়ে বাদানুবাদ একটি পন্ডিতম্মন্য ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। সংগে সংগে গুরুত্বলাভ করেছে সাধারণ মানুষের কাছেও। মৌলবাদ শব্দটি ব্যবহার করে কিছু কথা উচ্চারণ করতে পারলে তারাও যেন উৎরে যায় ঐ পন্ডিতবরদের দলে। তাই একে আর উপেক্ষা করা যায় না। উপেক্ষা করা যায় না এজন্যেও, কান আর জ্ঞানের উপর এ বাদ–বাদিতা একেবারে বাত্যা–প্রলয় জুড়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রপতি হতে গৃহ–পতি, বুদ্ধিবান হতে বুদ্ধিহীন, দেশপ্রেমীক হতে দেশবিরোধী, এমন কি বহুত ইসলাম প্রেমীকরাও একে নিয়ে সরগরম কোলাহলে মেতে উঠেছে। কাউকে লক্ষ্য করে বাক্যধনুক হতে এ শব্দবানটি নিক্ষেপ করতে পারলে, সেই যেন প্রগতির এক ধাপ এগিয়ে গেল। এ জন্যেই এ শব্দটির আশু ছুরতহাল প্রয়োজন। আমি আর আপনি তিনি সকলেরই প্রয়োজন এ শব্দটিকে ভাল করে পরখ করা, পরীক্ষা করা। এ কোথায় কিভাবে কাজ করে, কোন ঠোঁটে কোন রঙ ধরে। এ জানার বিষয়টি আজ একেবারে নৈতিক দায়িত্ব। অন্যথায় কখন কোন কোলাহলে, আমি আপনিও **বিজড়িত হব** , কে জানে?

বাংলা মূল শব্দ হতে মৌল বা মৌলিক। আর বাদ শব্দের অর্থ কথা। বাদ বিশেষ ক্ষেত্রে মতবাদ হিসেবে ব্যবহৃত। মৌল–আদি, অকৃত্তিম বা মূল উপাদান। মৌল–নীতি, মৌলপদার্থ, মৌল–সংখ্যা কথাগুলি বিষয় সত্যসমূহের মূলকেই চিহ্নিত করে। মূল–আসল, সৃষ্টির ভিত্তি। যৌগ –সংমিশ্রিত। যৌগিক ক্রিয়া, পদার্থ, শব্দ, বাক্য,সংখ্যা সকলই বস্তুর সংমিশ্রিত রূপ। কৃত্তিম, নকল। কোথাও আসলের অনুরূপ হলেও বৃহৎ বা সত্যরূপ নয়; আসল নয়, ভেজাল। কোন আসল কাজই কৃত্তিমতা দিয়ে হয়না। কৃত্তিমতা দিয়ে ক্ষণিকের প্রাসাদ গড়া গেলেও, সত্যের মিনার তৈরী হয় না।

তাহলে যা মূল বা মৌল তাই সত্য, অকৃত্তিম। সকল সত্যের জন্যই, সকল সত্য সৃষ্টির জন্যই প্রয়োজন মৌলিক উপাদান। এ জগতের সমুদয় সৃষ্টির মূলেই সেই সব মৌল উপাদান যারা বদলায় না। দৃশ্যমান এ আকাশ–বাতাস, আগুন

www.pathagar.com

পানি, মাটি আর ঐ শূন্যতা তারাও মৌল উপাদান সমূহের কোথাও একক আর কোথাও সংমিশ্রিত রূপ। কোরআন বলে–মূলের দিকেই আমাদের শেষ গতি। সকলই চলে যাবে, শুধু মহাকল্যাণময়, মহাসম্মানী প্রভুর মুখই সঠিক থাকবে (৪২ঃ ৫৩; ৫৪ঃ ২৬)। বিজ্ঞানও বলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা সকলেই আমাদের মূল সত্তায় ফিরে যাব। অতএব সকল বস্তু আর জীবনের গতি স্থিতি বিলয়, শেষ পরিণতি মৌল–নির্ভর। মৌলতাই আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি।

তাহলে, মৌলবাদ বা যে কথাটি মৌলিক তা এ পৃথিবীতে হালে খারাপ হয়ে গেল কেন, গালি হয়ে গেল কেন, কেমন করে? তথাকথিত প্রগতিবাদীরা মৌলবাদীদেরকে খারাপ বলে চিহ্নিত করছে বা এ কথাটি ইতিমধ্যেই একটি খারাপ গালি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়েছে, সে পরিভাষায় রূপলাভ করেছে। উচ্চারিত এ কথাটির মধ্য দিয়েই গালিবাজ এ গলাবাজরা স্বীকার করছে বাদ তাদের মৌল, কৃত্তিমতাহীন। যে কোন বাদ–বাদিতা তা মৌলই হওয়া দরকার, সত্যের সাক্ষ্য সত্যেই হওয়া দরকার। মৌলিকত্বই মানুষের কাম্য কারণ আজও পৃথিবীতে মিথ্যেবাদ খারাপ বলে চিহ্নিত। যদিও জীবনাচরণে মিথ্যেই অনেকের মূলধন তবুও প্রকাশ্যে মিথ্যেই ভাল, সত্যই মন্দ একথা বলার দুঃসাহস আজও পৃথিবীতে কেউ দেখায়নি। তাহলে মৌলবাদ, তা যদি সত্যবাদই হয়, মৌলিক তা খারাপ হয় কেমন করে? আর যদি তা মিথ্যেই হয় তা মৌলবাদ নামে আখ্যায়িত হয় কি করে? এ এক উদ্ভব গোঁজামিল। চারদিকে ভেজালের রাজত্ব। এর দৌরাত্বে মানুষের নাভিশ্বাস ছুটছে। কৃত্তিমতায় দিক বিদিক সয়লাব হয়ে গেছে। তার মাঝে তবুও মানুষ বাঁচতে চাইছে। সে তাকিদেই জীবনের সওদা, হাটে বাজারে মানুষ খাঁটি জিনিস তালাশ করছে। মানুষের সত্তার এ এক মৌলিক দিক। শুভ দিক। অথচ আজকে এ পৃথিবীতে কিছুলোক মৌলবাদিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। তাহলে তারা কি জীবনে কৃত্তিম আর মিথ্যেবাদকেই প্রতিষ্ঠা করতে চায়? তাই যদি চায়, জীবনের আদর্শ মতবাদের ক্ষেত্রেও তারা যদি কৃত্তিমতাকেই বরণ করতে চায়, তাহলে এ মানবজীবনের রং বদল হয়ে যাবে।

মানুষের জীবনে কর্মের আগে কথার অস্তিত্ব। কথা দিয়েই জীবনের পাঠ শুরু। সেই কথাই যদি মিথ্যে হয়, ভুল হয়, কৃত্তিম হয়, মৌলিক না হয়, জীবনের আয়োজন ব্যর্থ হবেই। তা হলে মৌলবাদিতা খারাপ, এ কথার মধ্য দিয়ে আমরা কি মিথ্যেবাদিতার জন্যই জীবনের দ্বার অবারিত করতে চাইছি? এর দ্বারা সত্যের প্রতি আমরা কি আমাদের জীবনের বিদ্রোহভাবটাকেই প্রকাশ করছি? জীবনের জন্য একি কোন অশুভ ইংগিত? মৌলবাদিতা তাই যা

www.pathagar.com

মৌলিক হতে উৎসারিত আর মৌলিকত্বে ভরপুর। মৌলিকত্ব মিথ্যে ও কৃত্তিমতার বিপরীত। মানুষের জীবনে যা কিছু সত্য সুন্দর আর শুভ, তাতে মৌলিকত্বেরই অবস্থান। অশুভ সে মিথ্যে আর কৃত্তিমতার মুখব্যাদান। সব মানুষ অবশ্য কৃত্তিমতা বিরোধী নয়, মৌলিকত্বেরও অনুসারী নয়, তবু মৌলিকত্ব ছাড়া জীবনে কোন মহৎসৃষ্টি হয় না। মৌলিকত্ব মহত্বের উপাদান। মৌলবাদ পৃথিবীর সকল বাদ-বাদিতার মধ্যে আপন সত্তায় অম্লান। কি সেই মৌলবাদ এ নিবন্ধের বক্ষ্যমান আলোচনা তাই। তার আগে অতি প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয়ের ফয়সালা আসুন আগে করে নিই। এ মৌলবাদ গালিটি যাদের দ্বারা আর যাদের উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্ত হয়, তাদের জন্যে প্রায় অভিন্ন অর্থবোধক আরো কয়েকটি শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর নিরীখ করা এখানে একান্তই জরুরী। বলা যায়, শব্দগুলি ব্যবহার হতে হতে পুরনো হয়ে গেছে। কিন্তু তাই বলে কি একথা বলা যায়, তাদের অর্থভাব সকলেই হজম করে ফেলেছে? বরং এরা গালাগালির মাঠে নূতন আমেজ আর চমক এনেছে। তাই এ অনুক্রমের প্রথমেই গোড়া বা গোড়ামি শব্দটিকে আলোচনার জন্যে বাছাই করে নিই।

(ক) গোড়া–গোড়ামী

বিষয় আশয়ে মৌলবাদ আর গোড়ামি প্রায় অভিন্নরূপ। গোড়া আর আগা আমরা সকলই চিনি। যেমন একটি গাছের গোড়া আর আগা। একটি কথারও গোড়া ও আগা থাকতে পারে। যাই হোক, এখানে গাছটির কোন অংশটি মূল বা আসল? গোড়া না আগা, না কান্ড, না ডালপালা-পাতা? অবশ্যই সকলে বলবে যা শিকড় সমেত মাটির গভীরে প্রোথিত, তাই মূল বা আসল। অর্থাৎ যার উপর গাছটি দন্ডায়মান, গাছের যে অংশটি ভূতলে শিকড় ছড়িয়ে গাছটিকে উর্ধ্বে ধারণ করে আছে, তাই গাছটির অস্তিত্বের মূল ভিত্তি বা বুনিয়াদ। তাহলে গোড়া শব্দটি যখন গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন এটি কি ভাব অর্থ প্রকাশ করে? আমরা দেখি গাছের ডালপালা বাতাসে আন্দোলিত হয়, পাতা ঝরে যায় কিন্তু মূল বা গোড়া থাকে অনড়, কঠিনভাবে ভূমিতে সংবদ্ধ। এ গোড়াই গাছটিকে অস্তিত্ব দেয়, জীবন দেয়। যদি কখনও এ মূল উৎপাটিত হয় গাছটির অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। তাহলে কিছু আধুনিক তথাকথিত প্রগতিবাদী আর নব্য বুদ্ধিজীবীরা গোড়ার উপরে এত ক্ষেপলেন কেন? গোড়া-গোড়া বলে তারা মানুষকে গালাগাল দেন কেন? আগাবাদীদের চেয়ে অবশ্যই

www.pathagar.com

গোড়াবাদীরা ভাল। তাই এ কথাটি যথার্থ ব্যাখ্যার দাবী রাখে। সে আলোচনা করে নেয়াই ভাল।

বাদ মতবাদের ক্ষেত্রে এ প্রগতিবাদীরা তাদেরই গোড়া বলে চিহ্নিত করতে চান, যারা জীবনে স্থিতি খোঁজেন, আদর্শ খোঁজেন, হাওয়ার তালে বদলান না। মূর্খরা যখন হাওয়ার তালে, ডালে ডালে নাচতে শুরু করেন, তারাও দেখতে চান গোড়া ঠিক আছে কিনা। হাওয়াই নাচনেওয়ালারা যারা শাখায় শাখায় আন্দোলিত বিবসিত হন, তারাও গোড়ার উপর ভর করেই তা করেন। গোড়া ছাড়া আগা অস্তিত্বহীন। গোড়াই আগার অবস্থানকে ধারণ করে, তার জন্য রস সরবারহ করে। তাই গোড়াকে তুচ্ছ বা ত্যাগ-কোনটাই করা যায় না। গোড়ার সংগে আগার জীবনের সম্পর্ক। তবু আগাবাদীরা গোড়া দেখলেই ভিমড়ি খান, এ কেমন কথা? গোড়ার খবর না করে, গোড়ায় যারা আস্থাবান তাদেরকে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ করেন। গোড়া অস্তিত্বের স্বাক্ষর। তাই গোড়ার নিয়মে যার বন্ধন নেই সেই আগা উৎপাটিত হয়। গোড়াবাদীদেরকে এ জন্যে গোড়ায় থাকতে হয়। আল্লাহর ঘোষণা–"তুমি কখনও আল্লাহর নিয়মের কোন পরিবর্তন পাইবে না এবং কখনও আল্লাহর রীতির (বিধির) অন্যথা পাইবে না" (৩৫, সূরা ফাতিরঃ ৪৩)। তাহলে জগতের অস্তিত্ব গোড়ার নিয়মে। যারা গোড়াবাদী (গোড়াবাদ বলে বাস্তবে কোন বস্তু নেই। আধুনিক বানরবাদীদের দ্বারা এ এক বিদ্বেষমূলক গালি। চিহ্নায়নের সুবিধার্থে এখানে তাদেরকে গোড়াবাদী বলে উল্লেখ করা হয়েছে) তারা এ গোড়ার খবর রাখেন বলেই ডাল-পাতায় টুনটুনির নৃত্য করেন না। হুজুগে ভাসেন না বলেই তথাকথিত প্রগতিবাদীরা এদেরকে একেবারে বুদ্ধিহীন ভেবে উল্টাপাল্টা বাক্যবানে বিদ্ধ করেন। ধর্মান্ধ বলে হিংস্র গালি বিক্ষেপ করেন। যাদেরকে গোড়া বলে গালাগালি করেন তাদের সবাই যে আসলেই মূর্খ আর বুদ্ধিহীন এমন বাছ বিচারও করেন না বা তা করবার মত মানসিক প্রশস্থতা অনেকেরই নেই। যা হচ্ছে তা হলো, বেভুল নৃত্যের তালে শরিক হতে না পারলেই তারা আগাবিমুখ গোড়া বলে চিহ্নিত হন, প্রতিক্রিয়াশীলরূপে নিন্দিত হন। যা মিথ্যে ফেনাতুল্য তাকে কোন বুদ্ধিমান গ্রহণ করতে পারে না। এ বুদ্ধিমানরা গোড়ার খবর রাখেন বলেই জানেন, সত্য শাশ্বত। সকল মিথ্যে হবেই বিলুপ্ত। "তুমি কখনও আল্লাহর নিয়মে কোন পরিবর্তন পাইবে না" (৪৮, সূরা ফাতহ্ঃ ২৩)। এ নিয়মে প্রত্যেককেই তারই কাছে ফিরে যেতে হবে। তাই যারা বুদ্ধিমান তারা ধৈর্যশীলতার সংগে পথ চলেন। গোড়ার মতই শান্ত স্থির থাকেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন তবু থাকে, অর্থাৎ গোড়া বলে মানুষ সমাজে সত্যিই কি কিছু নেই? নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দেখা যায়, কিছু লোক আছে, সত্যিই যারা গোড়া বা শিকড়ে কামড় মেরে ধরে, ঘাপটি মেরে পড়ে থাকেন। তারা এ কথাটি বুঝতে পারেন না, গোড়া মূল হলেও তা গাছ নয়। যে গাছ শাখা প্রশাখা বিস্তার করে উর্ধ্বে মাথাতুলে দাঁড়ায় ফল ফুল দেয়, পৃথিবীর কল্যাণে নিজেকে কাজে লাগায়। এভাবেই তার বৃক্ষজীবন সার্থক হয়। গাছের এ ভূমিকা বাদে গোড়ার স্থিতি অর্থহীন। আগার এ অর্থময়তার জন্যই গোড়ার অবস্থান। এ কথা যারা বুঝে না, তেমন লোকেরা সত্যিই, কূপ মন্ডুক। এ বুদ্ধিহীনেরা কদাচগোড়ায় আগায়, কান্ড শাখায় পার্থক্য করতে পারে। বৃক্ষের সংজ্ঞা, তার জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য না জানার ফলেই তাদের এ অবস্থা হয়। এরা যা দেখে ভুল করে দেখে। মূলেও এদের জ্ঞান নেই, আগায়ও এদের ধ্যান নেই। এরা আগাগোড়া অপদার্থ।

বিশেষ করে দ্বীন-ইসলামের ক্ষেত্রে এ এক অভিনব বিষয়। আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা-"আসমান যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তাকে তিনি মিছামিছি খেলার ছলে, বেহুদা, অনর্থক বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন নাই" (সূরা হিজরঃ ৮৫; আম্বিয়াঃ ১৬; মুমেনুনঃ ১১৫; সোয়াদঃ ২৭; দুখানঃ ৩৮-৩৯)। বরং এক সৎ উদ্দেশ্যে, এক নিদিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন (আহকামঃ ৩)। শুধু তাই নয় এ আসমান যমীনে যা কিছু আছে, তা তিনি মানুষেরই কল্যাণে তার সেবাধীন করে দিয়েছেন ও মানুষের জন্য পূর্ণ করে দিয়েছেন তার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ, (সূরা লোকমানঃ ২০; ইব্রাহীমঃ ৩৩)। তাই একজন মুসলমানের জীবনে সৃষ্টির প্রতিটি ধূলিকণাও হিসেবের বস্তু, উপেক্ষণীয় নয়। কোন সত্যদ্রষ্টা মুসলমান কখনও কর্মহীন গোড়াকে জাপটে ধরে পড়ে থাকতে পারে না। গোড়ায় ডালে ফলে ফুলে মহামিলন তার জীবনের রীতি এবং অবশ্যই এক বিশেষ লক্ষ্যে নিয়মে, যে নিয়মের কোন পরিবর্তন নেই। যে অপরিবর্তনীয় নিয়ম চোখ খুললেই দেখা যায়। বুদ্ধিমান মাত্রেই তা দেখেন। দেখেন জীবন সত্যিই ক্ষণস্থায়ী, মানুষ আসলেই কমজ্ঞানী দুর্বল, অহংকার নিশ্চিৎই বাড়াবাড়ি, যালিমের পতন অনিবার্য, মৃত্যু আসবেই, চলে যেতে হবেই, হিসেবের কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই হবে। স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সত্যিই মূর্খতা। আর বুদ্ধিমান মাত্রই বুঝেন, জড়বাদ বানরবাদ মিথ্যে। এ সৃষ্টির পেছনে এক লক্ষ্য উদ্দেশ্য ক্রীয়াশীল, এক অপরিবর্তনীয় নিয়ম, প্রকৃতি রাজ্যের নিয়ামক। জগৎ সে বিধিবদ্ধ নিয়ম বা তকদীরের অধীন। একমাত্র মানুষই স্বাধীন তার জীবনের এক বিরাট অঙ্গণে। তাই তার, দায়-দায়িত্ব, তার মূল্য মর্যাদা সকলের উর্ধ্বে। সে খলীফা আল্লাহর

www.pathagar.com

এ পৃথিবীতে। তাই তার ভাল কাজে পুরস্কার, মন্দ কাজে দন্ড বা তিরস্কার। এ জ্ঞান ছাড়া মুসলমান হওয়া যায় না। যে মুসলমান, সে সমুদয় গাছকে বাদ দিয়ে গোড়ার বা শিকড়ের জটজালে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। জীবনকে বাদ দিয়ে কিছু গোড়ায় বা গোড়ামি নীতি নিয়ে অচল অচেতন হয়ে থাকতে পারে না। ইসলাম জীবনের ধর্ম। যে জীবনের কাছে পৃথিবীর ভার তাকে আল্লাহর ইচ্ছেয় রূপান্তরের। সেখানে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকার এতটুকু অবকাশ নেই। সময় যেমন সামনে এগোচ্ছে, জীবনও তাই। কোন মুসলমানের জীবনে এ অন্ধ গোড়ামির ঠাঁই নেই এজন্যে যে, আল্লাহর বিধান মানুষের উপর সব কিছু চাপিয়ে দেয়নি। এ বিশ্ব রাজ্যে এবং মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিতে যা অপরিবর্তনীয় তার জন্য আল্লাহ অবশ্যই স্থায়ী নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু তার দ্বারা সভ্যতার ক্রমবিকাশকে এতটুকু বাধাগ্রস্থ করেননি। মানুষের সামনে চলার পথকে রুদ্ধ করেননি। ইসলামের শরীয়তী আইন জীবনের মূলনীতি সমূহ নির্ধারণ করেছে। কিন্তু প্রতিনিদের জীবনে উদ্ভূত নব নব পরিস্থিতিতে মানুষকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে জ্ঞান গবেষণা ইজতিহাদের। অন্যান্য তথাকথিত ধর্মের সংগে এখানে ইসলামের তফাৎ এই যে, অন্যান্য ধর্ম মানুষের হাতে তৈরী, বিধায় তারা সার্বজনীন কল্যাণের পথ পরিত্যাগ করে হয়েছে গোষ্ঠীস্বার্থের ধারক, পোষক। তারা যুগে যুগে মানুষকে জুলুম করেছে, জীবনের সহজ পথকে শত চক্রান্তে কঠিন করেছে। ইউরোপে তাই পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ শতকে খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছে। অবশ্য ধর্মকে পরিত্যাগ করেই তারা জ্ঞান বিজ্ঞান আর এগিয়ে চলার পথকে খুঁজে পেয়েছে। ধর্মের মধ্যে থেকে পায়নি। গোড়া ধর্মান্ধ, প্রতিক্রিয়াশীল, মৌলবাদী শব্দগুলি ইউরোপে এ বিদ্রোহের মুখেই সৃষ্টি। ইসলামে এমন অবস্থা কোনদিন হয়নি, হবার প্রশ্নই আসে না। বরং জ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য ইসলাম সর্বাধিক তাকিদ করেছে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এ তাকিদ তুলনাহীন। কোরআনের কথা–"তাহারা কি মাথার উপরে আসমানের দিকে চাহিয়া দেখে না যে, আমি উহাকে কেমন করিয়া বানাইয়াছি ও উহাকে সাজাইয়া শোভিত করিয়াছি, আর তাহার মধ্যে কোন ত্রুটি নাই। এবং যমিনকে আমি কেমন করিয়া বিছাইয়া প্রসারিত করিয়া দিয়াছি..." (৫০, সূরা কাফঃ ৬, ৭)। "নিশ্চয় ইহাতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। তিনিই তোমাদের জন্য রাত্র ও দিন এবং চন্দ্র ও সূর্যকে নিয়মের অধীন রাখিয়াছেন এবং তারাগুলির তাঁহার আদেশের অধীন রহিয়াছে। নিশ্চয় ইহাতে বুদ্ধিমান লোকের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে" (১৬, নহলঃ ১১, ১২) "আচ্ছা যে ব্যক্তি জানে যে,

www.pathagar.com

তোমার প্রভুর তরফ হইতে তোমার প্রতি যাহা নাজিল হইয়াছে তাহা সত্য, সে কি অন্ধ লোকের মত হইতে পারে ? নিশ্চয় জ্ঞানবান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে" (১৩ সূরা রাদঃ ১৯)। "বল, অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন লোক কি সমান হইতে পারে? অথবা অন্ধকার ও আলো কি সমান" (সূরা রাদঃ ১৬)?. আল-কোরআনের আবেদন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান চিন্তাশীল মানুষদের কাছে। ইসলাম অন্ধ বিশ্বাসের ধর্ম নয়। ইসলামের নবীর ভাষায়-"জ্ঞান মুসলমানের হারানো সম্পদ, তাকে যেখানে পাও কুড়িয়ে নাও। দোলনা হতে কবর পর্যন্ত জ্ঞানের সাধনা কর। জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের লহু হতেও পবিত্রতর। এক ঘন্টার জ্ঞানের সাধনা হাজার রাকাত নফল নামাজের চেয়ে উত্তম।" জ্ঞানের জন্য এমন আকুল আহবান এ জগতে আর কে কবে কোথায় শুনিয়েছে! তাই একদিন মুসলমানরা হতে পেরেছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখায় জগতের পথিকৃত।

তবু গোড়ামি (এর অর্থ যদিও হয় চোখ বুঁজে অচল হয়ে পড়ে থাকা) একদিন মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে অজ্ঞানতার পথ ধরে। ভোগ বিলাসে একদিন মুসলমানেরাও এ পৃথিবীতে তাদের দায়িত্ব কর্তব্যের কথা ভুলে যায়, কর্মের পথ পরিহার করে। সত্যিই এ ছিল বিস্ময়ের। যেখানে আল্লাহ তা'য়ালা একমাত্র ঈমানদার সৎকর্মশীলদের জন্যই, একমাত্র কর্মীদের জন্যই জীবনের সফলতা ও বেহেশতের ওয়াদা ঘোষণা করেছেন, যেখানে আল্লাহর ঘোষণা- "হে মোমেনগণ! তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের অমন ভাবেই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে যখন এখনও আল্লাহর জানা হয়নি, তোমাদের মধ্যে কাহারা জেহাদ করিতেছে এবং মোমেনগণকে ছাড়িয়া আর কাহাকেও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নাই" (৯, সূরা তাওবাঃ ১৬)। সেখানে মুসলমান কর্মের পথ পরিহার করে অলস নফল নামাজ, বিনাশ্রম দোয়া দরুদ আর ফাতোয়াবাজীর পথ ধরল কেমন করে? একি বিস্ময়ের! আল-কোরআন অবিকৃত থাকতেও মুসলমানের জীবনের রঙ বদল, বিকৃত হয়ে গেল কেমন করে? মুসলমান একদিন কোরআন পড়া ও বুঝা ত্যাগ করেছিল, তার দায় দায়িত্ব তারা তুলে দিয়েছিল এক বিশেষ শ্রেণীর হাতে। যারা মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে শুরু করে ধর্মব্যবসা, ফতোয়াবাজীর ব্যবসা। জ্ঞানের সাধনা পরিত্যক্ত হয়। মূর্খতা মাথা তুলে দাঁড়ায়। আর মূর্খতা যেখানে সম্বল সেখানে মানুষ জনে জনে বিভক্ত হবেই। তাই আজও ধর্মের অঙ্গণে এত হানাহানি এত কোলাহল। ধর্ম নিয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের হাজারো কোন্দল। এখানেই গোড়ামি আস্তানা গাড়ে। অজ্ঞানতার কাজই পেছনে পড়ে থাকা। জ্ঞানের কাজ এগিয়ে যাওয়া।

www.pathagar.com

জ্ঞান শক্তি, চলার পথের দিশা। খলীফা হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) ভাষায়–"জীবনের সর্ব শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য"। জ্ঞানহীন গোড়াদের দ্বারাই সমাজে অজ্ঞানতার আবাদ বাড়ে। এমন অবস্থায়ই বিদ্বেষী বিধর্মীদের দ্বারা মুসলমান নিন্দিত হয় গোড়া বলে। আর সত্যিই একদিন জীবনের অগ্রগতি গোড়ামির গোড়ায় আটকা পড়ে যায়। যদিও ইসলামের সংগে এ গোড়ামির সম্পর্ক নেই।

তাই একজন সত্যিকার মুসলমান কখনও 'গোড়া' হতে পারে না। তাহলে এই যে যারা পেছন পথের যাত্রী, নতুনকে ভয় পায়, ভালমন্দ বিচার না করে যে কোন নতুনকেই (বিদআৎ) নাজায়েজ বলে দূরে সরিয়ে দেয়, তারা কি সত্যিকার মুসলমান নন? একটু আগেই আমরা আলোচনা করেছি–ইসলাম তাকাতে বলেছে ঐ দূর আসমানের দিকে, ঐ সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণী, প্রসারিত জমিন, দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের দিকে। কেমন করে বাতাস বয়, বৃষ্টি হয় প্রকৃতির বুক ভরে উঠে, ফুলে ফলে শষ্যে, আল্লাহর সে নিদর্শন সমূহের দিকে তাকাতে বলেছে। আর তাকাতে বলেছে, নিজ সত্তার দিকে। তাই একদিন হৃদয়ের মহৎ ঔদার্য নিয়ে মুসলমান হাজির হয়েছিল বিশ্বের দরবারে। আর দলে দলে মানুষ তাদের চারদিকে জমায়েত হয়েছিল।

গোড়ামি কুসংস্কার সকলি উদ্ভব হয় অজ্ঞানতা হতে। তাই আমীন শব্দ জোরে বা আস্তে বলা নিয়ে বিবাদ। রফে–ইয়াদাইন বা দু'হাত উপরে তোলা, না তোলা নিয়ে বিবাদ। দাড়ি রাখা না রাখা, পাক–নাপাক ওজু, গোসল ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ মাছলা–মাছায়েল নিয়ে ঝগড়া শরাফতি অহংকার ইত্যকার বাড়াবাড়ি সকলই অজ্ঞানতার ফসল।

কোরআন হাদীস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার ফলে বিজ্ঞানকেও এ তথাকথিত আলেমরা না–জায়েজ বলতে ছাড়েনি। তারা অনারবী ভাষায় জ্ঞানের দ্বীনের চর্চা পর্যন্ত সমর্থন করেনি, কোরআন পাঠ মেনে নেয়নি। ইসলামের সীমানায় এসব ছিল সত্যিই সীমাহীন আর গুরুতর বিচ্যুতি। কোন জিনিষের সত্যাসত্য আর কল্যাণ অকল্যাণের দিক বিবেচনা না করে অন্ধের মত তাকে আকড়ে থাকা বা প্রত্যাখ্যান করা, বা কোন কিছুকে অকল্যাণকর জেনেও শুধু রসম রেওয়াজের কারণেই তাকে আগলে রাখা নিশ্চয় 'গোড়ামি' 'প্রতিক্রিয়াশীলতা' দুর্বল ঈমানের পরিচয়। এসব কোনমতেই সঠিক মুসলমানের কাজ নয়। তবে বেঠিক হলেও এমন লোকেরাই মুসলমান হবার কারণে, মুসলমানদের অনেক ভাল কাজও নিন্দিত হয়েছে। আমাদের দুশমনেরা আমাদের অনেক ভাল কাজকেও 'গোড়ামি' বলতে ছাড়েনি।

www.pathagar.com

একজন মুসলমান মদপান করেনা, শুকরের গোস্ত খায় না, বিধর্মীর কাছে মেয়ে বিয়ে দেয় না, বিধর্মীর সংগে মিলে এক জাতি গঠন করেনা, জবাই ছাড়া বলি খায় না, কাফেরের অনুরূপ জীবনাচরণ করে না, এগুলিকেও কাফেররা গোড়ামি বলতে কসুর করেনি। এর প্রথম কারণ তাদের ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা, দ্বিতীয় কারণ, তারা আমাদেরকে তাদের মত বানাতে চায়।

তবে যে সব ধর্মের ভিত্তি মিথ্যের উপর, জ্ঞান বিজ্ঞান আর যুক্তির আলোকে যাদের অস্তিত্ব মিলিয়ে যায়, তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যে সবটুকুই কুসংস্কার আর ঐ কথিত গোড়া নির্ভর (আসলে মূল বা গোড়া নেই বলেই) তা বলবে কে? বলার দায়িত্ব নিশ্চয়ই সত্যবাদীদের উপর। যেদিন থেকে সত্য আর মিথ্যে চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে, মিথ্যেকে জগত থেকে উৎখাতের দায়িত্ব আল্লাহর অনুগত বান্দাদের উপর অর্পিত হয়েছে। ভাগ্যের (নিশ্চয়ই কর্ম সে ভাগ্য রচনা করে) নির্মম পরিহাস, সে তথাকথিত অনুগত বান্দারাই আজ উৎখাত হবার মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে।

যাই হোক, অজ্ঞানতাই সকল গোড়ামি, কুসংস্কার প্রতিক্রিয়াশীলতার আধার। তাই জ্ঞানের সাধনা করতে হবে। পড়তে হবে আল্লাহর নামে, তবেই সব গোড়ামী আর কুসংস্কারের মূলোৎপাটন হবে।

(খ) রক্ষণশীল–রক্ষণশীলতা

অনেক জিনিষকেই জীবনে সংরক্ষণ করতে হয়। ইতিহাস, ঐতিহ্য সভ্যতা সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ধর্ম এসবকে তো সংরক্ষণ করতে হয়ই। এসবের সংরক্ষণ ছাড়া জীবন হবে ঝরা পাতার মত, যার মূল, আগা–গোড়া কিছুই থাকবে না। তা নিশ্চৎই উড়বে হাওয়ায়, তার দ্বারা সমাজ সভ্যতার, জগতের কোন কল্যাণই সাধন হবেনা। সত্য আর সুন্দরকে রক্ষা করতে হয়। নতুন সৃষ্টির সংগে এ পুরাতনকে রক্ষা করাও জীবনের কাজ। তাই জীবনে সদা–সংগ্রাম বা জিহাদে লিপ্ত থাকতে হয়।

ইসলাম মানুষকে এমন সব সত্যের সন্ধান দিয়েছে, যা সৃষ্টির মূল, সভ্যতার বুনিয়াদ, আর নির্দেশ দিয়েছে এ সবকে রক্ষা করার। ইসলাম, জগতের সত্যসমূহের সংরক্ষণ–সৈনিক হিসেবে এ জগতে মুসলমানদের উত্থান করেছে। যুগে যুগে পৃথিবীতে নবীরা (দঃ) এসেছেন সে সব সত্যকে, মানুষকে জ্ঞাত করতে, তার উপর মানুষকে প্রতিষ্ঠা করতে। তারা মানুষকে জানিয়েছেন– আল্লাহই জগতের একমাত্র প্রভু, তাঁর কোন দ্বিতীয় নেই। তিনি অনাদি অনন্ত। যদিও জীবন ক্ষণস্থায়ী, জগত এক নিদিষ্ট সময়ের জন্য নিজ নিজ তাকদীরের

www.pathagar.com

(জীবনের জন্য স্থায়ী নিয়ম বিধান) উপর বিরাজমান। একমাত্র আল্লাহই স্রষ্টা, রিজিকদাতা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা। ইবাদত শুধু তারই জন্য, অর্থাৎ শুধু তাঁর হুকুমকেই মান্য করতে হবে। মূর্ত্তি শয়তান বা কোন রাজা বাদশাহ কাউকেই পূজা করা যাবেনা, সিজদাহ করা যাবেনা। ইসলাম মানুষকে শিখিয়েছে–মিথ্যে বলো না, মুনাফেক বেঈমান হয়োনা, চুরি, ডাকাতি, খুন রাহাজানি, ব্যাভিচার করো না, সমাজে ফেৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করোনা, সত্য বিনা মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়োনা, কারো হক তসরূপ করোনা, ওজনে কম দিয়ো না, মদ খেয়োনা, ইত্যাদি। এসব চিরসত্য সমূহকে রক্ষা করতে হবে।

ইসলাম বলে, বিবাহপ্রথা মানবসভ্যতার মূল বা বুনিয়াদ। এ প্রথা ও তার পবিত্রতাকে সংরক্ষণ করতে হবে। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইসলাম সমর্থন করেনা। এহেন অবস্থা বিবাহ আর বৈবাহিক জীবনের মূলে আঘাত করে। এ হতে এমন সব পাপের জন্ম হয় যা সভ্যতাকে বিপন্ন করে। তাই ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে এসবের পবিত্রতা সংরক্ষণের। মুসলমানরা তা করতে বাধ্য, যতক্ষণ তারা এটা দাবী করবে। এর জন্য যদি কেউ মুসলমানদেরকে রক্ষণশীল (কদর্থেই আজকাল কথাটির প্রয়োগ হচ্ছে), গোড়া ধর্মান্ধ বলে নিন্দা করে তাকে বলার কিছু নেই। আল্লাহর কথা–'অন্ধকে তো আর তুমি পথ দেখাতে পারনা এবং কেবল জ্ঞানবান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।' এ গোড়া খোদ সভ্যতার মূল, তাকে রক্ষা করতেই হবে।

সে রক্ষণশীলতাই নিন্দনীয়, যা কোন মিথ্যেকে রক্ষা করে, ধারণ করে। সত্য পৌছার পরেও, মিথ্যে মিথ্যে বলে প্রমাণিত, চিহ্নিত হবার পরেও; ব্যক্তিগত স্বার্থে , অহংকার অহমিকায়, পুরাতনের প্রতি অন্ধ মোহে, বংশীয় গোত্রীয় আদিখেত্যায়, অজ্ঞতায়, সত্যের বদলে স্থিত মিথ্যেকেই আকড়ে ধরে। এমন রক্ষণশীলতা প্রগতিবিরোধী, জন্ম দেয় প্রতিক্রিয়াশীলতার, ভীরুতার। যার জন্য নিতান্ত ভাল মানুষেরাও সত্যকে মেনে নিতে পরাঙ্মুখ হয়। আখেরী নবীর (সাঃ) পিতৃব্য আবুতালিব, যিনি নবীকে ভালবাসতেন প্রাণ দিয়ে, নবী জীবনের বিপদাপদকে বুক দিয়ে আগলে ধরেছেন; একজন কোরাইশ প্রধান হবার কারণে পারেননি ইসলাম কবুল করতে। বার বার জবাবে বলেছেন–'কেমন করে ছাড়ি বাপদাদার ধর্মটা'। রশম–রেওয়াজ, বংশীয় গোত্রীয় কৌলিণ্যের অহংকার, পুরাতনের প্রতি এই যে মোহ আর আনুগত্য–ইসলাম একে শেরক এর সমতুল্য বিবেচনা করেছে। কায়েমী স্বার্থবাদের গদিই এমত রক্ষণশীলতার রূপকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন রূপে ধারণ করে। প্রতিষ্ঠিত স্বার্থ আর প্রভাব প্রতিপত্তিকে সংরক্ষণ করতে, ধরে রাখতে অজ্ঞ, বোকা,

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়াশীলরা, চিরকাল, চিরদিন, সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে, মিথ্যের পূজা করেছে, প্রতিভূরূপে বিভিন্ন দেব-দেবী তৈয়ার করেছে। স্বার্থ, মানুষকে এমনভাবে অন্ধ করে, সারাটা জগতই সময়ে তার কাছে মিথ্যে হয়ে যায়। তখন চক্ষু কর্ণ অন্তরের উপর কালো পর্দা পড়ে যায়। আলোর প্রবেশ রুদ্ধ হয়ে যায়। স্বার্থান্ধ মানুষের জীবনে এ রক্ষণশীলতা ভয়াবহ। এ কায়েমী স্বার্থবাদরূপ রক্ষণশীলতার কারণেই পৌত্তলিকতা আর বর্ণবাদে আকীর্ণ হিন্দুবাদ তথা ব্রাহ্মন্যবাদ, মিথ্যে ত্রিত্ববাদীয় খ্রীষ্টবাদ আজও এ পৃথিবীতে টিকে আছে। কারণ ওখানে অনেক স্বার্থ। মানুষকে মোহগ্রস্ত করে, অন্ধ বোকা বানিয়ে, তাদের জ্ঞান বুদ্ধি আর সোনা চাঁদি লুটে নেবার এই অস্ত্র অব্যর্থ। তাই তাকে ঐন্দ্রজালিক মায়া-মোহতায় ধরে রাখতে হবে।

এ কায়েমী স্বার্থবাদী মিথ্যে রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে ইসলাম বার বার বিপ্লব ঘোষণা করেছে। নতুন প্রগতির, সামনের দিকে এগিয়ে যাবার ডাক দিয়েছে। মিথ্যে ক্রুশধর্মের ক্রুর রক্ষণশীলতা যেদিন ইউরোপে মানব জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ অগ্রগতি আর সভ্যতার চাকাকে থামিয়ে দিয়েছিল, ইউরোপবাসীরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। রক্ষণশীলদেরকে তারা জীবন থেকে ভিন্ন করে দিতে পারলেও, তারা সে রক্ষণশীলতার মুলোৎপাটন করতে পারেনি। তাই গীর্জা সেখানে আজো আছে, ক্রুশ ধর্মের মিথ্যে ধর্মকে রক্ষা করে চলেছে। মার্কসবাদের মিথ্যে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে তার ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে মানুষের কাছে (অর্থাৎ সর্বসাধারণের কাছে) তবু সেখানে কিছু লোক এ পুরনো মার্কসবাদকে ধরে রাখতে চাইছে। কারণ ঐ একই কায়েমী স্বার্থ, আর পুরাতনের প্রতি অন্ধ মোহ। এরা বিবেকহীন অচল-পুরাতনের উপর ভর করে চলতে চায়। ভাবে এমন সুখের বাহন আর কোথায়? জীবন এদের কাছে, দাঁড়িয়ে থাকা এক ঠাঁয়। নতুনকে, সত্যকে এরা চিরকাল ভয় পায়। মানুষকে এ অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য, প্রগতির চিরআলোকিত পথে স্থাপনের জন্য, ইসলাম এসেছে এ জগতে স্থবিরতার অচলায়তন ভাঙতে। সকল কায়েমী স্বার্থবাদের মূল্যোৎপাটন করতে। তাই ইসলামের সঙ্গে এ মিথ্যে রক্ষণশীলতার কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক যেটুকু, তা সত্যের সুন্দরের। যাকে ইসলাম রক্ষা করে, হিফাজত করে। যা পুরাতন তাকেই সংরক্ষণ করতে হবে বা বর্জন করতে হবে, আর যা নূতন তাকেই গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং কোন বিচার বিবেচনা ছাড়াই ইসলাম এমন হুজুগে কোনদিন চলে না। ইসলামের আবেদন চিরদিন চিরকাল মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বিবেকের কাছে। যে কোন কোরআন পাঠক আর নবীজীবনের বুদ্ধিমান দর্শক এ সত্যকে প্রত্যক্ষ

www.pathagar.com

করবেন অবাক বিস্ময়ে। কিভাবে ইসলাম মানুষকে তার বুদ্ধি হিকমতের উপর কায়েম করতে চেয়েছে। এ বুদ্ধিমানদের কাছে, জ্ঞানী চিন্তাশীলদের কাছে আল-কোরআনের তাকিদ বার বার-মানুষ কি ভাবে না, তাকে কি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে? সে কি চেয়ে দেখে না তার চারদিকের জগতটার দিকে, যাকে তার অধীন করে দেয়া হয়েছে? সে কি চিন্তা করেনা, কেমন করে দিনরাত হচ্ছে, ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে, কেমন করে পাহাড়গুলিকে সমুন্নত করা হয়েছে, আকাশটাকে খুঁটি ছাড়া ধরে রাখা হয়েছে। তাই অন্ধত্ব গোড়ামি আর মিথ্যে রক্ষণশীলতার ঠাঁই ইসলামে নেই। তবু দুশমনেরা একদিকে তাদের ঈর্ষা আর একদিকে অজ্ঞতার কারণে মুসলমানদেরকে গোড়া ধর্মান্ধ কদর্থে রক্ষণশীল মৌলবাদী কত অপনামে অভিহিত করেছে। জ্ঞানের অভাবে সব ধর্মকে আর সব রক্ষণশীলতাকে একাকার করে দেখেছে। অবশ্য মতলব একটা আছে- তাহলো সব রক্ষণশীলতা আর মূল্যবোধের উৎসাদন। তাদেরকে, সত্যকে জ্ঞাত হবার পরামর্শ দেয়া ছাড়া এ মুহূর্তে আর কিছু বলার নেই।

মানুষের হাতে গড়া সব ধর্ম মতবাদেরই এ একই অবস্থা। অতএব সব রক্ষণশীলতা নিন্দনীয় নয় যেমন সব আধুনিকতা বরণীয় নয়। এখানে সত্য মিথ্যেকে পার্থক্য করতে হবে। জানতে হবে সত্যের রূপ মিথ্যের রঙ। তা না করে আজকালকার কিছু অতি প্রগতিবাদীদের কাছে সব রক্ষণশীলতাই নিন্দনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদেরই এক মশালবাহী ডঃ আহমদ শরীফ তাই এমন করে বলতে পারেন-"অক্ষমের আস্ফালনের মধ্যেই কেবল রয়েছে অতীতের ঐতিহ্যের গুরুত্ব।-অতীত ও ঐতিহ্য মানুষকে কেবল ধরে রাখে, মানুষকে কেবল ভরে রাখে। সন্ধিৎসু, জিজ্ঞাসু করেনা বলেই অতীতাশ্রয়ীরাও ঐতিহ্যগর্বীরা প্রগতিভীরু, তারা আবর্তিত জীবনাচারে আস্থাবান" (বই- মানবতা ও গণমুক্তি)। তিনি এতবড় মিথ্যেকে কিভাবে উচ্চারণ করতে পারলেন তাই ভাবছি। আর ভাবছি, যারা বক্রদৃষ্টি তাদের কাছে জগতসভ্যতা এমনিভাবেই ধরা পড়ে। এমন প্রগতিবাদীরা মানবতা ও সকল মূল্যবোধের দুশমন। তারা মূলসুদ্দু গাছকে উৎপাটন করতে চায়, জীবনে আনতে চায় মরুভূমির দাহন। এরা সকল সুরক্ষিত মূল্যবোধকে ধ্বংস করে মানুষ সমাজকে পশু সমাজে বদল করতে চায়। তাই সৎ মানুষদেরকে সতর্ক হতে হবে, মূল্যবোধকে তাদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

www.pathagar.com

(গ) ধর্মান্ধ–ধর্মান্ধতা

এ এক অদ্ভুত শব্দ, বিদঘুটে এর ভাব বিন্যাস। ধর্ম মানুষকে অন্ধ করে না। অন্ধ মানুষকে পথ দেখাতে, পথহারা মানুষকে পথের সন্ধান দিতে এ পৃথিবীতে এসেছে ধর্ম। আল্লাহ তা'য়ালা এ পৃথিবীতে মানুষ পাঠিয়ে তাকে অসহায় ত্যাগ করেননি, বা তাকে প্রবৃত্তির উপরেও ছেড়ে দেননি, যা খুশী তাই করার অবাধ স্বাধীণতা দিয়ে। মানুষকে সৎপথে জীবনের লক্ষ্যে পরিচালনার জন্য তিনি পাঠিয়েছেন নবী রসূলগণকে, দিয়েছেন কিতাব পথের দিশা। সৃষ্টির প্রথম মানুষ হযরত আদম আলাইহে ছাল্লামকে তিনি নবী করে পাঠিয়েছিলেন। এ নবুয়তের ধারায় অতঃপর এ পৃথিবীতে এসেছে একলাখ চব্বিশ হাজার নবী। সকলেই ছিলেন একই ইসলামের নবী। সকলের প্রতিই ছিল একই নির্দেশ যে–"আমি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই অতএব আমারই ইবাদত কর" (আম্বিয়াঃ ২৫)। আল্লাহর ঘোষণা–এবং "নিশ্চয় আমি তোমার পূর্বে বহু রসূল পাঠাইয়াছি।" (মুমেনঃ ৭৮)। আল্লাহর একত্ব সমন্ধে মানবীয় ভাব অনুভূতির একেবারে কাছাকাছি এসে তিনি বলেন–" যদি আল্লাহ ভিন্ন আরও খোদা থাকিত, তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইত। যদি আল্লাহ ভিন্ন অন্য মাবুদ থাকিত তবে অবশ্যই দুইটিই নষ্ট হইয়া যাইত। তাহার সংগে যদি অন্য খোদা থাকিত তবে প্রত্যেক খোদা যাহা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা পৃথক করিয়া লইত" (১৭, বনি–ইসরাইলঃ ৪২; ২১, আম্বিয়াঃ ২২; ২৩, মুমেনুনঃ ৯১)। সৃষ্টির আদি থেকে একই স্রষ্টা প্রভু আল্লাহ তাঁর নবী রসূলগণের মাধ্যমে একই দ্বীনের খবর মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন। আখেরী নবীর প্রতি আল্লার নির্দেশ–"বল, আমিত কোন নতুন (অভিনব) রসূল হইয়া আসি নাই আমার পূর্বেও অনেক নবী আসিয়াছে (সূরা আহকামঃ ৯)। আল্লাহর ঘোষণা–"তিনি তোমাদের জন্য এই ধর্ম পছন্দ করিয়া দিয়াছেন..... ইহা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্ম– প্রথম হইতেই আল্লাহই তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন এবং এই কিতাবেও রাখিয়াছেন। যেন রসূল তোমাদের প্রতি সাক্ষী হইতে পারে ও তোমরা মানুষ জাতির প্রতি সাক্ষী হইতে পার" (২২, সূরা হজ্জঃ ৭৮)।

তা হলে আমরা দেখতে পাই, মানুষকে হেদায়েতের জন্য দ্বীন এসেছে আল্লাহর তরফথেকে রহমতের ধারা হয়ে।সে দ্বীনের অনুসারীদেরকে আল্লাহ প্রথম থেকেই ঘোষণা করেছেন 'মুসলমান' বলে। এ শাশ্বত দ্বীনের পথে পাঠিয়েছেন, যুগে যুগে, দেশেদেশে, কওমে কওমে, লাখো নবী রসূল, মানুষকে ইসলামের পথে দাওয়াত দিতে। তবুও মূর্খরা যখন বলে, হযরত

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (দঃ) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক, ইসলাম পৃথিবীর সর্বকনিষ্ট ধর্ম, একজনলোক যখন প্রশ্ন করে ইসলাম যদি সর্বশেষ আর একমাত্র মুক্তির পথ হয় তাহলে ইসলাম পূর্ব (অর্থাৎ যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের প্রবর্তক) মানুষেরা কিভাবে মুক্তি অর্জন করবে, তখন সত্যিই বিস্ময়ের শেষ থাকেনা। তখন ব্যথাতুর হৃদয়থেকে এ কথাটিই উদ্গত হয়,হে মুসলমানেরা! তোমাদের কর্মদোষেই আজতোমরা কাফেরের পদাণত! মানুষের ভেবে দেখা উচিৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যদি হনশেষ নবী তবে নিশ্চয়ই কেহ আছে প্রথম, আর অবশ্যই অনেকেই মধ্যম। তারা নিশ্চয়ই ছিলেন একই সত্যের ধারাবাহী। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নহেন, এ দ্বীনের প্রবর্তক স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। তবে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির ক্রমবিকাশের ধারায় দ্বীনেরও ক্রমবিকাশ ঘটেছে, যা আখেরী নবীতে এসে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। নিশ্চয়ই একমাত্র ইসলামই আল্লাহর মনোনীত দ্বীন (৩, সুরা আল এমরানঃ ১৯) আল্লাহর ঘোষণা-"তোমরা কি বলিতেছ যে, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাহার সন্তানগণ সকলে ইহুদী বা খ্রীষ্টান ছিল? ইব্রাহীম ও ইয়াকুব তাহার পুত্রগণকে ইহাই শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন যে, 'হে আমার পুত্রগণ! খোদা তোমাদের জন্য এই ধর্ম নির্বাচন করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং মুসলমান (অনুগত) না হইয়া মরিও না" (সূরা বাকারাহঃ ১৪০ঃ ১৩২)। তাই আল্লাহর আদেশ--"যে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম তালাশ করে তাহা হইতে উহা কবুল করা হইবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে" (৩ঃ৮৫)। তাইত শুধু শুনে শুনে মুসলমান না হয়ে অবশ্যই জেনে বুঝে মুসলমান হতে হবে। তবেই আজকের এ অবণত অবস্থা হতে হয়ত উদ্ধার হওয়া যাবে। জ্ঞান ও কর্মের সাধনাই উন্নত হবার সাধনা।"আল-কোরআন আল্লাহর তরফ হতে এক আলো ও উজ্জ্বল কিতাব" (সূরা নেছাঃ ১৭৪; মায়েদাঃ ১৫)। মঙ্গলময় তিনি, যিনি নিজের বান্দাহ এর প্রতি ন্যায় অন্যায়ের মিমাংসাকারী কোরআন পাঠাইয়া দিয়াছেন, যাহাতে সে সমস্ত সৃষ্টির জন্য সতর্ককারী হইতে পারে" (ফোরকানঃ১)। তাই রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) সমস্ত মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক, সত্য দ্বীনের বার্তাবাহক।

তাহলে পৃথিবীতে ধর্ম এসেছে মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের উপর কায়েম করতে, আলোর পথে স্থাপন করতে। মানুষকে অন্ধ বানাতে নয়। তবু যখন মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে ধর্মান্ধতার অভিযোগ আনে তখন তা নিশ্চিৎভাবেই বহু বিতর্কের সূত্রপাত করে। বহু মানুষের বুদ্ধি বিভ্রাটের কারণ সৃষ্টি করে। অতত্রব খুঁজেবের করা দরকার এ কথাটির কোথায় কিভাবে উদ্ভব। উপরের আলোচনা

www.pathagar.com

হতে দেখতে পাই, এ পৃথিবীতে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম একটিই তার নাম ইসলাম। তাহলে আরো যেসব ধর্ম পৃথিবীতে প্রচলিত তারা এলকোথেকে? এর হদিস খুঁজতে আমাদেরকে বেশী দূর যেতে হবেনা। একটু লক্ষ্য করলেইদেখা যাবে, মানুষ আজও ধর্মকে ত্যাগ করার জন্যকেমন মরিয়া হয়ে উঠছে। তারা কোরআনের আইনের বিরুদ্ধেও শ্লোগান, মিছিল শুরু করে দিয়েছে। কিছু ব্যাভিচারবাদীরা বিবাহ প্রথাটিকেই একটি অনাচার বলতে দ্বিধা করছেনা। অবশ্য মূল কারণ জ্ঞানের দ্বীনতা। তারা এরকম বলছে, এই বিংশ শতাব্দীরশেষ পাদে এসে, যখন মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধিতে অনেক উঁচুতে উঠেছে বলে দাবী করে। যখন এবং এখন ও তাদের সামনে আল-কোরআন অবিকৃত বর্তমান। এবং যখন বিংশ শতাব্দীর সুউচ্চ যুক্তি আর নিরীক্ষা বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণিত আল-কোরআন ঐশী গ্রন্থ। এরা বিদ্রোহ করছে এমন একটা সময়েও যখন ইসলাম, প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিশ্চিৎই এরা আল্লাহর শাস্তির বিরুদ্ধে দুরন্ত দুর্বার। এক মূর্খ নারী এক শ্লোগান তৈরী করে ফেলেছে--"যার ধর্ম তার কাছে রাষ্ট্রের কি করার আছে" সংগী সাথীরা তাকে দারুন বাহবা দিচ্ছে, তাকে নিয়ে হৈ চৈ করছে। এ গৌরবের জন্য পত্রিকায় তার ছবি ছাপা হয়েছে। কি বিচিত্র এ পৃথিবীর মানুষ, কি বিচিত্র তাদের জ্ঞান! মূর্খেরা এমনিভাবেই বার বার আল্লাহর সত্য দ্বীন হতে ফিরে গিয়ে কায়েম করেছে নিজেদের মনগড়া সুবিধাবাদী মিথ্যা ধর্ম। এ মুর্খরা যদি জানত ইসলাম সম্পর্কে; যদি জানত ইসলাম চিরপ্রগতিশীল এক পরিপূর্ণ জীবনবিধান; আর জীবন ইহকালে ও পরকালে ব্যপ্ত, তাহলে কি তারা ধর্মের বিরুদ্ধে এত দুঃসাহসী হতে পারত।শেখ মুজিবের মত লোকও কি তাহলে মুজিববাদ নামে এক নতুন মতবাদ তৈরী করতে পারত? কারণকোন মুসলমানদের পক্ষে তাশোভনীয় নয়। মুসলমানের জন্য মতবাদ একটিই, তা ইসলামের। এমনিভাবেই মানুষ জৈব তাড়নায়, পার্থিব সুখভোগের নেশায় আল্লাহর পথ ত্যাগ করে নিজ রিপুর পথ ধরেছে, মনগড়া ধর্ম তৈরী করেছে। ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্মই এ একই লক্ষ্যে উদ্ভাবিত হয়েছে। সাধারণ মানুষেরা যারা জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হবার বদলে হুজুগেই চলে অধিক, তারা বার বার তাদের জীবনের উপর রিপুর বিজয় ঘোষণা করেছে। আর রাজা, রাজ্য যখন অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তখন তারা প্রায়শঃভেসেগেছে। কারণ জনগণ শাসকদের জীবন ধারারই অনুসরণ করে-"আন-নাছু আলা দ্বীনী মুলকিহিম।" বাংলাদেশ আমলে একের পর এক সরকার কর্তৃক সৃষ্ট এ অনুকুল পরিবেশেই ধর্মের বিরুদ্ধে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষ তামাশা

www.pathagar.com

দেখছে, কারণ তামাশা দেখাই তাদের কাজ। স্মরণ করেদেখুনতো, ১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্টের পট পরিবর্তনের পর এক নাগাড়ে কয়েকদিন মসজিদে মসজিদে কি দারুন মুসুল্লির ভিড়! মানুষ ভাবল,যেহেতু এত বড় স্বৈরাচারের পতন হয়ে গেছে, নূতন সরকার প্রধান খন্দকার মুশতাক আহমেদ ইসলামী পোশাক পরে ক্ষমতায় বসেছেন, ইসলাম বুঝি কায়েম হয়ে গেল। যাই হোক, স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া নিশ্চয়ই ছিল অভাবনীয়। তারপরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যেই পুরান ধারার প্রবর্তন করল, পুরনো স্বৈরাচারকে পুনর্বাসিত করল,লোকজনদের উৎসাহও সেই পুরান নতুনের সংগে মিশেগেল। এভাবেই যুগে যুগে স্বৈরাচার নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে কায়েমীস্বার্থে নিজেদেরকে এবং গণমানুষকে আল্লাহর দ্বীনের পথথেকে বিচ্যুত করেছে। এভাবেই এ পৃথিবীতে ইসলাম ছাড়াও অন্য বহু ধর্মের পতন হয়েছে। এ হিসেবে মার্কসবাদ পৃথিবীর সর্ব কনিষ্ঠ ধর্ম। কিভাবে এসব ধর্ম মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হল তা অবশ্যই দীর্ঘ ইতিহাস। তবে একটি সহজ কথা আমাদের সকলেরই প্রায় জানা যে, বানোয়াট সকল ধর্ম মতবাদই জুলুম নিপীড়নের মাধ্যমেই মানুষের মাথার উপর কায়েম হয়েছে। ব্রাহ্মনদের হাতে ভারতীয় পৌত্তলিক ধর্ম, রাজা কণিস্কের হাতে বর্তমানবৌদ্ধ ধর্ম, ইহুদী সাধুসেন্টপল আর রাজা কনষ্টান্টাইনের হাতে খ্রীষ্টধর্ম জন্মলাভ করেছে। সর্বত্রই রাজা আর যাজকশ্রেণী একজোট হয়ে মানুষের উপর তাদের বানোয়াট ধর্ম চাপিয়ে দিয়েছে। সাধারণ মানুষকে দাস শ্রেণীতে পরিণত করেছে। এভাবেই বেশী বুদ্ধিবানরা চিরদিনই কমবুদ্ধিবানদের রক্ত মাংস চুষে খেয়েছে। যারা সত্যিকার বুদ্ধিমান তারা শত প্রতিকুলতায়ও আল্লাহর পথে কায়েম থাকার জন্য জিহাদ করেছে। কিন্তু চিরদিনই বাতিল তাদের মনগড়া দেবতা-দেবীর ছত্রছায়ায় বার বার মানুষের উপর জুলুমের মিথ্যা ধর্ম চাপিয়ে দিয়েছে। ইসলামে এ মিথ্যেবাদিতার ঠাঁইনেই। তাই বাতিলের সংগে ইসলামের সংঘাত চিরদিনের। এমন ধর্ম চিরদিনই মানুষকে গোমরাহ করে অন্ধকারে আবদ্ধ রাখার চক্রান্তে লিপ্ত থেকেছে। এ চক্রান্ত বিশ্বময় সকল বাতিল ধর্মের হাটেই চলেছে। আজও সে ধারা বহাল আছে। ইহুদী ধর্ম যাজকেরা এ চক্রান্তের মাধ্যমে ঈসা নবীর (আঃ) দীনের মিশনকেও ব্যর্থ করে দিয়েছে। তাকে শুলে বিদ্ধ করে হত্যা করার চেষ্টা পর্যন্ত করেছে। নির্যাতনের মাধ্যমে তার অনুসারীদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। তার শিক্ষাকে বিকৃত করে মনগড়া বাইবেল লিখেছে। রোম রাজ্যের পৌত্তলিক ধর্মের সংগে মিলিয়ে এক অভিনব খ্রীষ্ট ধর্ম বানিয়েছে। ঈসা মসীহকে খোদার পুত্র, আরেকখোদা, জগতের ত্রাতা সাজিয়েছে আর নিজেরদেরকে খোদার প্রতিনিধি বানিয়ে মানুষের উপর

www.pathagar.com

অত্যাচারের Steem Roller চালিয়েছে। গীর্জার অন্তরালে নিজেদের ভোগ ব্যাভিচারী জীবনকে অবাধ করেছে। এভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিক্রিয়াশীল খ্রীষ্টধর্ম মানুষের মুক্ত-চিন্তা স্বাধীন জ্ঞান-বিবেককে চিরকাল দাবিয়ে রেখেছে। বলেছে, গীর্জার বাইরে, মুক্তিনেই। যিশুর খোদায়িত্বে বিশ্বাস আর যাজক পিতার কাছে আত্মসমর্পনেই মুক্তি। এ মিথ্যা ধর্মের দোহাই দিয়েই গীর্জা আর সামন্ত প্রভুরা মিলে নির্মম শোষণ নিপীড়ণে মানুষকে করেছে ভূমিদাস। যাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হতো সবই। কঠিন শ্রমের ভার ছাড়া যাদেরকে দেয়া হতো না কিছুই। এমন দেখেই মার্কস ক্ষুব্ধ ব্যথিত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাকে প্রতি ক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত করেছেন। তাকে উপড়ে ফেলার জন্য ধর্মের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, মিথ্যা ধর্মকে ধর্ম ভেবে হয়রান হয়েছেন, সত্য ধর্মের সন্ধান করতে যত্নবান হননি। আর তাহলে হয়ত জগত আরেক মিথ্যাধর্মের (মার্কসবাদ) কবলিত হতো না, মানুষ আরও কঠিন উপদ্রবের সম্মুখীন হতো না।

এ ধরনের ধর্ম মতবাদের মধ্য দিয়ে এভাবেই মানুষ জ্ঞান বিবেক হারিয়ে অন্ধ অসহায়ে পরিণত হয়, গোমরাহিতে নিপতিত হয়। কালেধর্ম বলতে যা দাঁড়ায় তা শত শোষণের এক কালো শৃংখলরূপেই মানুষের গলায় আটকে যায়। মানুষকে আল্লাহর রাজ্যে মুক্ত স্বাধীন মানুষ হতে শত পথে বাধা দেয়। মানুষ চলার শক্তি হারিয়ে একেই জন্মভাগ্য ভেবে হতাশার অন্ধ প্রকোষ্ঠে ঠাঁই নেয়।

ইসলাম এসেছে এ ধরনের ব্যর্থ হতোদ্যম অবস্থা হতে মানুষকে মুক্তি দিতে। সে স্বীকৃতি দিয়েছে তার সুউচ্চ সত্তার, ঘোষণা করেছে তাকে এ ধরার বুকে আল্লাহর প্রতিনিধি বলে। বলেছে আল্লাহ ছাড়া, এ বিশ্বে আর কেউ নেই তার সিজদাহ পাবার। সকল জালিমের বিরুদ্ধে তার নিরঙ্কুশ অধিকার জিহাদের। তাই তার মুখে বাণী বিশ্বজয়ের-নেই কোন মাবুদ আল্লাহ ছাড়া। জগতের সব মানুষ সন্তান একই আদমের।

ইসলামের অনুসারী এ মুসলমানদেরকেই আজ ধর্মান্ধ বলে গালি দেয় কাফেররা। যে ধর্মান্ধ খ্রীষ্টানেরা, ইহুদীরা শ্রেফ তাদের অহংকার অহমিকার জন্যে নবী মুহাম্মদকে (সাঃ) আজও মেনে নিল না, যদিও তাদের বাইবেল নির্দেশ দিয়েছিল মেনে নিবার আর সে নির্দেশ শত বিকৃতির পরেও আজও বাইবেলে বিদ্যমান। তবু ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্তের অন্ত নেই। তারা ইসলামের আলো নিভিয়ে দেবার জন্য তিনশত বছর ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

ক্রুসেড যুদ্ধ করল। সত্যকে অস্বীকার করার, এ ধর্মান্ধতার সীমা পরিসীমা নেই। জ্ঞান বিজ্ঞানে এত উন্নতি করেও আজও ইউরোপ, খ্রীষ্ট ধর্মের মিথ্যাবাদকে মিথ্যা বলতে পারলনা। যুক্তির কষ্টি পাথরে যে ক্রিত্ববাদ অচল, তাকে তারা অচল বলে মেনে নিতে পারল না। যদিও ধর্ম সেখানে জীবন থেকে নির্বাসিত, কারণ জীবনের জন্য তার কোন ভূমিকা নেই, তবুও এ মিথ্যেকে তারা মিথ্যে বলার সৎসাহস নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল না। অবশ্য মিথ্যার কাজই মানুষকে অন্ধ করা। যেহেতু মানুষের চোখে আলো জ্বললে মিথ্যে টিকে থাকতে পারবে না। তাই মিথ্যেবাদীরা চিরদিন সত্য ধর্মের বিরোধী। শয়তান তাদের অবিভাবক, যে তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। আর ঈমানদারদের অবিভাবক আল্লাহ, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান (২ঃ২৫৭)।

খ্রীষ্ট ধর্মের মত হিন্দুধর্মও নিরবচ্ছিন্ন গোড়ামী আর ধর্মান্ধতার এক সনাতন আধার। কল্পনা এ ধর্মের ভিত্তি। কল্পনায় হাজার দেবতার মূর্তি গড়ে তারা তাদের অন্তর বাহির সকল মন্দির এমন করে ভরে ফেলেছে যে, সেখানে মুক্ত চিন্তার কোন ঠাঁই নেই। বেদ, গীতা, রামায়ন, মহাভারত পুরান পাঠ করলে দেখা যায়, অন্ধবিশ্বাস ছাড়া যুক্তি আর বিজ্ঞানের সেখানে কোন স্থান নেই। তবু তাই হিন্দু মন মানস সবটুকুই দখল করে আছে। ভাবতে অবাক লাগে, গল্প কাহিনী হিসেবে তা যত রোমান্টিক হোক, জীবনের বাস্তবতার সংগে তার মিল যে কিছুই নেই; তবু তা কেমন করে তাদের জীবনকে অধিকার করে আছে? যদিও বৈদিক দেবতারা সকলেই প্রাকৃতিক বস্তুনিচয় মাত্র এবং তারা মানুষের সেবাধীন। তাদের নিজস্ব কোন সত্তা নেই, শক্তি নেই। আর সত্যিই তো হিন্দু ধর্ম বলতে কোন ধর্মই নেই, কারণ তাদের ধর্মপুস্তকে এ নামের কোন উল্লেখই নেই। আসলে সত্য ধর্মের আলোহীন সেই সনাতন অন্ধকার এলাকাটি নিয়েই গড়ে উঠেছে এ পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মরাজ্য। আর এক অভিন্ন সুবিধাবাদ তাদেরকে একত্র করেছে হিন্দু নামের আড়ালে। কারণ এখানে দেবতার দাবী পূজা,নৈবেদ্য পেলেই দেবতা বিদায়; মানুষের জীবনের উপরে তাদের কোন দাবী নেই। ইসলামের বিধান মোতাবেক আল্লাহর দাবী মানুষ-জীবনের সবটুকু। তাঁর কথা--"এবং মানুষ ও জ্বীনকে আমি এ জন্যেই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে" (যারিয়াঃ ৫৬) হিন্দু ধর্মের এ সুবিধাবাদিতার কারণে সেখানে শত বিভেদ আর বর্ণবাদী নিপীড়ণ সত্ত্বেও তারা এ রাজ্যটিকে আগলে রেখেছে সত্যের সকল অভিঘাতের মুখে। নইলে কোন বিবেকবান মানুষ অগ্নিসূর্য মেঘ, বাতাস, পাথর, মাটি ইত্যাদির পূজা করতে

www.pathagar.com

পারে না এবং এ বিংশ শতাব্দীতেও। মানুষের হাতে গড়া ধর্ম মানুষকে তাদের নফ্‌সের উপর চলার অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে। আর এ স্বার্থবাদই তার অনুসারীদেরকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছে যা অন্ধতারই আরেক পিঠ। এ মোহগ্রস্ততাই তাদেরকে সত্য বিমুখ করে রেখেছে। সত্য কায়েম হলে মানবসভ্যতার লাভ সমস্ত জগতের লাভ। আর মিথ্যায় লাভ ব্যক্তির গোষ্ঠীর। হিন্দুধর্ম যদিও দেশের বৃহত্তর মানুষ সমাজকে অধিকার-বিহীন শুদ্রত্বে নিপতিত করেছে তবু তাই তাদের কাম্য, কারণ যার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই, মূর্খ সমাজকে অন্ধ, বোবা, বধির, করতে তাই কাজ করে ঐন্দ্রজালিক। এ সুবিধাবাদী শ্রেণীর হাতের শোষণের হাতিয়ার। যাই হোক, কিছু আচার অনুষ্ঠানসর্বস্ব এ ধর্মবাদ, যাকে জ্ঞান বিজ্ঞান আর যুক্তি দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। হাতে গড়া বিভিন্ন দেবতা দেবীর সামনে মানুষের প্রাণীপাত এর মাধ্যমে উন্নত জীবন রোধের বদলে হীনমন্যতাই মানুষকে অধিকার করে, যার পরিণতি ঘটে অন্যকে দমন নিপীড়ণের উপর। আমরা তাই দেখি, হিন্দুরা অহিন্দুদেরকে রক্ষার বদলে চিরকাল তাদেরকে ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত থেকেছে। নিজেদেরকে সুর বা দেবতা ঘোষণা দিয়ে, সেই যে তারা অসুর নিধন শুরু করেছে তার অবসান আজো হয়নি। তাই ভারতে মুসলমান মরে নিম্নজাতের হিন্দুরাও মরে সে সুর শ্রেণীর উন্মত্ত হিংসায় হাজারে হাজারে, কাতারে কাতারে দেবতার বৈরী অসুর নিধন হিন্দুর জন্য পবিত্র ধর্মীয় কাজ। তারই মহড়া আজও চলে তাদের সারদীয় দূর্গা পূজায়, এ অন্ধতার কোন কূল কিনারা নেই। তারই সঘন অবস্থান ভারতের সত্তর কোটি হিন্দুর ধর্মেই।

আমরা বলছি, ইসলাম এ পৃথিবীতে সত্য সুন্দর আর জ্ঞানের পথের আলো। তার কাজই মানুষকে তার পতিত অবস্থা আর অন্ধকার থেকে টেনে তোলা। কাফেরদের পথ কুফরি সে অন্ধকারেরই আরেক নাম। তবু সেই কাফেররা আজ মুসলমানদেরকে গালি দেয় ধর্মান্ধ বলে। কেন? এর কি কোন হেতু আছে? থাকলে অবশ্যই তা জানা দরকার। হেতু একটা আছে, আর তা হল, কাফেরদের জীবনে যেহেতু সত্যিকার অর্থে ধর্মের কোন স্থান নেই, আর অন্যদিকে মুসলমানের জীবনের প্রতিটি আচরণের জন্য ধর্ম উপস্থিত এবং মুসলমানই কেবল জানে কেন তার জন্য তা পালনীয়-কাফের তাদের অজ্ঞানতার জন্য তাতে বিস্ময়বোধ করে। তাছাড়া মুসলমান নামধারি কিছু লোকও আছে, যাদের জীবনাচরণ আবর্তিত ইসলামের নামে বহু মিথ্যা ও কুসংস্কারকে ঘিরে। নামকাওয়াস্তে মুসলমান হবার ফলে ইসলাম থেকে তারা আলো সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এমন লোকেরাও অন্ধকারেই অবস্থান

www.pathagar.com

করছে। বিধর্মীরা ভাবছে, ইসলামের কারণেই তারা এমন করে অন্ধ হয়েছে। কিন্তু ইসলামকে না জানার ফলে তারা কেমন করে বুঝবে এ নামকাওয়াস্তে মুসলিমটি ইসলামের আলোর পথে নেই বরং উল্টা। সে ভাবছে ইসলাম এ লোকটির মতই। এমন লোকেরাই ইসলামকে জগত সমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। এরাই একদিন মুসলিম সমাজে ফরজ সুন্নাতের সীমানা আর গুরুত্ব নিয়ে শত বেহুদা তর্কবিতর্কের উদ্ভব করেছে। এরাই দ্বীনী-অদ্বীনী, কুফরী ইত্যাদি মতবাদের কুটজালে; ইবাদত, সুন্নাত, বিদআত, তকলীদ, আলেম, মৌলার গোলমালে মুসলিম সমাজটাকে প্রতিক্রিয়াশীলতার আখড়ায় পরিণত করেছিল। নিজেদের মনগড়া মত পথকে ইসলামের সীমানা বানিয়ে আজো এরা দলে দলে হানা-হানিতে লিপ্ত আছে, বিধর্মীদেরকে এরাই হাসাচ্ছে, ইসলাম ও মুসলমানদেরকে অন্যের কাছে হেয় করছে। এরা জ্ঞান বিজ্ঞান বিরোধীও। ধর্মকে এরা তাদের ব্যক্তি স্বার্থের কাজেই ব্যবহার করছে। যারা না বুঝে কোরআন--হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ও মানুষকে বিভ্রান্ত করে তারা হয় অবাধ্য না হয় মূর্খ বেয়াকুফ। তবে দুঃখজনক হলেও একথা সত্য, ইসলামী সমাজ পরিমন্ডলে এ মুর্খরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার ফলে ইসলামের ভাগ্যে এ অপবাদ জুটেছে যে, ধর্মান্ধতার ফসল এখানে ও ফলে। প্রকৃত সত্য, যারা অন্ধ আর বেয়াকুফ তাদের জ্ঞানবুদ্ধি মেধা, বিদ্যা, আর যে কারণেই হোক কোরআন তারা বুঝেনি, ইসলাম থেকে আলো তারা সংগ্রহ করতে পারেনি। সে দোষ ইসলামের নয়, ঐ ব্যক্তিটির আর তার সমাজের।

কি এই দ্বীন-বিধান যার কাজই মানুষকে সত্যের সন্ধান দেওয়া, তাকে সত্য পথে পরিচালিত করা। এ দ্বীন সমস্ত জগতের জন্য তাদের কর্ম বিধান। আসমান যমীনে ব্যপ্ত বিশাল প্রকৃতি জগত যে প্রাকৃতিক আইন বিধানে চলছে, তা সে আসমানের তারা আর মাটির একটি ধূলিকণা হোক, তাই তাদের জন্য নির্ধারিত দ্বীন, যা তাকদীরের উপবর্তী। দ্বীন নীতি নির্ধারণ করে, আর তাকদীর নির্ধারিত ব্যবস্থা। একমাত্র মানুষ ও জ্বীন ছাড়া কেউ এ দ্বীনের পথে স্রষ্টার অবাধ্য হয় না। প্রত্যেকেই তাদের নির্ধারিত দ্বীন (প্রাকৃতিক নিয়ম বিধান, কর্মবিধান।) অনুযায়ী কাজ করছে। মানুষের জন্যেও স্রষ্টা তার দ্বীনকে নির্দিষ্ট করেছেন যে পথে মানব জীবনের সর্বোত্তম কল্যাণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ নিহিত। তবে সমস্ত সৃষ্টির জন্য আল্লাহর দ্বীনের চূড়ান্ত বিধান এটাই তাঁর অনুগত হবার। তাই মুসলমান শুধু আজকের পৃথিবীর এ পরিচয়ে চিহ্নিত কিছু লোকেরা নয়, মুসলমান সেই যে তার স্রষ্টার অনুগত। তাই ঐ আসমান যমীন, নদী সমুদ্র, চন্দ্রসূর্য, গ্রহ তারা, তারাও মুসলমান। কারণ তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবন বিধানকে অনুসরণ করছে।

www.pathagar.com

এই সেই আল্লাহর দ্বীন, যাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে জ্ঞান দিয়ে। অন্ততঃ প্রতিটি মুসলিম সমাজেই এমন কিছু জ্ঞানী লোক থাকতে হবে যারা সর্বসাধরণকে জ্ঞানের পথে পরিচালিত করবে। কোরআনের কথায় --"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিৎ, যারা লোকদেরকে নেক কাজের দিকে ডাকবে, ভাল কাজের হুকুম করবে, এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করবে, এ সকল লোকই সফলকাম হবে" (আল-এমরানঃ ১০৪) তার জন্য আল্লাহর বান্দারা অবশ্যই যুক্ত হবে এক লক্ষ্যে এক ময়দানে; তৈরী করবে দ্বীনের কর্মসূচী। দুঃখজনক, তথাকথিত মুসলমানদের মধ্যে জীবনের জন্য, তাদের প্রিয় দ্বীনের জন্য এ সম্মিলিত প্রয়াস বা কর্মসূচী নেই বলে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা দিকে দিকে তাদের নফসী জিন্দেগীর ঝান্ডা ওড়ায়, মূর্খরা ধর্ম নিয়ে ব্যবসায় লিপ্ত হয়, ধর্মকে আপন আপন স্বার্থোদ্ধারের কাজে খাটায়। তাই দেখে বিধর্মীরা মুসলিম সমাজে ধর্মান্ধতার বদনাম রটায়। যদিও ইসলামের রাজ্যে এর কোন অস্তিত্ব নেই। এখানে এ শব্দটির উচ্চারণই এক বিরাট ভ্রান্তি। ইসলামী দ্বীন এসেছে মানুষকে এ মহাবিশ্বের সংগে যুক্ত করতে মানুষকে সকল অন্ধতা সংকীর্ণতা হতে মুক্ত করতে।

যে সব তথাকথিত ধর্ম শুধুই ভাওতাবাজীর উপর প্রতিষ্ঠিত জগতের মৌলিক সত্যের সংগে যাদের কোন সম্পর্ক নেই, যারা সত্যিই মানুষকে অন্ধ করে, বন্ধ করে, সেগুলি এ ইসলামী সংজ্ঞা মোতাবেক কোন ধর্ম নয়। মৌলবাদ হবারও তাদের কোন যোগ্যতা নেই, কারণ সেখানে প্রতারণা, মিথ্যে গোঁজামিল ছাড়া মৌলিক কোন নীতি সূত্রই নেই। তাই এ মিথ্যেবাদীরা ইসলামের মৌলসত্যকে, মৌলিকত্ব কে ভয় করে। কখন এ সত্যের আঘাতে তাদের মিথ্যের প্রাসাদ ভেঙ্গে যায়।

আর এ মৌলসত্যকে অনুসরণ করার কারণেই যদি কেহ কাহাকেও ধর্মান্ধ বলে, যদি কোন কাফের বলে মুসলমানেরা ধর্মান্ধ তাই লেখাপড়া করে, নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, জাকাত দেয়, হজ্ব করে, মদ খায় না, ব্যাভিচার সমর্থন করেনা, কাফেরের সঙ্গে মিলে এক সমাজ বানায় না, তাহলে তাদেরকে এই জবাবই দিতে হবে-তোমরা সাক্ষী থাক যে আমরা মুসলমান। আর এ সত্যের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে, জগতময় ইসলামী ঝান্ডাকে সমুন্নত করার জন্য যৌথ কর্মসূচী নিতে হবে, যাতে কাফের এ ধর্মান্ধ শব্দ উচ্চারণের কোন ওছিলা খুঁজে না পায়। এ দায়িত্বের সিংহভাগ পালন করতে হবে মুসলিম রাষ্ট্র সরকার গুলিকে, মূর্খ বেয়াকুফের দল যতই বলুক, 'যার

www.pathagar.com

ধর্ম তার কাছে রাষ্ট্রের কি করার আছে"? আল্লাহর হুকুম আল্লাহর যমীনে মানুষের জীবনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের। আর যেহেতু রাষ্ট্র সরকার মানুষের জীবনের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে, তাই ইসলাম কায়েমের জন্য রাষ্ট্রকে সর্বাগ্রে ইসলামী হতে হবে। তাই দ্বীনের রসূল (সাঃ) মদীনায় সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন। এ ইসলামের এক মৌলিক নীতি, যাকে বাস্তবায়ন করতে না পারলে জীবনে সঠিক আর পূর্ণভাবে ইসলাম কায়েম কোন দিন সম্ভব নয়। ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্য ইসলামী নীতির এ মৌলধারা অনুসরনের ফলে যদি দুশমনেরা ইসলাম অজ্ঞ মূর্খ প্রতিক্রিয়াশীলরা, মুসলামানদেরকে মৌলবাদী বলে গালি দেয়, তবে এই টুকুই দুঃখ, আমরা ব্যর্থ হয়েছি ইসলামের খবর ওদেরকে জানাতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি, ঐ অন্ধকার সমাজে ইসলামের আলো জ্বালাতে। আল্লাহর কথা "তিনিই আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্যধর্ম সহ পাঠাইয়াছেন, এই জন্য যে, যেন তিনি ইহাকে দুনিয়ার সমস্ত ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসাবে প্রকাশ করিতে পারেন, স্থাপন করিতে পারেন, যদিও মোশরেকগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হয়, কারণ সত্য ধর্মের সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট" (সূরা ফতহঃ ২৮; সূরা সফ্ ঃ ৯)। এও ইসলামের এক মূলনীতি, আর তার ভিত্তি শাশ্বত সত্য; এই যে, সত্যই মিথ্যার উপর বিজয়ী হবে। তাই কোন মুসলমানের দেশের রাষ্ট্র সরকার কখনও ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই, তার অর্থ এ-ই কাউকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা যাবে না। ধর্ম প্রচার করতে হবে, ধর্মের বাণী মানুষের কাছে পৌছাতে হবে, গ্রহণকরা না করা তার এক্তিয়ার। ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ এ নয়, মানুষ যা খুশী তাই করবে ধর্ম দাঁড়িয়ে তামাশা দেখবে, হস্তক্ষেপ করবে না। ধর্ম অবশ্যই এগিয়ে আসবে তা দমনের জন্য। ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ এও নয়, একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে সরকার ইসলামের পাশাপাশি সকল ধর্মেরই পোষকতা করবে, আবাদ করবে। আমাদের জাতীয় লক্ষ্য যেখানে সকল কিছুর উপরে ইসলামকে বিজয়ী করা, সেখানে অন্য ধর্মকে পোষকতা করার প্রশ্নই আসেনা। তবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ন্যায্য অধিকার যাতে সংরক্ষিত হয় সরকার তার যথাযথ ব্যবস্থা নিবে। এটা ইসলামের নীতি। আজ অধিকাংশ মূর্খরাই রাজনীতির ময়দানে কোলাহল করছে। শয়তানের রাজত্ব কায়েমের জন্য তারা সত্য ধর্ম ইসলামকে হঠাতে চাইছে। আর তাদেরকে মদদ দিচ্ছে এদেশের বিধর্মীরা বিশেষ করে হিন্দুরা। কারণ ইসলামের সংগে এ পৌত্তলিকতাবাদের ব্যবধান আসমান আর যমীন। ইসলাম জগতের সব মৌল সত্য সমূহের সমষ্টিগত এক নাম। এটুকু জেনে যদি কেউ মুসলমানদেরকে

www.pathagar.com

মৌলবাদী বলে, তবে সে যথার্থই বলে। আর যদি সে বলে মৌলবাদ মানে, মিথ্যাকে জড়িয়ে ধরার একটি অন্ধ আবেগ, তবে সে মূর্খের মতই কথা বলে। তবে মাঠে ময়দানে এ মূর্খরাই কোলাহল করছে। চতুর, দুষ্ট ইহুদী নাছারাদের আবিকৃত গালাগাল এরা অন্ধের মত যত্রতত্র ব্যবহার করছে। এরাই সত্যিকার অন্ধ। এদেরকে অন্ধ করেছে এদের ভোগ বাসনা, স্বার্থের তাড়না। এদের মিথ্যা ধর্ম এদেরকে লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে মাত্র।

(ঘ) প্রতিক্রিয়া–প্রতিক্রিয়াশীলতা

যদিও এর একটা অর্থ দাঁড় করানো যায়,তবু রেওয়াজমাফিক এটি একটি গালি। সুযোগ পেলেই একজন আরেকজনকে দেয়। এর অর্থ কি? কি অর্থে সুবিধাবাদীরা একে যত্রতত্র ব্যবহার করে? তাকে জানা দরকার। 'প্রতি' শব্দের অর্থ, আমরা জানি, কোন কিছুর দিকে, সম্পর্কে তা ব্যক্তি বা বস্তু হোক। ক্রিয়া অর্থ কর্ম, তাও আমরা জানি। তাহলে প্রতিক্রিয়া কোন কিছুর দিকে, লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্যে কোন কিছু ক্রিয়া।

অবশ্য সব কর্মেরই একটি দিক বা লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে। তবে প্রতিক্রিয়া শব্দটি এ সহজ ভাবের বদলে ব্যক্ত করে একটি বক্রভাব। এ অর্থে প্রতিক্রিয়া কোন ক্রিয়ার বিপরীত ক্রিয়া। ভালর বদলে মন্দ, আবার মন্দের বদলে ভাল তাও প্রতিক্রিয়া। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে ভালর ফল ভাল, মন্দের ফল মন্দ। এ অবস্থায় যারা নিজেদের কাজকে ভালনা হলেও ভাল বলে দাবী করে আর যখন তা অনিবার্যভাবেই আরেক মন্দ ক্রিয়া সৃষ্টি করে তখন তাকে খারাপ প্রতিক্রিয়া বলে গালা গাল করে। বা যারা নিজেদের কাজকে প্রগতি বলে দাবী করে, হোক না তা যতই মন্দ আর সত্য–বিরোধী। এমন কাজকে যারা সমর্থন করেনা তাদেরকে তারা প্রগতিবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল, ইত্যাদি অতিভাসে আখ্যায়িত করে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রতিক্রিয়াশীলতা তা মন্দ হোক আর ভাল, এ শব্দটির ভাবগত ব্যবহারিক অর্থ বিপরীত ক্রিয়া বা শত্রুপক্ষীয় অতিক্রিয়া। অর্থাৎ যখন কোন কাজ বিরোধীতার সম্মুখীন হয়, তখনই তাকে প্রতিক্রিয়াশীলতা বলে গালমন্দ করা হয়। বিরোধীরা তা ন্যায়ত করুক আর অন্যায়ভাবেই করুক। এই এদেশে গালাগালির চল বা হাল।

www.pathagar.com

আমরা অহরহ যা দেখছি, এদেশেও কম্যুনিষ্টরা, যারা তাদেরকে সমর্থন করেনা তাদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে জোর দাপটে গালাগাল করে। যেহেতু মুরুব্বী তাদের ক্ষমতাধর। 'ভেড়া কুদে লাঠির জোরে'। ভাবখানা, যেন তাদের কাজেই একমাত্র ক্রিয়া আর বিপক্ষীদের সবই অপক্রিয়া বা অক্রিয়া-কুক্রিয়া। তাদের কাছে, তাদের দৃষ্টিতে প্রগতির বিপরীত সবই প্রতিক্রিয়া। আর প্রগতি হলো, সব মূল্যবোধকে ভেঙ্গে ফেলা, গুড়িয়ে ফেলা। তাদের নেতা মাও-সে-তুং নাকি বলতেন, ভাংগ, না ভাংলে গড়বে কোথায়'? অর্থাৎ তিল তিল করে গড়ে উঠা সভ্যতাকে উপড়ে ফেল। তাই এদের দাবী সকল ধর্মবিশ্বাসকে ত্যাগ করতে হবে। ধর্ম বিশ্বাস এদের দৃষ্টিতে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়াশীলতা। শুধু ধর্মবিশ্বাস কেন, যে কোন মূল্য বোধে বিশ্বাস এদের দৃষ্টিতে প্রতিক্রিয়া। কোন সুক্রিয়া বা সৎক্রিয়া নয়। আমরা বলি, মানবজাতি, মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্টদের এ প্রতিক্রিয়ার কোন সীমাপরিসীমা নেই। আমরা জানি সকল সত্য ও সুন্দরের স্থায়ী একটি ভিত্তি কাঠামো আছে, নীতি আছে। ফুল সুন্দর। কেন তা সুন্দর? তার পাপড়ি সমূহের শৃঙ্খলা বিন্যাস, সামঞ্জস্যপূর্ণ গঠন, অবস্থান, তার রঙ, কোমলতা, পেলবতা, সর্বোপরি তার আঘ্রান ফুলকে করেছে মোহনীয় আকর্ষণীয়। সকল ফুলের জন্যই এতো মূলনীতি। এ মূলনীতিকে বর্জন করে ফুলের অস্তিত্ব কি সম্ভব? আশা করি, সবাই স্বীকার করবে, সম্ভব নয়। মৌলিকত্ব ছাড়া কোন মহৎ সৃষ্টিই এ জগতে হয় না। তবু যারা বলে মূলনীতি, মৌলবাদ খারাপ, তারা নিশ্চিৎ অর্থেই প্রতিক্রিয়াশীল। কম্যুনিষ্টরা অতি প্রগতিশীলরা এ মূলনীতিকেই ধ্বংস করতে চায়, আর মানব সভ্যতার রাজ্যে জঙ্গলের অরাজকতা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাই হিসেব মতে জগতে তারাই সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল। এদেরকে যদি ঠেকানো না যায় তাহলে শীঘ্রই হয়ত এমন দিন এসে যাবে, যেদিন সত্যবাদীকে শুলবিদ্ধ করা হবে, খাঁটি জিনিষ বিক্রেতাকে গুরুদন্ড দেয়া হবে, ব্যাভিচারকে মহৎ কাজ বলে গণ্য করা হবে। অবশ্য সেদিন প্রায় এসেই গেছে। আজ সত্যবাদীদের বড় বিপদ। কেউ তাকে প্রগতি-বিরোধী কেউ তাকে বেয়াকুফ বলে হেয়জ্ঞান করে। এমন লোকের কোন উন্নতি হয় না। ব্যবসা বাণিজ্যে সে মার খায়, অফিসে আদালতে tactless অপদার্থ সাব্যস্ত হয়। তাই সর্বত্র সততা নির্মূল হয়ে যাচ্ছে। সমাজে চোর, ডাকাত, ব্যাভিচারীদের মূল্য বাড়ছে, দাপট বাড়ছে। যারা এ দলে ভিড়তে পারছে না, তারাই প্রতিক্রিয়াশীল, প্রগতিবিরোধী পশ্চাদমুখী বলে চিহ্নিত হচ্ছে। তাই আমরা চোখওয়ালারা দেখছি প্রতিক্রিয়াশীল শব্দটি বস্তুর কোন ভাল বা মন্দের স্থায়ী রূপ নির্ণয় করেনা, এ একটি মোনাফেকী আর

www.pathagar.com

মতলববাজদের মুখে কৌশলপূর্ণ গালি। সকল গালিই ক্রোধ ও হিংসাবিদ্বেষ প্রসূত। তার প্রয়োগ প্রতিপক্ষের প্রতি, জ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধিবর্জিত। উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে হেয় করা। কাজেই যখন কেহ কাহাকেও প্রতিক্রিয়াশীল বলে গালি দেয়, তখন এর অর্থ দাঁড়ায়, সে নিজেই আরেক প্রতিক্রিয়াশীল ও এ অর্থে সেই প্রথম ব্যক্তি। আর অধম তো বটেই কারণ প্রথমেই সে নিজেকে সঠিক ক্রিয়াশীল উত্তম সাব্যস্ত করে বসে আছে। তাই নিজেকে বাদ দিয়ে শুধু অন্যকে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবছে। দুঃখজনক, সমাজটা আজ এমন প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা ভরে গেছে। তারাই আজ সকল সুকর্ম আর সৎকর্মকে প্রতিক্রিয়াশীলতা বলে গলা টিপে ধরছে। কারণ তাদের উল্টে ফেলার, ভেঙ্গে ফেলার সংগ্রামে এরা শরীক হতে পারছে না।

এ পৃথিবীতে ইসলামের সাধনা এ সমস্ত মিথ্যাকে এবং উদ্ধত অহংকারী প্রতিক্রিয়াশীলদেরকে পরাভূত করে মানুষের জীবনে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা। তাই শয়তানের অনুচরেরা ইসলাম আর মুসলমাদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে গালি দিতে পারলে স্বস্তি বোধ করে। আগে জানতে হবে, কোনটি সৎ ক্রিয়া আর কোনটি অসৎ ক্রিয়া তবেই বুঝা যাবে কোন প্রতিক্রিয়াটি ন্যায় আর কোনটি অন্যায়। প্রতিক্রিয়া মানেই অপক্রিয়া বা অসৎক্রিয়া নয়। প্রতিক্রিয়াকেই ইংরেজীতে বলে Re-action আমরা শুনি বৈজ্ঞানিক নিউটনের তৃতীয় সূত্র বলে পরিচিত–every action has its equal and opposite re-action . কথাটা সবটুকু সঠিক কিনা সন্দেহ হয়। তবে ভালর প্রতিক্রিয়া ভাল মন্দের প্রতিক্রিয়া মন্দই হয়। ক্রিয়ার মাঝেই প্রতিক্রিয়ার বীজ নিহিত। বিধায় আজ হোক, কাল হোক, গালিদাতার গালি তার দিকেই ফিরে যাবে। তাই আমাদেরকে সদা সতর্ক থাকতে হবে এ বে-ঈমান মতলববাজদের সম্পর্কে। যারা নিজেরা প্রতিক্রিয়াশীল বলেই অন্যকে সে ভাষায় গালি দেয়।

সাধারণভাবে আমরা বুঝি সাধারণ ক্রিয়ারস্থলে বা বিরুদ্ধে যে অস্বাভাবিক ক্রিয়া তাই প্রতিক্রিয়া। বলাচলে যা হওয়া দরকার তার বিপরীতে উল্টা স্রোত। অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের বিপক্ষে অন্যায় অসত্যের যে ভূমিকা। এ অর্থে সকল প্রতিক্রিয়াশীলরাই সত্যদ্রোহী। এ প্রতিক্রিয়াশীলদের অস্তিত্ব মুসলিম সমাজের ভিতরেও আছে বাহিরে তো আছেই। কি এই দেশে আর কি বিদেশে আজকে যারা অজ্ঞতা, অহংকার অহমিকা বশে, ব্যক্তিস্বার্থে, গোষ্ঠীস্বার্থে, গদীস্বার্থে গণমানুষের স্বার্থকে পদদলিত করছে, সত্যের কণ্ঠরোধ করছে, মিথ্যের বেসাতি করছে, সত্যকে জেনেও মানতে চাইছে না, তারা সকল অর্থেই প্রতিক্রিয়াশীল। যারা চোখ থাকতেও দেখেনা, কান থাকতেও শুনে না, অন্তর

www.pathagar.com

থাকতেও বুঝে না, উল্টা বলাই যাদের স্বভাব তারা পশুরও অধম। পশুরাও স্রষ্টার নিয়মের অনুগত। সৃষ্টির নিয়মে ক্রিয়াশীল। এ পৃথিবীতে যারা তাদের স্রষ্টার দ্বীনকে অস্বীকার করে, তারা তাদের নিজের জীবনকেই অস্বীকার করে, তারা প্রতিক্রিয়াশীল। যারা এ দ্বীনের ব্যাপারে বেহুদা বিবাদ করে, অর্থহীন বিতর্ক সৃষ্টি করে ঝগড়া ফাসাদ করে, দ্বীনের দোহাই দিয়ে খোদ দ্বীনেরই বিরোধীতা করে তারা প্রতিক্রিয়াশীল। তাই এ পৃথিবীতে কে প্রতিক্রিয়াশীল আর কেনয় তা বুঝতে হলে আগে জানতে হবে সত্য মিথ্যের পার্থক্য, তবেই বুঝা যাবে কে সত্যের পক্ষে আছে আরকে বিপক্ষে। তার জন্য প্রয়োজন সত্য জ্ঞান। একমাত্র যে গুণের বলে মানুষ 'আশরাফুল মখলুকাত', অন্যথায় শুধুই জীব। ইসলাম মানুষকে এ মানুষ হবারই প্রশিক্ষণ দেয়। তাই কাকেও গালি দিতে শিখায় না। জগতের সকল জীবের প্রতি তার দৃষ্টি রহমতের। প্রতিটি মানবশিশুই এ দৃষ্টির সামনে অমৃতের সন্তান। জগতে আল্লাহর এ দ্বীনের খবর যারা রাখে না, প্রশ্ন দাঁড়ায় তারা সকলেই কি প্রতিক্রিয়াশীল? যারা মূর্খতার জগতের বাসিন্দা, জীবনের অর্থ যারা জানেনা, যারা ভোগের তাড়নায় সদা অস্থির। খেয়ে দেয়ে জানোয়ারের মত মরে যাওয়াই যাদের জীবন সাধনা, আল্লাহর রাজ্যে তাদের কাজকর্ম প্রতিক্রিয়া হবার যোগ্যতাও রাখেনা।

এদেশে কোন বামপন্থার বুদ্ধিজীবী যখন বলে, এ দেশের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম, মুসলীম জাগরণের কবি ফররুখ আহমেদ, গোলাম মোস্তফা এরা সবাই প্রতিক্রিয়াশীল, যেহেতু তারা ইসলামের কথাও বলেছেন, তখন তাকে ধিক্কার দেবার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। তার দৃষ্টিতে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ মোটেই প্রতিক্রিয়াশীল নন। এদের কাছে ইসলামই সরাসরি শত্রু, কারণ ইসলাম তাদেরকে বৃন্দাবনী জীবনের অবাধ লাইসেন্স দেয় না, তাই ইসলামের উপর যত আক্রোশ। এরা গুরুদের কাছ থেকে শেখা বুলি আওড়ায়, পরের মুখে ঝাল খায়, নিজ বিবেকের দরজায় তালা ঝুলায়, চাবির গুচ্ছ গুরুর হাতে তুলে দেয়। হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ) কি সুন্দর কথাই না বলেছিলেন 'সত্যকে আবিষ্কার করো তবেই সত্যপন্থীদেরকে তুমি চিনতে পারবে।' অর্থাৎ তবেই বুঝতে পারবে সত্যিই কে সত্য পন্থায় আছে। যারা তা করে না, যারা একদেশদর্শী, সদা পার্শচিন্তায় কাতর তারা তো অজ্ঞানতাকেই সার করেছে। তাদের জীবনে কোন স্বাভাবিক ক্রিয়া থাকতে পারেনা। তাদের জীবনের সকল প্রয়াসই প্রতিক্রিয়াশীল। তারা ধরেই নিয়েছে সত্য মিথ্যে বলে কোন স্থায়ী জিনিষ নেই, তাই প্রতিক্রিয়াই তাদের জীবনের রীতি। সত্যি, প্রতিক্রিয়া মানেই বিপরীত স্রোত, উল্টা ভাব সমাজ সভ্যতার জন্য সদা ক্ষতিকর। এদেরই জন্য

www.pathagar.com

এ দেশটাও আজ ধ্বংসের ডঙ্কা বাজায়। দেশের সর্বোচ্চ আসনে বসেও মানুষ বেঈমানী মোনাফেকীর পরাকাষ্টা দেখায়। অবশ্য এদেশের তথাকথিত কিছু আলেম বুজুর্গদের ক্রিয়া বিক্রিয়াও প্রতিক্রিয়াময়। তাই এলেম হীন হয়েও আলেমী হাক ডাক দেয়, নিজেকে রক্ষা করার হিফাজত করার সামর্থ না থাকলেও মৌলা নাম ফাটায়। কারণ আজও এতদ্দেশীয় মাদ্রাসায় যা পড়ান হয়, যেভাবে পড়ান হয়, তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল না হয়ে উপায়ই বা থাকে কোথায়।

সমাজ থেকে অন্যায় অসত্যের মুলোৎপাটন করার জন্য, মানুষের সমাজে মানুষের অধিকার কায়েমের জন্য, জীবনকে উন্নত মহান করার জন্য যে সংগ্রাম তাই সৎক্রিয়া, আর এর বিপরীতে যা কিছু তা অবশ্যই প্রতিক্রিয়া। তাই জানতে হবে সত্য সমূহের মূল সূত্র। এ বিশ্বে কোন সে কিতাব, যেখানে মিথ্যের কোন স্পর্শ নেই। জীবন জগতের সব সত্য যেখানে সংহৃত একখানেই। সে যে আল-কোরআন, কোন প্রতিক্রিয়াশীল ছাড়া, অন্য কারো পক্ষে তাকে অস্বীকার করার কোন পথ নেই। আর এ কোরআন বিশ্ব মানুষের। যে সত্যকে জানতে চায় তার জন্য এ কোরআন চিরআলোকবর্তিকা, হেদায়েতের অফুরন্ত ভান্ডার। প্রতিক্রিয়াশীলদেরও উচিৎ তাকে পাঠ করা।

(ঙ) মধ্যযুগ-মধ্যযুগীয়

এ কথাটিও একটি ঢালাও গালি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কায়দা করে দিতে পারলেই যেন বাজিমাৎ হয়ে গেল। দেনেওয়ালা যেন এক লাফে প্রগতির মগডালে উঠে গেল, আর যে খেল, যেন চুপসে গেল। অথচ দেনেওয়ালারা কয়জনে জানেন, দেবার অর্থ উদ্দেশ্য তাৎপর্য। যেখানে আজও সকলের কাছে এ কথাটিই ঠিক হয়নি, কোনটি মধ্যযুগ আর কোনটি আদি বা প্রথম যুগ। কখন থেকে কোনটির শুরু। এ আধুনিক যুগেরই বা যাত্রা কবে, কোথায়।

ইউরোপের লোকেরা হিসেব করেছে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্বর ভেন্ডালদের দ্বারা রোম রাজ্যের সিংহাসন দখলের সংগে প্রথম বা আদি যুগের শেষ। তারপর শুরু হয় মধ্যযুগের। যা মাত্র পনেরো শতক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এ সময়ে মুসলমানরা প্রাচীন পৃথিবীর (আমেরিকা নতুন পৃথিবী) কর্তৃত্ব লাভ করে। রোম সাম্রাজ্য তাদের পদতলে লুটিয়ে পড়ে। তাই তাদের কথায় ইউরোপ তলিয়ে যায় অন্ধকারে। যেহেতু তারা রোমানদের হাজার বছরের রাজত্ব কালকে আলোর যুগ বলে। তাই রোমের পতন-উত্তর, তাদের পতন কালকে এক

www.pathagar.com

আলাদা যুগ আর মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত করে। "সত্যিই এ যুগে ইউরোপ তলিয়ে গিয়েছিল সীমাহীন অন্ধকারে। কিন্তু তারা সীমাহীন অজ্ঞতা বা চতুরতা প্রদর্শন করে, যখন তারা এ যুগটাকে সারা পৃথিবীর জন্য অন্ধকার যুগ বলে হিসেব করে। মুসলমানদের সভ্যতা সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে যখন তারা জগতকে নতুন ব্যপ্তি আর আয়তনে দেখতে শিখে, নতুন করে জেগে উঠে, সে জেগে উঠার প্রথম কাল শেষ পঞ্চদশ আর ষোড়শ শতক থেকে তারা আধুনিক কালের গণনা করে। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাস আমেরিকা আবিস্কার করে। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিস্কার করে। ইউরোপীয়দের জীবনে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান আর নতুন পৃথিবীর তালাশে নবচাঞ্চল্য জাগে। তারও বেশ পরে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তারা, তাদের কথায় আনুষ্ঠানিকভাবে আধুনিক যুগে উত্তরণ করে।

কথিত মধ্যযুগের ইউরোপের অবস্থা সত্যিই বড় করুণ ছিল। ঈসা নবীর (আঃ) মিশনকে ইহুদীচক্রান্ত ব্যর্থ করে দিল। সেখানে তারা পত্তন করল মনগড়া ত্রিত্ববাদীয় তত্বের এক মনগড়া ধর্মের। রোমীয় পৌত্তলিকতার সংগে সংমিশ্রন ঘটিয়ে তারা এক নবতর পৌত্তলিক ধর্ম বানিয়ে ফেলল। ঈসা নবীকে (আঃ) বানিয়ে নিল খোদার পুত্র আরেক খোদা, ২নং দেবতা, এ পৃথিবীতে খোদার প্রতিনিধি, মানবের ত্রানকর্তা (খ্রীষ্ট)। তৎমাতা বিবি মরিয়ম (মেরী) হলেন দেবী ভগবতী। গীর্জায় রোমীয় ষ্টাইলেই ঈসা নবী ও তাঁর মাতার মূর্তি স্থাপিত হল। খোদার বান্দা (দাস) মানুষের চক্রান্ত ও বুদ্ধি বৈগুণ্যে হয়ে গেল জগতের ত্রাতা, দ্বিতীয় খোদা। অথচ তিনি এসেছিলেন এক নতুন ইসলামী শরীয়ত নিয়ে আর অতীতের সকল নবীর মত ঐ একই কথা বলতে-'তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঁর সংগে কাকেও শরীক করো না।' কিন্তু চক্রান্তকারী ইহুদী সাধু সেন্টপল তাকেই বানিয়ে ছাড়ল আরেক খোদা। রোমরাজা কনষ্টীনটাইনের রাজ-আজ্ঞায় লোকেরা অনেক সংগ্রামের পর ব্যর্থ হয়ে অবশেষে এ মিথ্যেকে মেনে নিল। তারপর ইউরোপে শুরু হল অধর্মের মহাত্রাশ। লাখো লাখো মানুষকে হত্যা করা হল এ মিথ্যের বেদীতলে। সারা ইউরোপে এ ধর্ম জুলুমের দাবানল বইয়ে দিল। গীর্জা আর সামন্ত শক্তি মানুষের জান মাল ইজ্জত সকলি হস্তগত করল। সারা ইউরোপকে তারা কয়েদখানায় পরিণত করল। মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করল। লিখল বাইবেল মনগড়া। চালিয়েও দিল। শৃঙ্খলিত মানুষ তাকে মেনে নিতে বাধ্য হল। তাদেরকে বলে দেয়া হল, গীর্জার বাইরে মুক্তি নেই। মুক্তির দৌত্য গীর্জারই

www.pathagar.com

হাতে। বলা হলো, এ জগতে সকল দুঃখ-কষ্ট নিরবে সয়ে গেলে পরকালে অক্ষয় স্বর্গলাভ। বিদ্রোহে মহাপাপ, এ জগতে মৃত্যুদন্ড, পরকালে অনন্ত নরকভোগ। ঘোষণা করা হলো--গীর্জা ঈশ্বরের প্রতিনিধি তাই পৃথিবী তারই অধীন।

ইউরোপে পত্তন হয় কঠোর সামন্ত প্রথার। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম হতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত এর বিকাশকাল। রোম সাম্রাজ্যের পতন উত্তর এর জন্মকাল। দেশের ভূমি আর রোম আমলের ভূমি-দাসদেরকে নতুন সব লাঠিয়াল সামন্ত প্রভুরা ভাগ করে নিল। গীর্জা সামন্ত ভাবাদর্শ প্রচারের দায়িত্ব নিল। দেশের সমুদয় ভূমিই এদের হস্তগত হলো। গীর্জার ভাগে পড়ল এক তৃতীয়াংশ। সামান্ত প্রভুদের ভূমিতে বেগারখাটা ছাড়া তাদের ভাগ্যে কিছুই রইল না। পরাধীনতা তাদের জীবনে চূড়ান্ত রূপ নিল। তারা পশুত্বের জীবনে শৃংখলিত হল। জ্ঞান বিজ্ঞান মুক্ত বুদ্ধি বিকাশের সব পথ রুদ্ধ হল। এই ছিল কথিত মধ্যযুগের ইউরোপ। জীবন ছিল নৈরাশ্যের আর নৈরাজ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত। অবশেষে এ অন্ধকার হতে মুসলমানরা তাদেরকে হাত ধরে টেনে তুলল। তাই অতঃপর মুসলমানরাই হল তাদের প্রধান শত্রু।

ইউরোপের এ অন্ধকারের দিনে পৃথিবীতে এলেন ইসলামের শেষ নবী মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)। সংগে আনলেন বিশ্ব মানুষের মুক্তির মহাসনদ। তিনি ডাক দিলেন জগতের সকল মানুষকে তাঁর কথা শুনতে। এ ডাক দিবার দায়িত্ব অর্থাৎ নবুয়তী পেলেন ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে; যে যুগে আরবের মানুষ উদ্দাম উন্মত্ত জীবনের উশৃঙ্খলতায় তিক্ত, ইউরোপ শৃংখল পরিহিত, ভূস্বামী সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারে জর্জরিত। এ নবী ঘোষণা করলেন--"নেই কোন মাবুদ আল্লাহ ছাড়া, মুহাম্মদ তাঁর রসুল। সব মানুষ এক, কেহ কারো দাস নয় প্রভু নয়। প্রভুত্ব শুধু আল্লাহর। জগতের সব সম্পদের মালিক তিনি, মানুষের অধিকার শুধু ন্যায়সংগত ভোগের।" জুলুম অন্যায় শোষণ নিপীড়ণের জগতে এ ছিল এক মহাবিস্ময়। শোষক জালিমের দুর্গ প্রাকার কেঁপে উঠল নিমেষে। সামন্ত ইউরোপ ইসলামকে প্রতিহত করতে এগিয়ে এল সর্বশক্তি নিয়ে, যেমন আরবের পৌত্তলিকেরা। যেমন ইহুদীরা, তেমনি খ্রীষ্টানেরা এ নতুন আহবানে তাদের মৃত্যুঘন্টা শুনতে পেল। তারা চক্রান্তের পর চক্রান্ত খাড়া করল ইসলাম আর নবীর বিরুদ্ধে। নবী মুহাম্মদকে ভন্ড, ইসলামকে মুহাম্মদ বাদ (Mohmmadanism) বলে প্রমাণ করতে তারা চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। সকল কৌশলে তারা ইউরোপের মানুষকে ইসলাম হতে দূরে সরিয়ে দিল এবং তাই রেখেছে। তাই ইউরোপের দরজা ইসলামের জন্য খোলেও খুলেনি। তারপর

www.pathagar.com

একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ শতাব্দী ধরে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধ করেছে আর মুসলমান খ্রীষ্টানদের মধ্যে শত্রুতার এক স্থায়ী বিষবৃক্ষ রোপণ করেছে। পৃথিবীর বুকে এ প্রতিক্রিয়াশীলতার তুলনা কোথায়? হাঁ এ পুরোহিতরা চিরকাল চিরদিনই প্রতিক্রিয়াশীল। মিশরে, ভারতে, গ্রীসে, রোমে তারা মানুষের সংগে একই আচরণ করেছে। তাই এদেরকে উচ্ছেদ করতে ইসলাম দেশে দেশে বার বার মানুষকে ডাক দিয়েছে "ইবাদত কর এক আল্লাহর তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।" তাই ইসলামের সংগে সকল প্রতিক্রিয়াশীলদের চিরবিরোধ।

সন্দেহ নেই, ইসলামের ভিতর থেকেও বারে বারে প্রতিক্রিয়াশীলতার উদ্ভব হয়েছে। তাই এসেছেন শতাব্দীর মুজাদ্দিদরা ইসলামের সংস্কার করতে। তারাও বিরোধ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছেন। আর তা যারা করেছে আলেম মৌলা নাম ধারণ করেই করেছে। আজও করছে। ইসলামে যদিও কোন পুরোহিত প্রথা নেই, তবুও স্বঘোষিত পুরোহিতরা কতভাবেই না হিন্দু ব্রাহ্মন, আর খ্রীষ্টান পুরোহিত পাদ্রীদের মত গদি পেতে বসার চেষ্টা করেছে। না পীর কেবলাজান হুজুররা গদি পেতেছে ব্যবসাও করছে। তবে তা ইসলামের নয়। অজ্ঞ দুর্বল লোকেরা তবু সেখানে যায়, মনোবাঞ্ছা পুরণের ইচ্ছায়, যেহেতু আল্লাহ হুজুরে তাদের আস্থা ভরসা বড়ই কম। এ অজ্ঞতাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার লক্ষ্যে ইসলাম প্রতিটি মানুষের জন্য বিদ্যার্জন, জ্ঞনার্জনকে ফরজ করেছে। কিন্তু তা হল কোথায়? ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া এ ফরজ দায়িত্ব কিভাবে পালিত হয়?

কথা ছিল, ইউরোপে যখন অন্ধকারের সয়লাব **আরবের** বুকে তখন বিশ্ব মানুষের জন্য রহমত, আল্লাহর শেষ নবীর আবির্ভাব। সকল কায়েমী স্বার্থবাদ আর প্রতিক্রিয়াশীলতা উল্লঙ্ঘনকরতে ইসলাম ডাক দেয় জগদ্বাসীকে। অতঃপর আরবের বুকে গড়ে উঠে এক বিস্ময়কর সভ্যতার। মানুষের সংগে সংগে তার অধিকার আর জ্ঞান বিজ্ঞানের ঘটে মহামুক্তি। শতাব্দীকালের মধ্যেই আরবের নব-ইসলামী জাতি জগতের শীর্ষে আরোহণ করে। দাস পায় মুক্তি, নারী পায় সম-মর্যাদার অধিকার। মানুষে মানুষে সব ভেদাভেদ সরাফতি কৌলিণ্যের সব অহংকার ভেঙ্গে হয় চুরমার। আসে আল্লাহর ফরমান ২৩ বছরে ধীরে ধীরে। ইসলামের ডাকে সমাজের শোষিত শ্রেণী যেমত ইসলাম কবুল করতে শুরু করে, কায়েমী স্বার্থবাদ শোষক শ্রেণী তদ্রুপই ইসলামের শত্রুতায় নিজেদের বিদ্বেষকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে। অনেকেই এমত করে বলতে চায়-

www.pathagar.com

ইসলাম গরীবের ধর্ম, গরীবরাই তা কবুল করে। হাঁ, শোষক শয়তানদের হাত থেকে গরীবদের রক্ষা করাই ইসলামের কাজ। একারণেই ইহুদী খ্রীষ্টান পাদ্রী পুরোহিতরা জেনে শুনেও নবী মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে মুখ ফিরিয়েছে। তারা তাদের বাইবেলের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেও ইসলামের এ নতুন দাওয়াতকে ফিরিয়ে দিয়েছে। কায়েমী স্বার্থবাদ আর অহংকার অহমিকা যে কি সর্বগ্রাসী বিষ, যা পাদ্রী পুরোহিতদেরকেও এমনি করে সত্য বিমুখ করে দিল, যারা জানত নবী মুহাম্মদের (সাঃ) আগমনের কথা। ইসলাম জগতে নিয়ে এল এক বিস্ময়। মানুষের জীবনে এমন কোন দিক নেই যেখানে ইসলাম আলো জ্বালে নাই। মানুষের জন্য এ ধরার বুকে তার অধিকার কায়েমের জন্য ইসলাম কোন কাজকেই অকৃত রাখেনি। তাই ইসলাম হয়েছে পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ঐতিহাসিক বিপ্লবী এম, এন, রায়ের ভাষায়-ইউরোপের ইতিহাসে যে যুগটা সবচেয়ে অন্ধকারময় সে যুগে প্রায় পাঁচ'শ বছর ধরে চলেছিল আরবীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনা। ইসলাম ইতিহাসের নাট্যশালায় যে মহিমাময় ভূমিকায় অভিনয় করে গেল সে সম্বন্ধে আমাদের কালের অল্পসংখ্যক মুসলমানেরই জানা (বই-ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান)। এ জানা না জানার কথা থাক। আমি বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলকেই আল্লাহর সেই মহিমাময় ফরমান, আল-কোরআনখানি পড়ে দেখতে আহবান জানাই। মানুষ ১৪ শত বছরেও যাকে এক বিন্দু অতিক্রম করতে পারেনি।

বুদ্ধিজীবীরা হয়ত মনে মনে ভাবছেন এটা তাদের বুদ্ধির প্রতি বড়ই কটাক্ষ! তারা কি চিনেন না ইসলামকে! তারা কি দেখছেন না ইসলামের সচল ছবি ঐ নায়েবে রসূল হুজুরদেরকে আমি বলি ঐ হুজুর ছাহেবানরা ইসলাম নয়। তাদের কথা আর কাজও না হতে পারে ইসলামের মানদন্ড। আর আপনি নিজের মাথায় এত ঘিলু থাকতে কেন ভরসা করবেন অন্যের উপর। তাই নিজে যাচাই করে দেখুন। আল-কোরআন পাঠ করুন। আমার বিশ্বাস বুদ্ধি আপনাকে প্রতারণা করবে না। দেখুন সেই সংগে পাঠ করে বেদ, গীতা, রামায়ন, মহাভারত, বাইবেল, ত্রিপিটক।

বলা হচ্ছিল, ইসলামই সূচনা করেছে আধুনিক যুগের। আধুনিক যুগ যদি হয় স্বাধীনতা মানবাধিকার আর গনতন্ত্রের; ইসলাম তা এনেছে তার চূড়ান্ত পরিপূর্ণ রূপে। আধুনিক যুগ যদি হয় জ্ঞান বিজ্ঞানের ইসলামই তার ভিত্তি রচনা করেছে পরিপূর্ণ বিকাশের। মানব জীবনের এমন কোন দিকনেই যাবে ইসলাম অপূর্ণ রেখে গেছে, অমিমাংসিত রেখে গেছে। তাই নবী মুহাম্মদ

www.pathagar.com

(সাঃ) বিশ্ব মানুষের জন্য পরিপূর্ণ আদর্শ। তাই সকল ন্যায় বিচারে আখেরী নবী মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) করেছে আধুনিক যুগের উদ্বোধন।

অথচ এ কালকেই যখন উদ্দেশ্যমূলকভাবে মধ্যযুগ বলে অবজ্ঞা করা হয়, কোন ইতর কাজকে ইউরোপীয় না বলে মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলে চিহ্নিত করা হয়, তখন বক্তার মতলবকে সন্দেহ না করে উপায় থাকে না। কথিত মধ্যযুগে ইউরোপ বর্বরতায় আচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু তারই পাশে এশিয়া, আফ্রিকা আর স্পেনে সুবিশাল ইসলামী সভ্যতা জগতকে আলোকিত করে তুলেছিল, যে সভ্যতার অর্জন আজো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, মানুষ আর সব মানবিকতার শীর্ষে। তাকেই যখন 'মধ্যযুগীয়' অপবাদে আড়াল করার চেষ্টা করা হয়, তখন মানুষের কৃতঘ্নতার নগ্ন রূপটিই উন্মোচিত হয় বিশ্বের সভায়। যার পরশে ইউরোপ জেগেছে, যার কাছে সে শত সহস্রভাবে ঋণী, যে বুনিয়াদের উপর সে তার আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সৌধ খাড়া করেছে, তাকে স্বজ্ঞানে সে করছে অবহেলা। এ কৃতঘ্নতার তুলনা নেই। তাদের কথিত মধ্যযুগকে গালি দিতে যেয়ে আসলে তারা কৌশলে সুমহান ইসলামী সভ্যতাকে সে গালির মাঝে ব্রাকেট করতে চাইছে। তা তারা করেই ফেলেছে। দীর্ঘ প্রচারে একটি মিথ্যেও, আর তা যদি বিনা বাধায় এগোয় সত্যের রূপ পায় আজ এটা মেনেই নিয়েছি, মধ্যযুগ বলতে একটি অসভ্যতা বর্বরতার যুগ। কিন্তু সে বর্বরতা তো ইউরোপ ছাড়া সারা বিশ্বে ছিল না। আর ইউরোপ মানে পৃথিবী নয়। তবু কেন মধ্যযুগীয় বর্বরতার স্বীকৃতি দিয়ে আমরা আমাদের ইসলামী সভ্যতাকে অন্ধকারে লুকাতে চাই। আসুন সবাই মিলে আমরা এ সব চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই।

যুগের এ অপব্যাখ্যাকে ভাঙতে হবে। কথিত মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলতে যা কিছু ছিল তা ইউরোপের পৃথিবীর নয়। এ যুগের ইসলামী সভ্যতাকে আড়াল করার ক্ষমতা কারো নেই। তাই দুশমনদের চক্রান্ত রুখতে হবেই। তবে সভ্যতার পাশাপাশি কিছু অসভ্যতা এ পৃথিবীতে চিরদিনই ছিল। আজও এ বিংশ শতাব্দীর সর্বপ্লাবী সভ্যতার যুগেও অসভ্য জাতিদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। ঠিক যেমন আলো অন্ধকার পাশাপাশি অবস্থান করে। তবে মধ্যযুগীয় কথাটির প্রতি যাদের মোহ, সে অন্য কারণে, সে চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের কারণে সে হিংসা বিদ্বেষের কারণে, সে মুসলমানদের পতনের কারণে।

সকল বিচারে হযরত ঈসা নবীর (আঃ) মাধ্যমে মধ্য যুগের লগ্নশেষ হয়, যার আরম্ভ হয়েছিল নবী ইব্রাহীমের (আঃ) নবুয়ত সাধনার মধ্য দিয়ে। এ

www.pathagar.com

সময়েই মানবসভ্যতা প্রাচীন যুগের গোত্রীয় পর্যায় অতিক্রম করে, একটা আন্তদেশীয় বৃহত্তর সীমানায় উত্তরণ করে। হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) জীবন সাধনা মানবসভ্যতাকে বিশ্ব-ইসলামী জাতীয়তায় প্রতিষ্ঠিত করে। তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আমাদের জাতীর পিতা, অনুস্বরনীয় আদর্শ।

অতএব বিধর্মীদের সংগে সুর মিলিয়ে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আনীত আধুনিক যুগকে আমরা 'মধ্য যুগ' বলে মেনে নিতে পারি না। তারা 'মধ্য যুগীয়' বলে তাকে যে বিশেষণে চিহ্নিত করতে চায় তার সংগেও আমরা একমত হতে পারিনে। এ মেনে নেয়ার মধ্য দিয়ে বরং আমরা নিজেদের আস্তিত্বকেই অস্বীকার করছি। তাই আসুন আমরা সত্যকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্রতী হই। শত্রর সকল চক্রান্তকে গুড়িয়ে দিই।

অতএব এ কথাটি প্রমাণিত হয়, গোড়া ধর্মান্ধ, প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি গালির মত এ 'মধ্যযুগীয়, গালিটিও একটি প্রবল বিদ্বেষী মনের চক্রান্তের ফসল। একটি ভ্রমাত্মক শব্দ।

(চ) উগ্রপন্থী-উগ্রপন্থা

উগ্র শব্দের অর্থ ইংরেজীতে Violent, cruel, rough, harsh, haughty ইত্যাদি। কেউ যদি ক্রুদ্ধ স্বরে কথা বলে তাকে বলা যায় উগ্র কণ্ঠ। যদি কেউ সব সময় ক্রুদ্ধভাব পোষণ করে, তাকে আমরা উগ্রস্বভাব বলে থাকি। হিন্দুরা তাদের কল্পিত দেবী দুর্গার ক্রুদ্ধ মূর্তিকে উগ্রচন্ডী বলে। কোন ক্রুদ্ধ লোকের চেহারাকে আমরা উগ্রমূর্তি বলি। এ উগ্রতা সর্বদাই বিনাশের কারণ। এ উগ্রতার সংগে যখন কোন পন্থা যুক্ত হয় তখন তা হয় উগ্রপন্থা। এ পন্থার অনুসারীরা উগ্রপন্থী।

যে কোন পথ-পন্থা ভাবনা-চিন্তা করে নির্ধারণের বিষয়। কাজেই তা যুক্তি ও বুদ্ধি নির্ভর হওয়াই উচিৎ। ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের শিখেরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে। তারা আলাদা একটি শিখ জাতি। ভারতের সরকার তাদের জাতীয় আশা আকাঙ্খার কোন মুল্য না দিয়ে তাদেরকে দমন করতে চাইছে। একই অবস্থা কাশ্মীরেও। তাদের উপর দিয়ে বুলেটের সয়লাব বইছে। এখানে কাদের পন্থায় উগ্রতা অধিক। ভারত সরকারের না এ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের? অবশ্যই সিদ্ধান্তের বিষয় তবু কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই যখন এ স্বাধীনতা কামীদেরকেই উগ্রপন্থী বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে তখন বিবেককে পদদলিত

www.pathagar.com

করেই তা করা হচ্ছে। এ সবই হচ্ছে শক্তির জোরে। শক্তি যার বেশী, প্রচার যন্ত্রটি যার দখলে, তার কথাই রাষ্ট্র হচ্ছে। যে জোরে কথা বলতে পারছে, লোকেরাও তাকেই মেনে নিচ্ছে। প্রচারের জোরে আজ কত মিথ্যা সত্যে পরিণত হচ্ছে। যেন চালাতে পারলেই সব চলে। প্রচারের জোরে মধ্যযুগীয়, গোড়া, ধর্মান্ধ এসব কথাগুলি বলতে গেলে সারা পৃথিবীময় দারুণ চল হয়েছে। শক্তিমানদের দাপট আর প্রচার কৌশল বিশ্বজোড়া ব্যপ্ত। তাই বহু মিথ্যে সত্যের দামে বিক্রি হচ্ছে। সাধারণেরা সবই কেনে, বিক্রেতা যদি বেচার কৌশল জানে। তারা গড্ডালিকা স্রোতে ভেসে যেতেই অভ্যস্ত। জনে জনে জনতা। এ জনতার বুদ্ধি তখনই কোন রূপ পায়, যখন জনতার শীর্ষে বসে নেতা ঠেং নাচায়। কথায় বলে জনতার কোন বুদ্ধি নেই। নেই বলেই, নেতারা তাদেরকে চালায়। তাই নেতাদের ঠোঁট থেকে কথা ধরে তারা নিজ ঠোঁটে খই ফোটায়। মৌলবাদ শব্দটির আজ দেশে তেমনি খই ফুটছে। উগ্রবাদী খইও হয়ত ফুটতে শুরু করবে। হয়ত গড্ডালিকাবৎ জনতারা ভাবছে এইত প্রগতিবাদী হবার মোক্ষম সময়। তাই অনেকে আবার জোরগলায় বলছে, আমরা মৌলবাদী নই'। এ জনতার মধ্যে আবার বিশেষ দল আলেম হুজুরদের অনেকেই বলছে, "ইসলামে মৌলবাদ নেই।" যেন আছে সব ভেজালবাদ কৃত্তিমবাদ। এখন এ কথা থাক। আগে উগ্রপন্থী আর উগ্রপন্থার বিষয়টা ফয়সালা হোক। ভারতের শিখেরা নিজেদের ন্যায় অধিকারের হক দাবী আদায় করতে যেয়ে হয়েছে উগ্রপন্থী। এ দেশেও যখন মুসলমানরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীকারের সংগ্রাম করেছে তারা উগ্রপন্থী বলেই আখ্যায়িত হয়েছে। প্যালেষ্টাইনী মুসলমানদেরকেও অনেকে উগ্রপন্থী বলতে ছাড়ছে না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ আর বৃটেনের প্রাধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের কল্যাণে তো তারা সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত হয়েই গেছে। অথচ চরম সন্ত্রাসবাদী ইহুদীদেরকেতাবলা হচ্ছে না।বলছিলাম, গায়ে বল থাকলে চাপিয়ে দেয়া যায় অনেক কিছুই, আর তার প্রচারের মাধ্যম যদি থাকে নিজ কব্জায়। উগ্রতাই উগ্রতার জন্ম দেয়। পাপই পাপকে জন্ম দেয়, যখন নরম পন্থায় অন্যায় দমন হয় না, অন্যায়কারীর টনক নড়ে না, তখন বাধ্য হয়েই কঠিন পন্থা অবলম্বন করতে হয়, তা উগ্রইহোক আর উত্তালই হোক। বাঁচার অধিকার, জীবনের অধিকার, সকলের সমান। কিন্তু মানুষ ক্ষমতা পেলে ভাবে এটা শুধু তার একার। দেখা যায় ক্ষমতার বিকাশই উগ্রপথে, আর তখনই বাঁচার তাকিদে দুর্বলরাও উগ্র হতে বাধ্য হয়। তাই প্রথম উগ্রতা ক্ষমতাবানের। আফগান মুজাহিদরা বাধ্য হয়েই জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তারা কি উগ্র? এ

www.pathagar.com

কেমন কথা? কেহ তার অধিকার রক্ষার জন্য যুদ্ধ করবে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে আর তাকেই বলা হবে উগ্র? সে তো জীবন ধ্বংসের জন্য নয়, জীবন বাঁচাতে যুদ্ধ করছে; তবে সে কেন উগ্র অপবাদের ভাগী হবে। শব্দ আর কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে সত্যের পরিমাপ হয় না। উগ্রতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের সৃষ্টি। তাই তার বাহ্যিক প্রকাশ থেকে সব সময় সঠিক চরিত্র নিরূপণ হয় না।

তবু সমাজে এমন লোক আছে যারা ব্যবহার আচরণে উগ্র। তবে পন্থা হিসেবে উগ্রতা প্রয়োজনের সৃষ্টি। এ জন্যেই নতুন শব্দ প্রয়োজন; বস্তু বিষয় কথা ভাবকে সঠিকরূপে প্রকাশের জন্যে। তাই কোন গালিদাতার সুরে সহজেই ক্রুদ্ধ বা সম্মোহিত না হয়ে তার সঠিক অর্থ উদ্দেশ্য মতলব সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। কাউকে উগ্রবাদী বলতে বক্তা নিজেই উগ্র আচরণ করছে কি না সে বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

(চ) মৌলবাদ-মৌলবাদী

এবার আমরা মৌলবাদের মূল কথার আলোচনা শুরু করব। প্রসঙ্গ প্রয়োজনেই প্রসঙ্গ কথা আলোচনা করতে হলো। আলোচনার শুরুতে অবশ্য আমরা মৌলবাদের সংজ্ঞা জানতে চেয়েছি, এবার দেখব তার বিভিন্ন রূপ, বিস্তৃত প্রয়োগ।

(১) এটি কি একটি গালি?—

কথার ভাব, ব্যবহারিক কায়দা কৌশল, তার লক্ষ্য উদ্দেশ্যের উপর বর্তায় [অর্থাৎ যে কথাটি যে ভাব নিয়ে, যে ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাই প্রকাশ করে।] একটি বিভাব শব্দ ও বিশেষ কোন ভাব অর্থে ব্যবহার হতে থাকলে সময়ে শব্দটি উদ্দেশ্যের ভাববাহী শব্দে পরিণত হয়। শব্দের উচ্চারণ আর ভাব, ভাবিত বস্তুর সংগে মিশে একাকার হয়ে যায়। কাজেই আমরা দেখতে পাই, যে শব্দটি যে অর্থে উচ্চারিত হয় ব্যবহারের বেগ মাত্রায় সে অর্থই বহন করে, প্রকাশ করে। যেমন উপজেলা শব্দটি প্রথম দিকে আমার কাছে বলতে শুনতে ভাল লাগতো না, এখন সময়ের তালে শব্দ আর ভাব অর্থ এক হয়ে গেছে এক জায়গায় মিলে গেছে, তাই এখন বেখাপ লাগেনা। অর্থাৎ আমার কাছে শব্দ এখন তার প্রয়োগ অর্থই প্রকাশ করে। তবে যে শব্দের কোন প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী অর্থ থাকে তাকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করলে আমরা তাকে ভুল বলেই চিহ্নিত করি। মৌল শব্দের অর্থ মৌলিক। আর বাদ অর্থ কথা, অভিমত বা মতবাদ। একথা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করবে না। তবু মৌলবাদের একটি তৃতীয় অর্থ তৈরী করা হয়েছে। আর এটি সে বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করা হচ্ছে, ইসলামী আন্দোলনগুলির বিরুদ্ধে। তা হলো—তাদের কথায় আজকের পৃথিবীতে যখন সবকিছুই প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে, কিছুই স্থায়ী হয়ে থাকছে না, এমন কি মূল্যবোধও না, তখন কোন বিষয়কে মৌলিক বলে আকড়ে ধরে থাকা গোড়ামি, ধর্মান্ধতা, রক্ষণশীলতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, পশ্চাদগামিতা, প্রগতিবিরোধীতা। তাই মৌলবাদিতা মন্দ জিনিষ। এ অবিধান মন্দটাকেই মৌলবাদ শব্দ দিয়ে তথাকথিত প্রগতিবাদীরা চিহ্নিত করতে চাইছে। আর গোয়েবল্‌সীয় ধারায় এটা আজ এমন এক গালিতে পরিণত হয়েছে, অন্ততঃ তাদের কাছে, যারা হুজুগে চলে, প্রায়ই বিচার বিচেচনা ছাড়াই কথা বলে।

www.pathagar.com

(২) কোন গালিই বস্তুর মূল সত্তাকে বিনষ্ট করে না–

গালি তা যত কঠিন হোক না কেন তা বস্তুর মূল সত্তাকে বিনষ্ট করতে পারে না। অর্থাৎ গালির তালে বস্তুর রূপ বদলায় না। কোন মানুষকে কেহ গরুর বাচ্চা বলে গালি দিলে সে সত্যি, তাই হয়ে গেল না। তবে গালিদাতার মুখ একটু হলেও নষ্ট হল এবং সে ক্ষতিগ্রস্তও হল। কারণ মানুষ এমন কোন কথা বলে না এবং এমন কোন কাজ করে না যা'তার আমলনামার কিতাবে লিখিত না হয়। তবে বহু লোকে যদি দীর্ঘ সময় ধরে কাকেও গরুর বাচ্চা বলতেই থাকে তা হলে তা তার ব্যক্তিত্বকে অবদমন করবে, চরিত্রকেও প্রভাবিত করবে। তাই আল্লাহর কথা তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদের উত্তম নাম রাখ ও কাকেও খারাপ নামে ডেকোনা। এসবই ব্যক্তিসত্তার জন্য ক্ষতিকর। তাই গালি মাত্রেই খারাপ। পূর্বেই বলেছি, মনের বিদ্বেষ ভাব থেকেই গালির উৎপত্তি। গালির লক্ষ্য সর্বদাই অন্যকে হেয় করা। তাই গালিকে প্রতিহত করতে হবে। দুর্বল গালি খায়, সবল তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়।

(৩) মৌলবাদ নামের গালিটি কবে কোথায় উৎপত্তি হল–

কথিত মধ্যযুগের ইউরোপের ধর্মীয় সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শনকে নিয়ন্ত্রণ করতো চার্চ বা গীর্জা সংগঠন। এ গীর্জার ধর্মমতের ভিত্তি ছিল মথি, মার্ক, লুক, যোহন লিখিত ৪টি বাইবেল, সেন্ট অগাষ্টিন ও অন্যান্য ধর্ম গুরুদের রচনা সমূহ, গীর্জা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ। যা ছিল শত মিথ্যা আর গোঁজামিলে ভরা, বলা চলে সাধারণ মানুষের জন্য পরাধীনতার হাত কড়া।

এক পর্যায়ে এসে চার্চের সংগে ইউরোপীয় মানুষের সংঘাত বাধে। বার শতকে প্রাচীন গ্রীক ও মুসলমানদের রচনা ইউরোপে পৌঁছে। বস্তু জগতকে পর্যবেক্ষণ করে তার নিয়ম আবিষ্কার করার পদ্ধতি ইউরোপীয়রা মুসলমানদের নিকট থেকে শিখে। ভুল বাইবেলের ভুল শিক্ষা, গীর্জার মতবাদ, স্কলাস্টিক দর্শন, এরিষ্টটল, গ্যালেন ও টলেমির ভ্রান্ত বিজ্ঞান যে মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সমস্ত জ্ঞান চর্চার পথকে রুদ্ধ করেছিল, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ শতাব্দীর ক্রুসেডের আঘাত তাকে ভেঙ্গে দেয়। মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে ইউরোপীয় মানুষ সাম্য, স্বাধীনতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার নতুন চেতনার সাক্ষাৎ পায়। এ চেতনা ইউরোপে সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে মানুষকে বিদ্রোহের প্রেরণা দেয়। রচিত হতে থাকে নতুন মানবতাবাদী সাহিত্য। ইউরোপের নারী সমাজও জানতে পায় তারা শুধু মানুষই নয়, মর্যাদার ক্ষেত্রেও নারীপুরুষ সমান।

www.pathagar.com

ব্যবধান শুধু কর্মক্ষেত্রের, কর্মের। ইউরোপীয় গীর্জা ছিল সামন্ততান্ত্রিক ভাবাদর্শের ধারক বাহক। তাই কি চিন্তা চেতনায় আর কি লেখায় সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে যেখান থেকেই আঘাত আসে, গীর্জা তাদেরকেই ধর্মদ্রোহী আখ্যায়িত করে পুড়িয়ে মারার বিধান জারি করে। এভাবে ইউরোপের লাখ লাখ মানুষকে গীর্জা হত্যা করে। বহু জ্ঞানী গুণী পন্ডিত দার্শনিক বৈজ্ঞানিককে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারে, যারা ইসলামের সত্যদর্শন থেকে প্রেরণা লাভ করেছিল, গীর্জার আধিপত্যের বিরুদ্ধে কথা বলার। ইসলামের স্পর্শে ইউরোপেও নূতন দর্শণ, বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক রোজার বেকন(১২১৪-১২৯৪ খ্রীঃ) ইউরোপে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। তিনি ছিলেন আরবদের ছাত্র। তিনি ইউরোপীয়দেরকে গবেষণা ও আবিস্কারের পথ প্রদর্শন করেন।

এহেন পরিস্থিতিতে নব নব বৈজ্ঞানিক আবিস্কার বিজ্ঞানের সংগে ধর্মের বিরোধ বাধায়। ফলশ্রুতিতে ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ শতাব্দীগুলোতে 'গোড়া ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল' চার্চের সংগে নতুন আলোকপ্রাপ্ত জ্ঞানী বৈজ্ঞানিক পন্ডিতদের বিরোধ চরমে পৌঁছে। একদিকে এ চেতনা, প্রেরণা, আর অন্য দিকে গীর্জার দমন অভিযান এ দু'য়ের সংঘাতে পঞ্চদশ, ষোড়শ শতাব্দীতে এসে ইউরোপে ঘটে নবজাগৃতির রেঁনেসা। গীর্জা ও সামন্ত প্রভূদের বিরুদ্ধে ঘটে একে একে বহু কৃষক বিদ্রোহ। অনেক ব্যর্থতা, বিপুল রক্তদান, অপরিসীম ত্যাগ তিতিক্ষার পরে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আসে গণ সয়লাব, মহান ফরাসী বিপ্লব। অত্যাচারী যালিমের বিরুদ্ধে চলে মানুষের দূর্বার অভিযান। জনতা ফরাসী রাজাদের দুর্গপ্রাসাদ বেষ্টিল তছনছ করে। আর এভাবেই সকল চক্রান্তের গুরু গীর্জা আর গীর্জা ধর্মকে নিক্ষেপ করে জীবন থেকে দূরে। তাকে মৌলবাদী বলে অভিহিত করে। কারণ গীর্জা বরাবরই তার মতবাদে ছিল অটল অনড়। লাখো মানুষ প্রাণ দিয়েও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গীর্জার কছে থেকে কোন Concession আদায় করতে পারেনি। তাই এ মৌলিক না হয়ে যায় কোথায়? তাই ধর্মান্ধ হলেও তারা মৌলবাদী। এ ধর্মান্ধতা প্রতিক্রিয়াশীলতা ছিল নজিরবিহীন। তাই ইউরোপের মানুষ আজও তা ভুলতে পারেনি। তারা এসব কিছুর জন্য দায়ী করেছে ধর্মকে। ধর্ম মাত্রই নিপীড়ক প্রতিক্রিয়াশীল। আর তা যদি হয় মৌলবাদী তা নিশ্চিৎই ভয়ংকর গীর্জার মত। এভাবেই মৌলবাদী বলতে একটি গোড়া, ধর্মান্ধ, প্রতিক্রিয়াশীল, গণবিরোধী ধর্মগোষ্ঠীকে ইউরোপের মানুষ চিহ্নিত করেছে। আর তাই আজ, অন্যান্য সব শিক্ষার মত এ শিক্ষাও ইউরোপ থেকে আমাদের জীবনে অনুপ্রবেশ করেছে।

www.pathagar.com

কিন্তু মুসলিম জগতের কোথাও, কোন কালে কি এমন ঘটনা ঘটেছে? ধর্মের নামে বা ধর্মের জন্য কোথাও কি মুসলমানরা, কি জ্ঞান বিজ্ঞান আর কি মানুষের বিরুদ্ধে এমন অত্যাচার নির্যাতন করেছে? বরং কি ক্ষমা আর উদারতায়, আর কি জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনা, প্রেরণায়, ইসলাম এ পৃথিবীতে আনে এমন এক আলোর ধারা, যেখানে অবগাহন করে মানুষ জানাতে পারে এ বিশ্ব কামার, কুমার কৃষক, মজুর সকলের; নহে শুধু গীর্জার, নহে শুধু প্রাসাদের প্রভুদের। ধর্মের নামে মানুষের উপর সীমাহীন অত্যাচার হয়েছে, ভারতে, মিশরে গ্রীস, রোম, ব্যাবিলনে। হাজার বছর ধরে একই ধারায়। ভারত ছাড়া ইউরোপ এশিয়ার অন্যত্র ধর্মের নামে অত্যাচার বন্ধ হলেও ব্রাহ্মন্যবাদী দুঃশাসন আজও মানুষের বুকের উপর চেপে আছে। যুগ যুগ ধরে সেখানে নিধন হয়েছে অব্রাহ্মণ অনার্যের। তাদেরকে অসুর, ম্লেচ্ছ, যবন, রাক্ষস আখ্যায়িত করে তাদেরকে হত্যা করা পূণ্যকাজ বলে ঘোষণা করেছে। দূর্গা পূজার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজও এদেশে সে অসুর নিধনের মহড়া চলছে। সেদেশে নিধন হয়েছে বৌদ্ধরা অসুর রাক্ষস শূদ্ররা আর হচ্ছে সে অসুরদেরই বংশধর বর্তমান মুসলমানরা। তাই এ চরম সাম্প্রদায়িক দূর্গাপূজার অনুষ্ঠান বন্ধ হওয়া উচিৎ, এ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশে।

খ্রীষ্টানরাও মেরেছে যেখানে যেদেশে গেছে, সে দেশের আদিবাসীদেরকে নির্মূল করেছে। করেছে বলশেভিক বিপ্লবীরা, সমাজতন্ত্রীরা, সমাজতন্ত্রের নামে। তাদের নেতা লেলিন, ষ্টালিন মাও-সে-তুং নিজ দেশেরই কোটি কোটি লোককে হত্যা করে তাদের সাধের সমাজতন্ত্র কায়েম করেছে। আজ তাদেরই উত্তর পুরুষেরা বলছে এসবই ছিল ভুল, বাড়াবাড়ি। আহা, মানুষের জীবন! ইসলাম ছাড়া আর কে কবে তার দাম এত উচ্চহারে নির্ধারণ করেছে? আর এরাই যখন মুসলমানদেরকে ধর্মান্ধ, প্রতিক্রিয়াশীল বলে, তখন শালীনতার সীমাটুকুও অবশিষ্ট থাকে না।

ইসলামের বিস্ময়কর কর্মসূচী জগতের সব মানুষকে এক শান্তির রাজ্যে অধিষ্ঠিত করা, আল্লাহর যোগ্য প্রতিনিধি করে গড়ে তোলা। যেখানে অন্য সব ধর্ম মানুষকে বানিয়েছে দাস, দেবতার সামনে তাকে বলি পর্যন্ত দিয়েছে, আর ইসলাম সে দেবতাকে উৎখাত করে মানুষকে স্থান দিয়েছে সে দেবতার বহু উর্ধ্বে। ইসলামের কোন নবীই মানুষকে নিধন করার জন্য আসেননি। এসেছেন মানুষকে মুক্তির সন্ধান দিতে। এসেছেন পাপ আর পাপীদের হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে। তাদেরকে সব বাতিল প্রভুদের হাত থেকে উদ্ধার করে একমাত্র আল্লাহর প্রজা বানাতে। তাই ইসলামের শেষ নবী (সাঃ)

www.pathagar.com

বিশ্বজাহানের জন্য রহমত হয়ে এসেছেন। ইসলামের শিক্ষা এ জগতের উপরে নিরংকুশ মালিকানা আল্লাহর। আর সে সার্বভৌমত্বের অধীনে সব মানুষের স্থান বান্দায়িত্বের–একই সম্মান। পার্থক্য শুধু কর্মের। আল্লাহর কাছে সেই তত সম্মানীয়, যে যত সৎকর্মশীল। এক মানুষের উপর আরেক মানুষের কোন অধিকার নেই জুলুমের। জুলুমকারীর পরিচয় সে জালিম, মুসলমান সে নয়। মানুষ জীবনের সাধনা এ সত্যকে জীবনে কায়েম করার সাধনা। প্রতিটি মানুষকেই জ্ঞান, কর্ম ও সাধনার দ্বারা মুসলমান হতে হয়। জন্মমাত্রই কেহ মুসলমান হয় না। মুসলমানিত্ব দীক্ষা আর শিক্ষা নেবার বিষয়। তাই ভারতীয় নেতা গান্ধী যখন বলেন (অবশ্য অবজ্ঞাভরে) Islam is a religion of converts,তিনি ভুল করে ভুল কথা বললেও, ঠিকই বলেন। মিথ্যা আর বহুবিধ প্রতিকূল অবস্থা থেকে ইসলামী সত্যে convert হয়েই তবে মুসলমান হতে হয়। 'সনাতন অন্ধকারে' অবস্থান করলে সত্যকে খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষ জীবনের সাধনাই সত্যতে খুঁজে পাওয়ার সাধনা। তাই গৌরব Convert হবার মধ্যেই, মিথ্যেকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকার মধ্যে নয়। এ বিষয়টাকে জানতে হলে আল–কোরআন ও শেষ নবীর কর্মময় জীবনে খোঁজ করতে হবে। খোঁজ করতে হবে তার সাহাবীদের জীবনে। যে কোন মোল্লা, মৌলবী, তথাকথিত আলেম হুজুর, পীর–কেবলা, রাজাবাদশাদের দেখে ইসলামের মূল্যায়ন করলে সে হবে আরেক প্রতিক্রিয়াশীলতা। এরা কেহই সত্যের মাপকাঠি নয়। সে মাপকাঠি আল্লাহর কোরআন, ইসলামী জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আর আখেরী নবী রসূল মহাম্মদ (সাঃ)। যাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা মাপকাঠি বলে ঘোষণা করেছেন। জ্ঞানকে করেছেন সকল গুণের ভিত্তি। কোরআনকে জানতে বলেছেন এই জ্ঞান দিয়ে।

আল–কোরআনে এ কথার দ্ব্যর্থহীন প্রমাণ বিদ্যমান, কোন রকম প্রান্তিকতা, পার্শচিন্তা, একদেশদর্শিতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, অন্ধত্ব গোড়ামির ঠাঁই ইসলামে নেই। বিধর্মীরা ইসলামকে লক্ষ্য করে যখন তা উচ্চারণ করে, তখন অজ্ঞতা আর হিংসা বিদ্বেষ থেকে বলে। যদি কোন মুসলমান সত্যিই এ দোষে দোষী হয়, মানতে হবে তার মধ্যে ইসলামের শিক্ষা পুরাপুরি নেই।

এ কথাও সত্য, ইসলামের দাবিদার, বিশেষ ভূষনে আবৃত যেন সদা–সুন্নতের তাবেদার লোকদের মধ্যেও ব্যাপক হারেই ইসলামী জিন্দেগীর আদর্শ নেই। আর তা থাকবেই বা কেমনে? ইসলাম দলবদ্ধ হয়ে বাঁচার ধর্ম। নবীর কথা––'কেউ যদি ইসলামী জামায়াত থেকে এক বিঘত দূরে সরে গেল, সে যেন ইসলামের রজ্জুকে তার গলা থেকে খুলে ফেলল।' একা বিচ্ছিন্নভাবে

www.pathagar.com

ইসলামী জীবন আচরণ করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রয়াস, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা। মুসলমানদের জীবনে এ আয়োজনের অনুপস্থিতি হেতুই তারা আজ পদাণত, অপদস্থ। অজ্ঞানতা ও তজ্জনিত গোড়ামি, গোমরাহীর জন্যেই ইসলাম আজ বিধর্মীদের আক্রমণের শিকার। এ অজ্ঞানতার জন্যেই যা ইসলামী তাকেও বর্জন করা হচ্ছে, আবার যা ইসলামী নয় তাকেও মানুষ আঁকড়ে থাকছে। এ অজ্ঞানতা গোমরাহীর জন্যেই অন্ধ প্রতিক্রিয়াশীলরা ইসলামী আন্দোলন সমূহকেও একের পর এক বাধা দিয়েছে, এখনও দিচ্ছে। তাই দেখি, মুজাদ্দিদ ইবনে তাইমিয়া, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব, মুজাদ্দেদ আলফে সানি থেকে শুরু করে চলতি শতকের মুজাদ্দিদ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীকেও এ প্রতিক্রিয়াশীলরা বাধা দিচ্ছে। এ মূর্খদের প্রভাবেই মুসলমানরা অভিন্ন জাতীয় স্বার্থে একত্র হবার বদলে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বারে বারে। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। নিজেরাও আলোর বদলে অন্ধকারেই নিমজ্জিত হয়েছে।

এ প্রতিক্রিয়াশীল আর তাদের অন্ধ অনুসারীদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কি জেনেছেন মনীষীদের জীবনের আদর্শ কি ছিল; তারা কি বলতেন, কি করতে চাইতেন, ব্যক্তিগত জীবনে কি আচরণ করতেন? আপনি কি তাদের লিখা বই পুস্তক পড়েছেন? শ'তে নিরানব্বইজন নির্ঘাত জবাব দিবে, 'না, শুনেছি'। জীবনের জন্য এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্তের দায়িত্ব তারা শ্রেফ প্রমাণবিহীন শুনা কথার উপর ত্যাগ করল। এদেরকে কি বলব, গোড়া, ধর্মান্ধ, মৌলবাদী না, কি? গোড়ার খবর এদের কাছে নেই; ধর্ম এদেরকে অন্ধ করে নাই, ধর্মের জ্ঞানই এদের কাছে নেই। আর মৌলবাদের সন্ধান এরা পাবে কোথায়? এদেরকে একটি শব্দ দ্বারাই সম্ভাষণ করা যায়, এরা কূপমন্ডুক। হাঁ, এরা কুয়ার ব্যাঙ! তাই জীবন এদের কাছে এক অন্ধকার গর্ত। তা থেকে এরা বের হতে চায় না। কেউ বের হবার ডাক দিলে তাতে এরা রুষ্ট হয়, ক্রুদ্ধ হয়। এদের দ্বারাই আজ মুসলিম সমাজটা ভরে গেছে। ইসলামী জিন্দেগীর জন্য চাই সজ্ঞান প্রয়াস। আজ মুসলিম দেশগুলিতে সে প্রয়াস নেই। সবচেয়ে বিস্ময়ের, মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদের কোরআনকে পাঠ করার সুযোগ নেই, ধর্মকে জানার সুযোগ নেই। একটার পর একটা সরকার আসছে শোষণ জুলুম চালিয়ে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে, দেশের মানুষকে দিতে পারছে না কোন দিকদর্শন। তাই সকল প্রতিক্রিয়াশীলদেরকে হটিয়ে পথ তৈরী করতে হবে। কে করবে? সময় যে হালবাওয়া আধমরা গরুর মত শুয়ে পড়েছে, কে তাকে নাড়াবে চালাবে? কোথায় মৌলবাদ? জীবনে যদি

www.pathagar.com

মৌলিকত্বের সন্ধান থাকত, আজ তাহলে জীবন এভাবে হাল ছেড়ে দিতনা।

ইউরোপীয়রা এ মৌলবাদ শব্দটি উচ্চারণ করে--যেন অন্ধকারে এক মস্তবড় ঢিল নিক্ষেপ করে। উদ্দেশ্য যেখানে খুশী লাগুক। তবে লাগলেই হলো। যা কৃত্তিমতায় আচ্ছন্ন তাকেই মৌলবাদ বলার এ এক অদ্ভুত আবেগ। তবু তারা তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছে, প্রায় দেড় হাজার বছরের দুঃসহ যাতনা দিয়ে দেখেছে গোড়ামি ধর্মান্ধতা আর প্রতিক্রিয়াশীলতার রূপ। তারা দেখেছে কিভাবে এসবের যুপকাষ্ঠে লাখো লাখো মানুষকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। কায়েমী স্বার্থবাদ কিভাবে মানুষকে শৃঙ্খলিত করেছে। ধর্ম কিভাবে এস্বার্থবাদের সংগে হাত মিলিয়ে দানবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। দুর্ভাগ্য তাদের, তারা জানতে পারেনি, এ ধর্ম ছিল না। ধর্মের কাজ তো মানুষের কল্যাণ! যে ধর্ম মানুষকে দিতে পারেনি কিছুই শুধুই নিয়েছে, তাকে মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধর্ম বলে মেনেছে! যদিও তাদের বদ্ধ দুয়ারে ইসলামের করাঘাত তারা শুনেছে। এবং আজও জ্ঞান বিজ্ঞানে এত উন্নতি করেও তারা খ্রীষ্টবাদ অর্থাৎ খ্রীষ্টের ত্রানকর্তা হবার মতবাদ; ত্রিত্ববাদ-তিন খোদার মতবাদ; প্রায়শ্চিত্তবাদ অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্ট শুলে চড়ে জীবন দিয়ে জগতের সকল মানুষের জন্য অগ্রিম প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন--এসবে আস্থা রাখেন। চিন্তা করেন না, এসব কথা যুক্তি আর বিবেক সম্মত কি না? মৌলবাদ যদি হয় মিথ্যে-কোন মতবাদে লটকে থাকা, তাহলে খ্রীষ্টানরা আজও জগতে শ্রেষ্ঠ মৌলবাদী। এ যদি হয়, যত মিথ্যে তত এ মৌলবাদের গভীরতা, তাহলে হিন্দু ধর্ম অবশ্য হবে শ্রেষ্ঠতর। এসব থেকে আমরা এটুকু বুঝতে পারি মানুষ আসলেই কত স্বল্পবুদ্ধি! তবু মানুষের অহংকার ঘোচেনা! কিন্তু ইউরোপীয়েরা তাদের গীর্জা ধর্মের অন্ধত্ব ও এ মৌলবাদিতাকে আজ গালাগাল করে না। আজ তাদের দৃষ্টি শুধু মুসলিম দেশগুলির দিকে।

গীর্জা তাদের মৌলবাদিত্ব ঘুচাবার জন্যে বেকায়দায় পড়ে বার বার তাদের বাইবেল বদলিয়েছে, অনেক মতবাদ পাল্টিয়েছে। আজও তারা বাইবেল নিয়ে বেকায়দায় আছে, তবে নীতি বদলাতে তাদের সময় লাগে না; যেমন লাগে না হিন্দুদের, কমূনিষ্টদের। মৌল বা মূলবিহীন ধর্ম মতবাদের বড় সুবিধে এখানেই।

এ ইউরোপীয়েরা যেদিন মুসলমানদের সংগে যুদ্ধ সংঘাতে লিপ্ত হলো, দেখল, ধর্মের স্থান তাদের জীবনে সকলের উর্ধ্বে, ধর্মের প্রতি তাদের এক জিহাদী প্রেরণা, ধর্মের জন্য জীবন দিতে তারা পিছপা হয় না। পৃথিবীর

www.pathagar.com

যেখানেই তারা গেছে মুসলমানদের মধ্যে তারা এই কঠোরতা লক্ষ্য করেছে। তার কারণ ইসলাম মানুষকে এমন কিছু দেয় যার সামনে এ পৃথিবীর জীবন ধন ঐশ্বর্য সকলি তুচ্ছ হয়ে যায়। এ বিশ্বাসের জন্য বিশ্বাসী হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

মনগড়া মিথ্যা আর গোঁজামিলের উপরে প্রতিষ্ঠিত অন্য কোন ধর্মের এ বৈশিষ্ট নেই'। তাই তা মানুষকে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের প্রেরণা দিতে পারেনা। অন্যান্য ধর্মের মানুষেরা কল্পনার সাহায্যে যা করে, কল্পনার সুতা ছিড়ে গেলেই নফ্সের উপর আছড়ে পড়ে। তবে একেবারে সাধারণের কথা চিরদিনই আলাদা, তারা চলে চতুর সমাজ কৌশলীদের তালে। এরা ভাল হলে সাধারণের জীবনেও তার শুভ ফল ফলে। আর রাজ্য চলে রাজার চালে। রাজা ভাল হলে প্রজারাও সেই পথ ধরে। আজকের এদেশের বিপর্যস্ত হাল নয় কি তা রাজারই সৃষ্টি? তাই ইসলামের ভাবনা আপামর গণমানুষকে নিয়ে। তাদের মুক্তির জন্যই ইসলাম। তাই কোরআনে তাদেরই কথা। তাদেরই জাগণের কথা। তাই ঘোষণা–বিদ্যার্জন প্রতিটি মুসলিম নর–নারীর জন্য ফরজ। বিজ্ঞানের সাধনা জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত।

এরই ফলে, মতলব হাসিলের সহজ শিকার হয়না বলেই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলমানদেরকে গোড়া, ধর্মান্ধ মৌলবাদী ইত্যাদি বলে গালাগালি করেছে। যদিও কোন মিথ্যাকে আঁকড়ে থাকবার মত গোড়ামি, ধর্মন্ধতা, মৌলবাদিতা ইসলামে নেই। ইসলাম তার মধ্যে সংহত করেছে জগতের সকল মৌলিক সত্যের উপাদান, যার Root বা গোড়া আছে, শক্তিশালী Foundation Ground-work বা ভিত্তি আছে, তাই মৌলিকত্ব আছে। যে কোন সত্যের এ গুণ থাকতেই হবে। যেমন 'সব মানুষ একই আদম হাওয়ার সন্তান, তাই সাদা কালো, উঁচু নীচু কোন ভেদাভেদ নেই।' ইসলামের এ মতবাদ শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। জগতের বহু দেশ বহু মানুষ এ মৌলসত্যের বিরোধীতা করেছে, সভ্যতার চাকাকে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছে পেছন দিকে, পারেনি। আর জগত ধীরে ধীরে হলেও এ মৌলিক সত্যের দিকেই ফিরে আসছে। ইসলামের এ বিস্ময়কর বৈশিষ্ট দেখেই কাফের মুশরেকরা ভিমড়ি খেয়েছে; ধর্মান্ধ, মৌলবাদী কখনও বা উগ্রবাদী ইত্যাদি গালাগালিতে মনের ঝাল মিটিয়েছে, নিজেদের হীনমন্যতা ঢাকার চেষ্টা করেছে। তাতে মুসলমানদের কিছুই যায় আসেনা, যদি তারা বুঝতে পারে কাফেরদের মতলব। ও কাফের খ্রীষ্টানদের ধর্মে গোড়া বা মৌলিকত্ব কিছুই ছিল না বলে, তারা তাকে জীবন থেকে উপড়ে ফেলতে পেরেছে। তাই,

www.pathagar.com

অতঃপর গীর্জা নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শোষকের ভূমিকা থেকে সেবকের ভূমিকা গ্রহণ করে শেষ রক্ষা করেছে। সত্যের ধারণা ইউরোপের কাছে ছিল না বলে, মিথ্যা ধর্মকে তারা উপড়ে ফেললেও জীবনের আঙিনা থেকে অপসারণ করতে পারেনি। তাই শেষতঃ গীর্জার আপোষ রফায় তারা রাজি হয়, আর গীর্জাকে টিকিয়ে দেয়। এ খ্রীষ্টানরা ভাবে এ মুসলমানরা তাদের দেশে এমনটি করছে না কেন? তারা বুঝতে চাইছে না, যে খ্রীষ্টধর্ম তাদেরকে দীর্ঘ দেড় হাজার বছর শৃংখলিত করে রেখেছিল, তা ধর্ম ছিল না। আজও গীর্জা যে ধর্মের প্রহসন চালিয়ে যাচ্ছে তাও ধর্ম নয়। বৃথা যাবে তাদের সব জ্ঞান বিজ্ঞানের আয়োজন। এ জন্য যে, যে জ্ঞান বিজ্ঞান তাদেরকে সত্যে উপণীত করার কথা ছিল, গীর্জার চক্রান্তে আজও তারা তা পারছে না। তারাও কোরআন পঁড়ছে। এই কোরআন সম্পর্কে তাদের দেশের বহু জ্ঞানী পন্ডিতরাও সাক্ষ্য দিচ্ছে, তবুও সত্যকে কবুল করার জন্য তারা তাদের মনকে প্রস্তুত করতে পারছে না। এই যে আত্ম-অহংকারের সংকীর্ণতা, মানুষ এখানেই হারে বেশী, তাই ব্যর্থ হয় জীবনে। চক্রান্তকারীদের হাতে গড়া ধর্ম নামের সব অধর্মেরই কাজ এক, মানুষকে এভাবে অন্ধ করে ফেলা। অন্যদিকে খোদার দ্বীন, ইসলামের কাজ মানুষকে আলোর দিকে টেনে নেয়া, তার অন্তরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে দেয়া। মানুষকে সকল গায়রুল্লাহর শৃঙ্খল হতে মুক্ত করে আল্লাহর দেয়া খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করা। তাই ইসলামের পতন অধঃপতন আর তজ্জনিত কি ধর্মান্ধতা, কি মৌলবাদিতা; কাফেররা যে শব্দ দিয়েই তাকে চিহ্নিত করুক, তা ইসলামের নিজস্ব প্রকৃতিগত কারণে নয়; তার জন্য দায়ী মুসলমান নামের ঐ মানুষ গুলি, যারা তাকে জীবনে আচরণ করেনি, যারা তা বর্জন করেছে, বিজাতি সংস্কৃতিতে আবিষ্ট হয়ে ভোগ বিলাসকে সামগ্রিক জীবনের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। আলেম নামের মানুষগুলি যারা নিজেদেরকে নায়েবে রসূল অর্থাৎ রসূলের প্রতিনিধি বলে জাহির করতে দারুন গরজবোধ করেন, তারা এলেমের পথ পরিত্যাগ করে ফতোয়াবাজী আর নানা প্রকার কুফরীতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইহুদী খ্রীষ্টান পুরোহিত পাদ্রীদের মত বাড়াবাড়ি করে ইসলামকে বদনামের ভাগী করেছে। কারণ কাফেররা ভেবেছে পাদ্রী পুরোহিতদের মত এরাও বুঝি ধর্মের সোল এজেন্ট। কিন্তু ইসলামে যে সে সিষ্টেম বা প্রথা নেই তা তারা জ্ঞাত হতে পারেনি। এ তথাকথিত আলেমরা সত্যিই মুসলমানদেরকে একেবারে জবাই করে দিয়েছে, ফেতনা ফাসাদের স্রোতে। গীর্জার চক্রান্তে ইউরোপের লোকেরা পড়ল না কোরআন, পড়লেও গীর্জার আরোপিত ভুল

www.pathagar.com

ব্যাখ্যার কারণে জানতে পারল না সত্য। আর ভাবল, মুসলমানরা ধর্মান্ধ। কোন মুসলমান অজ্ঞানতার কারণে অন্ধ হতে পারে কিন্তু ধর্মান্ধ সে কখনই নয়। খ্রীষ্টান ধর্ম তাদের দেশের মানুষকে সত্যিই অন্ধ বানিয়েছিল। কারণ মানুষের অন্ধত্ব ছাড়া মিথ্যে ধর্মেরা টিকবে কেমন করে? তাই রাজা আর গীর্জা মিলে মানুষকে চোখ খুলতে দেয়নি। অন্যদিকে ইসলামের হুকুম; সকল অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের, সে রাজা হোক আর পাদ্রী, পুরোহিত যেই হোক। শত শত এমন কি হাজার হাজার বছর ধরে খ্রীষ্ট ধর্ম হিন্দুদের 'সনাতন' পৌত্তলিক ধর্ম, মানুষের স্বাধীনতা, স্বাধিকার মুক্তচিন্তা আর জ্ঞান বিজ্ঞানের কণ্ঠরোধ করেছে। অন্যদিকে দ্বীন ইসলাম মানুষের জীবনে খোদা প্রদত্ত এসব অধিকারকে নিশ্চিৎ করতে যুগে যুগে বিপ্লবের ডাক দিয়েছে। সকল পৌত্তলিক ধর্ম চিরকাল চিরদিন মানুষকে তাদের কল্পিত মিথ্যে দেবতা-দেবীর পায়ে নৈবেদ্য দিয়েছে, আর ইসলাম ঘোষণা করেছে, এ বিশ্বে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি, আসমানে ও জমীনে না কিছু আছে আল্লাহ মানুষেরই অধীন করে দিয়েছেন এবং জ্ঞানই জীবনের শ্রেষ্ঠতম ঐশ্বর্য। ধর্মে ধর্মে একি ব্যবধান! তারপরেও যখন প্রগতিশীল বুদ্ধিবানেরা সব ধর্মকে একাকার করে দেখেন, একই দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করেন, ধর্ম বলতেই প্রতিক্রিয়াশীল জ্ঞান করেন, তখন তাদের জ্ঞানের বহর দেখে সত্যিই দুঃখ হয়। তখন তাদের জন্য আল-কোরআনের এ উক্তি যথার্থ হয়ে উঠে "সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অত্যাচারী কে আছে, যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বানাইয়া লইয়াছে, অথবা সত্যকে মিথ্যা জানিয়াছে যখন উহা তাহার নিকট পৌছিয়াছিল" সূরা আনকাবুতঃ ৬৮)। আমরা এদের জন্যই কি আল্লাহর ঘোষণা--"তুমি কি দেখিয়াছ' যে ব্যক্তি আপন ইচ্ছাকে মাবুদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তখন তুমি কি তাহার কাজের ভার লইতে পার? তুমি কি মনে কর তাহাদের অনেকে শুনে বা বুঝে? তাহারা তো পশুর সমান বরং তাহারা অধিক পথভ্রষ্ট" (সূরা ফোরক্বানঃ ৪৩, ৪৪)

কার্ল মার্কস থেকে শুরু করে পৃথিবীর অনেক বড় বড় পন্ডিত আর বুদ্ধিজীবীরা পৃথিবীর ধর্ম সমূহকে এভাবেই বিচার করেছে এখনও করছে। ধর্মকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলেছে'আফিম' বলেছে। দুঃখ হয় তাদের জন্য, তারা একথাটি জানতে পারেনি সত্য ধর্মের রঙ চরিত্র কি এবং তা কোনটি? এক আল্লাহর রাজ্যে কয়টি ধর্ম বা দ্বীন থাকতে পারে, থাকা উচিৎ, তাও তারা চিন্তা করেনি। আফসোস ইউরোপের জন্য, যারা আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত করল, গীর্জার চক্রান্ত আর অন্যায়ের কাছে অবশেষে মাথা নত করেই দিল।

www.pathagar.com

শত শত বছর মুসলমানদের সংগে বাস করে, তাদের সংগে লেনদেন করেও ইসলামকে জানতে পারল না, ইসলাম কবুল করলনা। যদিও শত বিকৃতির মধ্যেও বাইবেলে আজও এ নির্দেশ বিদ্যমান যে, যখন শান্তিদূত পবিত্র আত্মা (আখেরী নবী মুহাম্মদ (সাঃ)) তাদের সহায় ও শিক্ষক হয়ে আসবেন, তারা তাঁর উপর ঈমান আনবে' (দেখুন বাইবেল/যোহান--১৪ঃ২৬, ৩০; ১৫ঃ ২৬; ১৬ঃ ১-১৬)। কিন্তু ইহুদী বা খ্রীষ্টানগণ এ নির্দেশ আজও কার্যকরী করেনি বরং গীর্জা এর বিরুদ্ধে নানা রকম চক্রান্তমূলক ব্যাখ্যা দিয়ে আজও মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এভাবেই তারা ইসলাম ও তাদের কিতাবীভাই মুসলমানদেরকে দূরে ঠেলে দিল। হযরত ঈসা নবীও (আঃ) তাদেরকে মুসলমান হতেই বলেছিল, খ্রীষ্টান হতে নয়। তিনি আল্লাহর বান্দা ছিলেন, পুত্র নহেন। Christ বা ত্রানকর্তাও ছিলেন না। তিনি তেমন দাবী কখনও করেননি। আল-কোরআনের ঘোষণা-"নিশ্চয় তাহারা কাফেরী করে যারা বলে যে, মরিয়মের পুত্র মসীহ্ আল্লাহ" (মায়েদাঃ১৭)। ইহুদী খ্রীষ্টানরা সেই ইসলামকেই প্রত্যাখ্যান করল যদি ও তা আমাদের ও তাদের জাতির পিতা ইব্রাহীমের (আঃ) ধর্ম। প্রথম থেকে আল্লাহই আমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন এবং শেষ কিতাব আল-কোরআনেও রেখেছেন (হজ্জঃ ৭৮)। আল্লাহর ঘোষণা "তিনি তোমাদের জন্য ধর্ম সম্পর্কে তাই নির্ধারিত করেছেন, যা নূহকে হুকুম করেছিলেন এবং আমি তোমার নিকট যা ওহী যোগে পাঠিয়েছি এবং ইব্রাহীম ও মূসা এবং ঈসাকে যা হুকুম করেছিলাম তা এই যে, তোমরা সত্য ধর্মকে কায়েম রাখ এবং দলাদলি করে ধর্মে বিরোধের সৃষ্টি করো না" (সূরা শুরাঃ ১৩) তবু ইহুদী নাছারারা দলাদলি করল, ধর্মে বিরোধ সৃষ্টি করল। এক ইব্রাহীমের ধর্মে তিন ধর্মের পত্তন ঘটাল। প্রতিক্রিয়াশীলতার এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করল। আর আজ এদেরই কাছে মুসলমানরা প্রতিক্রিয়াশীল। কথায় বলে, গরীব আর দুর্বলের ধর্ম নেই যেমন নেই অজ্ঞান ধনীদের। আমি মনে করি কথাটা ঠিক না হলেও একেবারে বেঠিকও নয়। ধনীর অর্থ যেমন তাদেরকে পাপের পথে প্রধাবিত করে, অক্ষম অসহায় গরীবের পক্ষেও ধর্ম রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। কলেমা তাইয়েবার দীক্ষায় যে মুসলমান উচ্চ করে শির, গরীব তাকে কেমন করে ধরে রাখবে? সে তো অভাবের তাড়নায় সে শির যথাতথা নত করে দিবে। প্রসঙ্গটা এজন্য ইহুদী খ্রীষ্টানদের শক্তি, আর আমাদের গরিবী হাল ও দুর্বলতাই আমাদেরকে নুইয়ে দিয়েছে, না-হক গালির ভাগী করেছে আর ইহুদী নাছারাদের এত ঔদ্বত্য বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদেরকে গরীব করে রাখার কোন ইচ্ছে আল্লাহর ছিল না বা নেই। তাঁর ওয়াদা

www.pathagar.com

ছিল--"যাহারা তোমাদের মধ্যে ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম করিতেছে যে, নিশ্চয়ই তিনি তাহাদিগকে অবশ্যই দুনিয়ার অধিকারী করিবেন যেমন করিয়াছিলেন যাহারা তাহাদের পূর্বে গত হইয়াছে তাহাদের এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহাদের ধর্ম, যে ধর্ম তিনি তাহাদের জন্য নিজ কৃপাগুণে মনোনীত করিয়াছেন ও তাহাদের অবস্থা ভয় হইতে শান্তিতে পরিবর্তন করিয়া দিবেন" (সূরা নুরঃ ৫৫)। এ কথা থেকে এ সত্য প্রমাণিত হয় আজকের মুসলমান ঈমান ও সৎকর্ম উভয় হারিয়েছে তাই তারা অধিকারীর অবস্থা থেকে অধিকৃতে নেমে গেছে জীবনের সর্বত্র। খ্রীষ্টান ইহুদীরা কর্মের জোরে হলেও সে স্থান দখল করেছে। কারণ শুধু কর্মীদের জন্যেও আল্লাহ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। দেখুন--২৯ঃ৫৮; ৩৭ঃ৬০; ৩৯ঃ৭৪; ৪৭ঃ১২; ৫০ঃ৩১)। তাই ইহুদী খ্রীষ্টানেরা ঈমানহীন হয়েও তাদের কর্মের বদলে দুনিয়ার অধিকার অর্জন করেছেন। এ শক্তির বলেই তারা মুসলমানদেরকে গোড়া, ধর্মান্ধ মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি গালি দেবার শক্তি অর্জন করেছে। আর লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে মুসলমান সকলি হজম করছে। আজ তাদের দৃষ্টিতে ধর্ম ত্যাগ করতে পারাটাই প্রগতিশীলতার লক্ষণ। তাইত তাদের এ দেশী উম্মৎরা তা করার জন্য প্রাণপণ কোশেষ করছে। অনেকেই ছেড়ে দিয়েছে, অনেকেই ছাড়ি ছাড়ি করছে। খ্রীষ্টানেরা কল্পিত খ্রীষ্টের নামে পরিকল্পিত খ্রীষ্ট ধর্মটি ত্যাগ করতে পেরেছিল বা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল এজন্যে যে, বিজ্ঞানের নব নব আবিস্কারের সামনে একদিন সত্যিই তা অসহায় হয়ে পড়েছিল। ইসলামের ক্ষেত্রে তা কোথাও ঘটেনি। বরং ঘটেছে তার বিপরীত। ইসলাম জ্ঞান বিজ্ঞানকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। তারপর একদিন ভোগ বিলাসের কারণে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে যখন তারা পদাণত হয়ে গেল কাফেরের, কাফের তাদেরকে শিখাল ইবাদত শুধু নামাজ, রোজা ইত্যাদি, দুনিয়াবী কাজ-কাম ঈমানদারের জন্য এক ভ্রান্তি, গরীবরাই বেহেশতে যাবে সবার আগে, চোখের পলকে। পৃথিবীর সকল মুসলিম দেশেই কাফেররা মুসলমানদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে তেমন করেই তৈরী করল। তারই বিষফল আজও আমরা ভোগ করছি। কাফেররা বলল, ওহে মুসলমানেরা! ধর্মই তোমাদেরকে পেছনে ফেলেছে। আমাদের মত তোমরাও ধর্মকে ত্যাগ কর; এগোতে পারবে।' কাফের প্রেমিক বহু মুসলমানরাই তা বিশ্বাস করেছে, দুর্বল ঈমানদাররাও করছে। যদিও তারা একথাটি বুঝতে পারছে না যে, তাদের কপালে এই যে, দুর্দশা লেগেছে, তা তারা না খ্রীষ্টান, না ইহুদী, না মুসলমান, এজন্যে। তাই তার ডানে বামে অন্য কোন যাত্রা সিদ্ধ হচ্ছে না, তরী কূলে ভিড়ছে না।

www.pathagar.com

খ্রীষ্টানেরা কিন্তু অবশেষে তাদের ধর্মকে পরিত্যাগ করেছে কর্মে এবং বিশ্বাসেও কিন্তু অহংকার থেকে নয়। তা হলো খ্রীষ্ট ধর্ম হোক মিথ্যে, তাই বলে তারা অন্যের ধর্ম কবুল করতে পারেন না! এ যে এক লজ্জার ব্যাপার! কিন্তু প্রগতিশীল মন এ কথাটি মেনে নিতে পারছে না, সত্য কারো একার অর্জন নয় এবং একার অধিকারও নয়। আল্লাহ যেমন সকলের, তার পৃথিবীটাও সকলের এবং সকলের জন্যই তাঁর দীন-বিধান। এ কোন বিশেষ দেশ জাতি গোত্রের গোষ্ঠীগত সম্পত্তি নয়। তারা খতম করেছে ইউরোপের ইসলাম প্রয়াস, বৈজ্ঞানিক নিউটন পর্যন্ত চলমান একত্ববাদী আন্দোলন, ব্যর্থ করে দিয়েছে বীর নেপোলিয়নের স্বপ্ন ইসলামকে ইউরোপে বিজয়ী করার। তাই সবে মিলে তারা নেপোলিয়নকে পরাজিত করে দ্বীপ সেন্টহেলেনাতে নির্বাসিত করে। ইউরোপের ত্রিমূর্তিবাদ (Trinity) বিরোধী একত্ববাদী আন্দোলনের মনীষীরা খ্রীষ্টধর্মের অসারতা প্রমাণ করে ঈসা (আঃ) কে আল-কোরআনের সত্যের উপর দাঁড় করেছিলেন, গীর্জার চক্রান্ত তাকেও ব্যর্থ করে দিয়েছে। তাই ইউরোপীয় জীবনে আজ অভিশপ্ত শয়তানের রাজত্ব। তাই জ্ঞান বিজ্ঞান তাদেরকে খোদামুখী না করে খোদাদ্রোহী করেছে।

এ ইউরোপীয় শক্তি তাদের রেঁনেসার দিনে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আধিপত্যের নেশায় তারা দুর্বল মুসলিম দেশগুলিতেও আঘাত হানে। দখল করে নেয় একে একে রাজ ক্ষমতা। মুসলমানরা তাদেরকে প্রতিরোধ করে; যেমন করেনি অন্য কেউ। কারণ পরাধীনতার কোন স্থান ইসলামী সংজ্ঞায় নেই। 'মুসলমান' নামেই পরাধীনতার কোন স্থান নেই। মুসলমান আল্লাহর অনুগত, অন্যের, বিশেষ করে কোন আল্লাহদ্রোহীর অনুগত হবার তাদের জীবনে কোন অবকাশই নেই। যখন এ অবকাশ তৈরী হয় তখন তারা আর মুসলমান থাকতে পারে না। এ জন্যেই ইউরোপীয়েরা যখন মুসলমান দেশগুলিতে গেছে, দেখেছে তারা বিনা প্রতিরোধে ঘাড় নুইয়ে দেয়না, মেনেও নেয়না। মুসলমানদের এ কাজকে তারা গোড়া ধর্মান্ধদের বাড়াবাড়ি বলে চিহ্নিত করেছে।

তারা, অনুমিত হয়, এ কথাটি ভাবেনি, বুঝতে পারেনি, তারা ইউরোপে যে খ্রীষ্টবাদকে মৌলবাদ বলে অভিহিত করেছিল তা কি সত্যিই মৌলিক কোন মতবাদ ছিল, কিনা! মৌলিক হলে তা কখনও বিজ্ঞানের সংগে সংঘাত সৃষ্টি করতো না। বিজ্ঞান জাগতিক সত্য সমূহের মৌলিক সূত্র সমূহকেই উন্মুক্ত করে, আবিষ্কার করে। এ যেন এক উদ্ভট পরিহাস। যা মৌলিক নয় তাকেই মৌলবাদ বলার অভিলাস। তাই গোড়াতেই গলদ। শুরুতেই গৌজামিল। এ দ্বারা

www.pathagar.com

বরং জগতের সকল মৌলগুণ, মৌল বস্তু, মৌল সত্তাকে পরিহাস করা হচ্ছে। মাঝখানে আমরাও পরিহাসিত হচ্ছে। ঐ বুদ্দু মৌলবাদ-বিরোধীদের সংগে পড়ে তাই অতি চালাক প্রগতি বাদীরাও হাবুডুবু খাচ্ছে! খেই হারিয়ে ফেলেছে মৌল-অমৌলের সীমানা নির্ধারণে।

বিশ্ব-নবীর ওফাতের (৬৩২ খ্রীঃ) পর মাত্র আশি বছরের মধ্যে ইসলাম সমকালীন জ্ঞাত পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী অঞ্চলের উপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করে। বাগদাদ বিশ্ব সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। দেশে দেশে ইসলামের বিজয় অভিযান ও রাজ্যবিস্তৃতি শুধু সেসব দেশের সম্পদকেই তাদের হস্তগত করে না, ইসলামী শরীয়ত বিরোধী বহু বিজাতীয় রীতিনীতিও মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়ে। এসবের কিছু মুসলমানদের জীবনে স্থায়ী আসন লাভ করে। এ ছাড়া নতুন মুসলমানরা তাদের পৈত্রিক, ইসলাম বিরুদ্ধ কিছু রীতিনীতিও মুসলিম সমাজে প্রচলন করে। এ সবই ইসলামের অন্তর সত্তাকে দুর্বল করতে থাকে। এসবের বিরুদ্ধে প্রথম যিনি সংস্কারের হাত নিয়ে দন্ডায়মান হন তিনি ইবনে তাইমিয়া (৬৬১ হিঃ/১২৬৩খ্রীঃ--৭২৮ হিঃ/ ১৩২৮ খ্রীঃ)। অতঃপর আঠারো শতকে (১১১৫-১২০১ হিঃ/ ১৭০৩--১৭৮৭) মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব আরবের নজদ প্রদেশের উয়াইনা অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন। নাম তার মুহাম্মদ পিতার নাম আব্দুল ওয়াহাব। ইংরেজরা তার রচিত আন্দোলনকে মসীবৃত করার জন্যে তার পিতার নাম ব্যবহার করে। কারণ ওয়াহাবী আন্দোলন না বলে মোহাম্মদী আন্দোলন বললে তা ইসলামকে চিহ্নিত করে আর এ ক্ষেত্রে সকল মুসলমানের কাছে তার বদনামীকে হয়ত গ্রহণযোগ্য করা সম্ভব হতো না। ইসলামের দুশমন চক্রান্তকারীরা যখন ডালে ডালে, পাতায় পাতায় হাটে আমরা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াই তাদেরই ঘাটে ঘাটে। যাক, এক বিস্ময়কর দক্ষতার সংগে তিনি এক মহান ইসলামী আন্দোলন গড়ে তোলেন। যার মূল লক্ষ্য ছিল, ইসলামকে অনেক বিকৃতির হাত থেকে উদ্ধার করে তার সঠিক রঙে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই বহু শিরক বিদআতের, কুসংস্কারের প্রবর্তক সমর্থকেরা, কায়েমী স্বার্থবাদী পীর কেবলা হুজুর মোল্লারা তার উপর ক্ষেপে যায়। তবু তিনি সফল হন। সমস্ত আরব তার মতে দীক্ষা নেয়। তিনি সফল হন বলেই ইসলামের দুশমনেরা এ মহতি আন্দোলনকে ব্যর্থ করার অপচেষ্টায় লেগে যায়। ইউরোপীয়, বিশেষ করে ইংরেজরা তার কাজের বদনাম রটায়। নবীর (সাঃ) মাজারের অবমাননাকারী বলে তার বিরুদ্ধে জোর বদনাম রটায়। দুষ্ট চরিত্রের এক ইউরোপীয় লেখক নীরব তাকে পয়গম্বর বলেও প্রচারের

www.pathagar.com

চেষ্টা করে। ইউরোপীয়রাই প্রথমে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব ও তার অনুসারীদেরকে মৌলবাদী আখ্যায়িত করে। এটা তারা করে চার্চের মত তাদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্মান্ধ প্রগতি বিরোধী, চিহ্নিত করার জন্যে। ধর্মের জন্য যে কোন কাজকেই তারা তাই মনে করে। কারণ ধর্ম বলতে গীর্জা ধর্মের যে বিভীষিকাময় ছবি তাদের স্মৃতিপটে উদিত হয় তার সংগে আপোষ করা তাদের জন্য কঠিন ছিল। ইউরোপে ধর্মকে তারা ব্যক্তির ব্যক্তিগত পর্যায়ে নির্বাসিত করেছে; অন্যত্রও তারা সে দৃশ্যই দেখতে চেয়েছে। কিন্তু 'ওয়াহাবী আন্দোলন' সত্যিই ছিল ইসলামের মৌলিকত্বকে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ইসলামী সমাজে অনুপ্রবিষ্ট শিরক বিদআতকে উচ্ছেদের আন্দোলন। আহা! ইংরেজের চালে এ ওয়াহাবী কথাটি এদেশের মুসলিম সমাজে আজ প্রায় গালি হিসেবে প্রচলিত হয়েছে। আত্মবিস্মৃত আর কি হতভাগ্য বেয়াকুফ এ জাতি! আর কি বেয়াকুফ তাদের আলেম শ্রেণী। এরাই সুমহান ইসলামী সংস্কারের, আবদুল ওয়াহাব পুত্র মুহাম্মদের মতবাদকে, ওয়াহাবী ফেতনা বলে হৈ চৈ করে। এ বেকুফদের জন্যই ইসলাম আজ পরবাসী অর নিজ ঘরে।

এ মতবাদের (না, কোরআন বহির্ভূত এ কোন নতুন মতবাদ নয়) বিপ্লবী অভিমত ছিল "ধর্ম কোনও শ্রেণী বিশেষের অধিকার নয় কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা দেওয়াও ব্যক্তি বিশেষের একচেটিয়া নয়, কোন যুগ বিশেষের মধ্যেও সীমিত নয়। প্রত্যেক আলিম ও শিক্ষিত ব্যক্তির অধিকার আছে কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা দেওয়ার।" তিনি ছিলেন ইজতিহাদের সমর্থক। মূর্খ আলেমরা তকলিদের অর্গলে জ্ঞান গবেষণার যে দরজা করেছিল বন্ধ, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব তাকে খুলে দেন। শুধু ধর্মাচারের সংস্কারই নয়, একটি ঘুমিয়ে পড়া জাতিকে তিনি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাধ সাধল প্রতিক্রিয়াশীল তুর্কী সুলতান ও কায়েমী স্বার্থবাদী ধর্মব্যবসায়ী দল। তাই সফলতার শেষপ্রান্তে তিনি পৌঁছতে পারলেন না। তবুও তিনি বিফল হন নি। আজকের সৌদী সরকার তার আদর্শেই অনুপ্রাণীত, তাই ইসলামী শরীয়ৎ সেখানে যথেষ্ট রক্ষিত। এ আন্দোলনের আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়েই ইংরেজ দখলীকৃত এদেশেও ঘটেছে স্বাধীনতা স্বাধীকারের সংগ্রাম। ঐতিহাসিক ফকির বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তাঁর পুত্র দুদুমিয়ার আন্দোলন, সৈয়দ আহমদ ব্রেলবী, শাহ ইসমাইল শহীদ, শাহ এনায়েৎ আলী, বিলায়েৎ আলীর বিদ্রোহ, সীমান্ত অভিযান এ সকলি উষ্ণ, উত্তপ্ত হয়েছিল এ কথিত ' ওয়াহবী' আন্দোলনের অভিতাপে। সত্য ও ন্যায়ের এ জিহাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূর্খ আলেম মোল্লাদের জন্যে হয় বরবাদ। এদেরই কারণে,

www.pathagar.com

কালক্রমে, এ বঙ্গ দেশেও এ জেহাদীরা, ওহাবী, আহলে হাদীস, লা-মাজহাবী, মওয়াহেদ, গায়ের মুকাল্লেদ ইত্যাদি অপনামে চিহ্নিত হয়। এ তথাকথিত আলেমদেরকে কি ধর্মান্ধ বলব? না, তা হলে ধর্ম হবে সে অপবাদের ভাগীদার। অর্থাৎ ধর্ম মানুষকে অন্ধ করে। আগেই বলেছি, ইসলাম এসেছে মানুষকে অন্ধকার হতে মুক্তি দিতে। অন্ধ বানাতে নয়। আসলে ধর্মের জ্ঞান এদের ছিল না। অপরদিকে আল-কোরআন হতে সরাসরি অর্থ নিয়ে ইসলামের ঝান্ডাকে এ বিপ্লবীরা সমুন্নত করতে চেয়েছিলেন। তাই প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদেরকে মৌলবাদী বলে নিন্দিত করেছে। ইসলামী বিশ্বে মৌলবাদ কথার প্রথম আমদানী এখানেই হয়। 'ওয়াহাবীরাই' প্রথম এ গালির শিকার হয়।

তারপর মিশরের মহান ইসলামী আন্দোলন 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন' শহীদ হাসানুল বান্নার (১৯০৬--১৯৪৯ খ্রীঃ) নেতৃত্বে মিশরের ইসমাইলিয়া শহরে ১৯২৮ ইং সনে যার জন্ম; এ ভারতবর্ষ উপমহাদেশে 'জামায়াতে ইসলামী' সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর (১৯০৩--১৯৭৯ খ্রীঃ) নেতৃত্বে ১৯৪১ সনে পাঞ্জাবের পাঠানকোটে যার প্রতিষ্ঠা, যখন বেগবান হয়ে উঠে, সাম্রাজ্যবাদ শংকিত হয়। চিরদিনই তারা যে কোন ইসলামী আন্দোলনকে ভয় করে। এ হয়ত ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তির কারণেই যা হতে তারা ভীত। শিক্ষিত লোকেরা ইসলামের মৌলিক ভিত্তির উপর স্থাপিত এ আন্দোলন দু'টির প্রতি দারুন আকর্ষণ বোধ করে। ইসলামের যে মৌল চেতনার শূন্যতা এতদিন ইসলামী দুনিয়াকে আড়ষ্ট করে রেখেছিল তাতে এ আন্দোলন দু'টি প্রাণ সঞ্চার করে। তাদের বিপুল ইসলামী সাহিত্য ইসলামকে নতুন করে জগতের সামনে উন্মুক্ত করে। ইসলামের বিপ্লবী পয়গাম মিশর আর ভারত থেকে আবার পাখা মেলে। তাই প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীরা 'মৌলবাদ' 'মৌলবাদ' বলে চিৎকার শুরু করে। এটাই হয়ত স্বাভাবিক। হক আর বাতিলেই এটাই সম্পর্ক। মিথ্যা চিরদিন এভাবেই সত্যের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এ আন্দোলন দু'টি আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের বিপ্লবী বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে। তাই ইসলামের দুশমনরা নতুন করে শংকিত হয়ে পড়েছে। তারা মুসলমানদের দেশে দেশে চক্রান্তজাল বিস্তার করেছে। ধর্মের বাধনমুক্ত হয়ে যারা জীবনটাকে অবাধ ভোগ করতে চায়, আর তাই যাদের কাছে পাশ্চাত্য আদর্শ স্থানীয়, প্রগতির সহায়, তাদের কাছে পাশ্চাত্যের মৌলবাদ বিরোধী এ তৎপরতা সাড়া জাগায়। তাই এ দেশেও আজ সর্বত্র দেখা যাচ্ছে মৌলবাদী জুজুর ভয়। এ ভয় ওখানেই, মৌলবাদ কায়েম হয়ে গেলে লুটপাট ব্যাভিচার অবৈধ সম্পদের মালিকানা যদি পাকড়াও হয়।

www.pathagar.com

এ যেন এক নতুন ধর্মবাদ। মূর্খরা একে তাই প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। তাই তাদের কাছে ওটা ওহাবীবাদ, এটা মওদূদীবাদ। কি জঘন্য আর নোংরা এ অপবাদ! মুহাম্মদ ইবনে ওয়াহাব আর সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী বললেন খাঁটি ইসলামের কথা, আর চক্রান্তকারীদের কাছে তাই চিহ্নিত হল নতুন বাদ রূপে। কারণ একটিই অজ্ঞদেরকে বুঝান, এটা ইসলাম নয় মওদূদীবাদ, জ্ঞান বিজ্ঞান বিরোধী সেই পুরানো মৌলবাদ, যার সংগে তোমাদের ইসলামেরই সম্পর্ক নেই। অজ্ঞদের রাজ্যে এ চক্রান্তের বিপুল ফসল ফলেছে, তাই দিকে দিকে মৌলবাদ ঠেকাবার প্রতিবিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। এমন কি খোদ রাজা উজিররাও নেমে পড়েছে। ভয়টা তাদেরই বেশী। তবু এ অজ্ঞদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। সবচেয়ে দুঃখ হয় তাদের অপকীর্তির জন্য, যারা যুগে যুগে, বারে বারে ইসলামকে ভিতর থেকে আঘাত করেছে। যারা অহংকার করেছে আলেম নাম ধারণ করে আর ইসলামের গতিরোধ করেছে জালেমের তরিকায়। তাই বলি, সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি সত্যিকার ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার, যার ভিত্তি তৈরী হবে আল-কোরআনের ফর্মায়, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের কারখানায়। কিন্তু কে তা করবে? একটি ইসলামী সরকার না বর্তমান সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী গদীর উমেদার মৌলবাদ বিরোধীদের সর্দার? যিনি জোর করে ক্ষমতা দখল করেছেন, দেশ ও জাতির সংগে শুধু প্রতারণার খেলা খেলছেন। ইসলামের নামে ইসলামের পিঠে ছুরিকাঘাত করছেন।

(জ) কি সেই ইসলামী মৌলবাদ?

আমাদেরকে জানতে হবে ইসলামী মৌলবাদ কি? আমরা জানি মহাগ্রন্থ আল-কোরআন এ পৃথিবীতে একমাত্র ঐশীগ্রন্থ। যা আজও অবিকৃত বিদ্যমান। তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক যার প্রথম সংকলন হতে আমার আপনার ঘরে কোরআনের কপিতে একটি হরফ নক্তাও পরিবর্তন নেই। এ স্বীকৃতি শুধু আমাদেরই নয়, বিধর্মীদেরও। এ গ্রন্থের ঐশীবাণী হওয়া সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহর ঘোষণা--'যদি সমস্ত মানুষ ও জ্বিন জাতি এই উদ্দেশ্যে একত্র হয় যে, এইরূপ কোরআন তৈয়ার করিবে তথাপি তাহারা ইহার ন্যায় বানাইতে পারিবে না, যদিও তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে" (বনি-ইসরাইলঃ ৮৮; ইউনুছঃ ৩৭ঃ; হুদঃ ১৩ঃ তুরঃ ৩৪) আল্লাহর ঘোষণা দ্ব্যার্থহীন। আল্লাহ তা'য়ালা এই কোরআনকে নাজিল করেছেন সমস্ত

www.pathagar.com

মানবজাতির জন্য, জ্ঞানী, বিশ্বাসী, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীলদের জন্য, ন্যায় অন্যায়ের মিমাংসাকারী, সত্য মিথ্যার ব্যাখ্যাতা, এক চিরন্তণ মি'যান, উজ্জল আলো ও সহজ সরল কিতাব রূপে। মানুষের জন্য তিনি এই কিতাবে যে উপদেশ নির্দেশ নাজিল করেছেন, স্রষ্টা হিসাবে তিনি মানুষের স্বভাব প্রকৃতি, জীবনের প্রয়োজন অপ্রয়োজনের পরিপূর্ণ ধারণা থেকেই তা করেছেন। জীবনের জন্য যে মৌল প্রয়োজন আল্লাহ তা'য়ালা নির্ধারণ করেছেন সেই সৃষ্টির প্রথমে, তিনি ছাড়া তাকে বদলাবার ক্ষমতা আর কারো নেই। যে অনঢ় প্রাকৃতিক আইন কার্যকরী প্রতিটি জীবের জীবনে তা আল্লাহই ভাল জানেন। আর জানেন বলেই সে জীবনের জন্য স্থায়ী বা পরিবর্তনশীল যে কোন বিধান দিবার ক্ষমতা একমাত্র তিনিই রাখেন। মানুষের জীবনের জন্য সেই বিধান আল-কোরআন। যেখানে নির্ধারিত হয়েছে সত্য সমূহের মৌলিক উপাদান। আল্লাহ ছাড়া যাকে বদলাবার বা রদ করার ক্ষমতা কারো নেই। তিনি সেই সত্তা, যিনি সারেজাহানের মালিক স্রষ্টা, যাকে হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছেন, জ্ঞান শক্তিতে এবং দয়ায় ঘিরে রেখেছেন। কিছুই তাঁর অজানা নেই, কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাহিরে ঘটেনা। আর এক বিধিবদ্ধ আইন বা তাকদীর এ জগতকে নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করছে, সন্নিবিষ্ট করেছে। এ নিয়ম বিধান অলংঘনীয়। তাই সূর্য চাঁদকে ধরতে পারে না।, চাঁদও সূর্যের সীমানা অতিক্রম করতে পারেনা। সূর্য না ডুবলে রাত্রি আসেনা, রাত্রিও তার অন্ধকার লুকাতে পারে না, যদিও আকাশে উঠে লক্ষ তারা। আল-কোরআনের মাধ্যমে ইহকাল পরকালের জীবন জিন্দেগীর জন্য প্রয়োজন কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম বিধান আল্লাহ মানুষকে জ্ঞাত করেছেন, আর জ্ঞাত করেছেন ঐসব সত্য সমূহের যেগুলি মানুষের জন্য পালনীয় অনুসরণীয়। বিশ্ব সৃষ্টির পটভূমিতে যারা মূলভিত্তি; মৌলিক, জীবনের অভিক্রিয়ায়। যে মৌলনীতির কোনদিন পরিবর্তন হবে না। কোরআনের কথা--"তুমি কখনও আল্লাহর নিয়মের কোন পরিবর্তন পাইবে না এবং কখনও আল্লাহর রীতির অন্যথা পাইবেনা" (ফাতিরঃ ৪৩; ফাতহ্ঃ ২৩), যুগের প্রয়োজনে জীবনের যে প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠবে এ মূল-নীতিই দিয়েছে তাঁর জন্য কিয়াস, ইজমা ইজতিহাদ আর জ্ঞান গবেষণার স্বাধীনতা। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত Legal Framework বা নীতি কাঠামোর সীমানা এতই ব্যাপক আর উদার যে কিয়ামত পর্যন্ত তার পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন হবে না। এ মূলনীতি এতই Pragmatic বা প্রায়োগিক যে মানব জীবনকে কোথাও তা আটকে রাখবে না, থামিয়ে দিবেনা। কিন্তু তার ভুল বা বিরুদ্ধ প্রয়োগ সৃষ্টি জগতের শৃঙ্খলা বিনষ্ট করবে, জীবনে বিপর্যয় ঘটাবে। দু'একটি উদাহরণ এখানে অবশ্যই পেশ করা যায়।

www.pathagar.com

০ আল্লাহ এক অদ্বিতীয়, তিনি ছাড়া এ জগতে অন্য কোন উপাস্য প্রভু নেই। ক্ষণস্থায়ী মানুষ জীবনের অসহায়ত্ব প্রমাণ করে কারো প্রভু হবার কোন যোগ্যতা তার নেই। এ সত্যটি লংঘিত হবার ফলে জগতে কত জুলুম অত্যাচার হয়েছে, জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে. ইয়ত্তা নেই। নেই এ কথা সত্য, কারণ কোন মানুষের মৌলিক কোন ক্ষমতাই নেই।

০ জগতের সব সম্পদের মালিক আল্লাহ। সার্বভৌমত্ব শুধুই তাঁর একার।--এ মূলনীতিটি লংঘিত হবার ফলেই মানুষের উপর মানুষের দাপট সীমা ছাড়িয়েছে। মানুষের সার্বভৌমত্ব নেই, এ কথা সর্বাংশে সত্য-মানুষ মৌলিক কিছুই সৃষ্টি করেনা।

০ সব মানুষ একই আদম হাওয়ার সন্তান, তাই মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। একথা অস্বীকার করেই মানুষ মানুষকে দাস দাসীতে পরিণত করেছে। জগত সভ্যতার চাকা বার বার থামিয়ে দিয়েছে। আর অনেক বিপর্যয় সৃষ্টি করে, অনেক পানি ঘোলা করে মানুষ আজ স্বীকার করছে ব্যাপারটা আসলে তাই।

০ ঈমানদার সৎকর্মীদের জন্যই পুরস্কার।--মানুষের সমাজে যদি এ নীতি পালিত হত তবে ধরার ধূলায় স্বর্গ রচনা হত। তবে এ কথা ন্যায্য নহে, এ জগতে এ কথা বলার হিম্মৎ কার?

এ সত্য--সমূহকেই কোরআন মানুষকে জ্ঞাত করেছে। বিশ্ব প্রকৃতি আর জীবন, তাকে আল-কোরআন একই দ্বীনের বিধানে গ্রথিত করেছে, একাকার করেছে। মানুষের জন্য কোন অবকাশ নেই, এখানে হাত দিবার। মুসলমানদের জীবনের সকল আইন বিধানের উৎস এ কোরানিক মূলনীতি। তারা তাকে বদল করতে পারে না, পারে জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে রক্ষা করতে এবং তা করতেই তারা ওয়াদাবদ্ধ। ওয়াদাবদ্ধ এ কথাতে--নেই কোন মাবুদ আল্লাহ ছাড়া, ইবাদত শুধুই তাঁর। আজকের তথাকথিত মুসলমানের জীবনে এ সব মূলনীতির সঠিক প্রয়োগ নেই। তাই তারা সঠিক অর্থে না মৌলবাদী, না মিথ্যেবাদী। তাদের বিপদ এখানেই। তারা ঠকছে ইহকাল পরকাল সবখানেই। যে আল্লাহকে মানে না, সে মানে না কোন চিরস্থায়ী সত্যকে। তার এ সব মানার কোন দরকারও নেই। কেউ যদি মনে করে, জীবন, তার কোন আগা মাথা নেই, আগেও নেই পরেও নেই, হাওয়া থেকে পাওয়া তার এ অস্তিত্বের বল, সে দিয়াশালাইয়ের শলাকার মত শুধু এই মুহূর্তেই জ্বলতে এসেছে তার কি দরকার নীতি আর আইনের? তার জীবনে যদি মূলনীতি বলতে কিছু

www.pathagar.com

থাকে, যা তার জন্য মূল্য বহন করে তা তার স্বার্থ। বাকী সবই তার জন্য তামাশা। আজ মুসলমান নাম ধারি হয়েও বহু জনেই জীবন নিয়ে এ তামাশাতে লিপ্ত। "কোরআন ইহা মানুষের জন্য জ্ঞানের উপদেশ এবং মোমেনদের জন্য সৎপথপ্রদর্শক ও করুণাস্বরূপ" (৪৫ঃ২০)। " এবং সেই সকল লোকের জন্য রহমত ও হেদায়েত যাহারা ঈমান আনে (১৬ঃ৬৪)। একজন মুসলমানের জন্য এ অবশ্যই গর্বের যে, সে মৌলবাদী। সে অনুসরণ করে মৌলিক সত্য। অবশ্য অনুসরণ করাটাই বড় কথা, তবেই সে হবে সত্যিকার মৌলবাদী।

(ঝ) মুসলমানরা কি মৌলবাদী?

এটিই এ নিবন্ধের মূল জিজ্ঞাসা–মুসলমানরা কি সত্যিই মৌলবাদী। ইসলাম কি মৌলবাদকে সমর্থন করে? বিষয়কে একেবারে সহজ সংক্ষেপ করে দ্ব্যর্থহীনভাবে এ জবাব পেশ করা যায় যে, জগত জীবনের সকল মৌলসত্যের আরেক নাম ইসলাম। একমাত্র ইসলামই এ বিশ্বে আল্লাহর মনোনীত মৌলিক দ্বীন। যার বিধান কার্যকরী সৃষ্টি জগতের প্রতিটি অণুপরমাণু, ধূলিকণা হতে আসমান যমীন, সাগর, নদী, পাহাড়, পবর্ত, দৃশ্য অদৃশ্য সকল গুণ আর বস্তুতে। প্রত্যেকের জন্য আল্লাহর বিধান নির্দিষ্ট। আগুন, পানি, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, প্রত্যেকেই এ বিধান অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত বা আনুগত্য করছে, তাদের জন্য তাকদীর বা দ্বীনের বিধান কার্যকরী করছে। মানুষও এ প্রকৃতি জগতের একটি অংশ। তাই, তার জন্যও আছে তাকদীর, নির্দিষ্ট দ্বীন বিধান। একজন ব্যক্তি যতক্ষণ সে মুসলমান অর্থাৎ আল্লাহর অনুগত বলে দাবী করে ততক্ষণ তার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এ মৌলিক নিয়মসমূহ না মেনে কোন উপায় নেই। এ বিধান মেনেই তাকে মুসলমান হতে হবে। না মানলে সে আর মুসলমান থাকবে না। মানুষের জন্য এ দ্বীন বিধানের আগমন যে দিন হযরত আদম (আঃ) আর তাঁর সঙ্গিনী বিবি হাওয়াকে (রাঃ) আল্লাহ সৃষ্টি করলেন। তারপর নবুয়তের ধারায় সে দ্বীনের বিধান যুগে যুগে, দেশে দেশে, কওমে কওমে আবর্তিত হয়েছে। নবীরা মানুষকে শুধু মাত্র একটি দ্বীনের উপর কায়েম থাকতে বলেছেন--তা, ইসলাম। আল্লাহর আনুগত্যের জীবন বিধান। এ জগতে মানুষকে পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে দিয়েছেন জ্ঞান, বিবেকবুদ্ধি, বিচারক্ষমতা, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আর কর্ম ক্ষমতা। জ্বীন জাতিকেও দিয়েছেন এ জ্ঞান বুদ্ধি আর বিচার ক্ষমতা, ইচ্ছার স্বাধীনতা। যা অন্য কোন জীবে দেয়া হয়নি। তাই দেখি, জগতের অন্য কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই। যত, তা শুধু জ্বীন আর এই মানুষের জগতে। কিন্তু কেন এই

www.pathagar.com

বিশৃঙ্খলা? সৃষ্টি জগতের অন্য কোথাও নেই, কেন শুধু এই মানুষের জগতে? আল্লাহ যদি এই মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা না দিতেন, এত জ্ঞান বুদ্ধি না দিতেন আর বিবেক, বিচার-ক্ষমতা না দিতেন, তা হলে সেও অন্যান্য পশু পাখীর মত জীবনাচরণ করত, খেত, মারামারি করত, মরে যেত। তবে কি পৃথিবীর বুকে এ মানবসভ্যতা গড়ে উঠত? নিশ্চয়ই উঠত না। তাতে আল্লাহর আর মানুষেরই বা কি ক্ষতি হত। নিশ্চয়ই এও একটি মৌলিক প্রশ্ন। মৌলিক এজন্য, চিন্তার এটি একটি সহজ স্বাভাবিক গতি। এ আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর হয়ত আজও কেউ পায়নি। তবে তার জবাব আল্লাহই দিয়ে রেখেছেন অগ্রিম--"তিনি জীবন ও মরণকে সৃজন করিয়াছেন এই জন্য, যেন তোমাদের মধ্যে কে সৎকাজে সবচেয়ে ভাল তারা পরীক্ষা করিতে পারেন" (সূরা মুলকঃ ২)। আল্লাহ আমাদিগকে পরীক্ষা করবেন। কেন? কি তার উদ্দেশ্য? ইসলাম মানুষকে দিয়েছে এ সকল জীবন জিজ্ঞাসার সমাধান, তার পরিপূর্ণ জীবনের সন্ধান। আর এ পৃথিবীতে সে তার জীবনের বিকাশ ও আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত মূলনীতির অধীনে, জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক হিকমতের সাহায্যে, গবেষণা ইজতিহাদের মাধ্যমে, জীবনের নব নব সব জিজ্ঞাসা আর সমস্যার করবে সমাধান। তাই আল্লাহর তাকিদ "তাহারা কি চিন্তা করিয়া কোরআন বুঝিতে চায়না, তাঁহাদের মনের উপর কি মোহর মারিয়া তালা লাগান হইয়াছে যে, তাহারা উপদেশ মানে না" (সূরা মোহাম্মদ ঃ২৪)। আল্লাহর কথা--"আসমান সমূহ ও যমীনে যাহা কিছু আছে সমুদয় তিনি আপন কৃপাগুণে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়েছেন, নিশ্চয় ইহাতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে" (সূরা জাসিয়াঃ ১৩)। এ চিন্তা করার জ্ঞানবুদ্ধি বিবেককে কাজে লাগাবার তাকিদ আল্লাহ তা'য়ালা বহুবার বহুভাবে করেছেন। তাই মুসলমানকে জগতের মূলনীতির দিকেই ফিরে তাকাতে হবে, আল্লাহর রাজ্যে (এখানে মানুষের জীবনে) আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য।

(১) তাহলে তথাকথিত ইসলামী বা মুসলিম সমাজেও মৌলবাদের এত বিরোধিতা কেন?—

এটা সত্যিই বিস্ময়ের যখন একজন মুসলমানও বলে, ইসলামের মৌলবাদ-নেই, ইসলাম মৌলবাদকে সমর্থন করে না; তাই তাকে হটাতে হবে, প্রতিহত করতে হবে"। তার চেয়ে আরও বিস্ময়ের যখন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনে আসীন ব্যক্তিটিও বলেন, "মৌলবাদ ঠেকানোর জন্য ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম

www.pathagar.com

করা হয়েছে।" ইসলাম সম্পর্কে এতটুকু যাদের জ্ঞান তাদের দ্বারা দেশে ইসলাম কায়েম হবে এমন বিশ্বাস করা জ্ঞানের মৌলনীতির বিরোধী। বিধর্মীরা একথা বুঝে, মৌলবাদীরা ইসলামকে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে চায়, তারা ইসলামের বিজয় চায়, ইসলামকে উদ্ধার করতে চায় এই অবমানিত অবস্থা হতে, তাই তাকে রুখা দরকার, অন্যথায় তাদের দিন ফুরিয়ে যাবে। মৌলবাদীরা ইসলামকে বিকৃতির হাত থেকে উদ্ধার করে কোরআনের মৌলনীতির উপর প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগ্রাম করছে, তাতে তারা সফল হলে, তাদের (বিধর্মীদের) আধিপত্য খতম হয়ে যাবে। মুসলমানদেরকে তারা আর পদাণত রাখতে পারবে না। তাই ইসলামের নব জাগরণকে ঠেকাতে বিশ্বময় তারা একজোট। অন্য বিষয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ থাকলেও, ইসলাম বিরোধিতার কারণে তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কাফেরগণ পরস্পরের বন্ধু--এ কথা কোরআন চৌদ্দশত বছর আগেই ঘোষণা করেছে। আজ চতুর্দিকে আমরা তাই দেখছি--বলা চলে তারা ঐক্যবদ্ধভাবেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক অঘোষিতযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। কি হিন্দু ভারতে, খ্রীষ্টানদের দেশে আর সমাজতন্ত্রীদের দেশে মুসলমানরা একইভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। গণতান্ত্রিক অধিকার মুসলমানদের জন্য বরাদ্দ নেই--যদিও কাফেরগণ গণতন্ত্রের কথা বলে। হিন্দু ভারতে সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে, তাদের ধর্মীয় অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নেয়া হয়েছে, তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। এটা এ কারণে হচ্ছে, কাফেরদের জীবনে সুবিধাবাদ ছাড়া মৌলনীতি বা সত্যের কোন স্থান নেই। তাদের ধর্মগ্রন্থে কোথাও এ কথা নেই 'সব মানুষ সমান' কোথাও এ কথা নেই, সব মানুষের মালিক আল্লাহ, তাই বিচারের ভার তাঁরই হাতে, তোমাদের কাজ শুধু ধর্মের খবর তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া।' Abrogated বা বাতিল ঐশীগ্রন্থ তৌরাৎ, ইঞ্জিলে সত্য ছিল তবে তাকে ইহুদী খ্রীষ্টানেরা বহু বার বদল করেছে, বিকৃত করেছে। এ সবের পথ ধরেই এসেছে সর্বশেষে ঐশীগ্রন্থ আল-কোরআন, মানুষ জীবনের জন্য চূড়ান্ত বিধান। যাক, আল্লাহ কর্তৃক Abrogated বা বাতিল ঐশীগ্রন্থকে খ্রীষ্টানেরা জীবন থেকেও বাতিল করেছে; গীর্জার সংগে সংঘাতের মধ্য দিয়ে, অবশেষে ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্য দিয়ে। জীবনের সে শূণ্যস্থান দখল করেছে সুবিধাবাদ, ভোগবাদ, জড়বাদী বিজ্ঞানীদের বহু মিথ্যা আর গোঁজামিলপূর্ণ মতবাদ। আর এ অভিন্ন সুবিধাবাদের স্বার্থেই সকল কাফেরদের মধ্যে ঐক্য বিরাজ করে। তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে নির্যাতন করে এই ভয়ে যে, ইসলাম বিজয়ী হলে, তাদের এ

www.pathagar.com

অবৈধ সুবিধাবাদ বাতিল হয়ে যাবে। তা হলে নির্যাতিত হবার ভয়ে কি মানুষ--সত্য আর ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করবে না? আল্লাহর কথা 'ঈমানদারগণ যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, আর কাফের যুদ্ধ করে শয়তানের পথে।' ঈমানদার যুদ্ধ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আর কাফের যুদ্ধ করে নিজ নফ্সের জন্য। তাই ভোগ আর ভাগ কমতি হলেই নফস্ ব্যাকুল পেরেশান হয়, আর খাঁটি ঈমানদারের সামনে এ বিশাল পৃথিবীটাও তুচ্ছ জ্ঞান হয়। মৌলিকত্বের ধর্ম আর গুণ সেখানেই। যখন কোন ব্যক্তি সেই সত্যে উপণীত হয় তখন সত্যের জন্য জীবন দেয়।

এ সত্য উপলব্ধির অভাবেই বর্তমান কালের মুসলমানরা কাফেরের শত অত্যাচার সয়েও একজোট হয়ে জাগছে না। তারা বুঝাতে পারছে না, কাফেরদের ষড়যন্ত্র। তাই কাফেররা তাদেরকে 'মৌলবাদী' বলে কোণঠাসা করছে। আসলে দুর্বলের মুখে নীতি কথা শোভা পায় না, এবং তা সবলের কাছে উপহাসের বস্তুতে পরিণত হয়। সবলের দ্বারা তার বেইজ্জতি হয়। তাই দেখছি মুসলমানরা শুধুই আজ মৌলবাদী বলে উপহাসিত হচ্ছে তাই না, তাদের সাথে ইসলামও আজ কাফেরদের কাছে উপহাসের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। মুসলমানরা নিজে বেইজ্জতি হচ্ছে সেই সংগে বেইজ্জতি করছে তারা আল্লাহর দ্বীন বিধানকেও।

কাফেররা ইসলামের বিরোধীতা করছে। ইসলামকে মৌলবাদী বলে উপহাস করছে, তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ আর ইসলাম ভীতির কারণে। তথা কথিত মুসলমানের দাবীদারেরা করছে তাদের অজ্ঞতা মূর্খতা আর ব্যক্তিস্বার্থের কারণে। আর কিছু লোক এমন আছে তারা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছে ঠিকই কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান প্রশিক্ষণ পায়নি, তাই তারা, না মুসলমান, না হিন্দু, না খ্রীষ্টান। এরাই সাধারণতঃ সুবিধাবাদী। এরা ব্যাপকহারে সমাজতন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে, যদিও বদলায়নি পিতৃপ্রদত্ত মুসলমানি নাম। অনেকেই বদলেও নিয়েছে। যেহেতু জীবনের জৈব দিকটাকেই এরা বরণ করে নিয়েছে। তাই এদের কাছেও মৌলবাদ অসহ্য। ইসলাম ভীতি এদের কাছেও প্রবল। এরা সকলে মিলে আজ ইসলামের বিরুদ্ধে বলতে গেলে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বিশ্বময় এ যুদ্ধ চলছে। আমাদের দেশে তা ঘনীভূত হয়েছে শেখ মুজিব প্রণীত সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও বাংগালী জাতীয়তাবাদের কারণে। যদিও দেশবাসীর মতামত যাচাই করে তা করা যায় নি, আর দেশবাসী এসব ভ্রান্ত মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তবু তাদের অশরীরী প্রভাব, অজ্ঞ মূর্খ আর দুর্বল ঈমানদারদেরকে ঐ পথে টানছে। তাই চারদিকে

www.pathagar.com

চিৎকার মৌলবাদ ঠেকাও। এমনই এক নেত্রী মৌলবাদের কর্মীদেরকে নির্মূল করার জন্যে তার দলীয় নেতা কর্মীদের কাছে ফরমান জারী করেছেন। মনে হচ্ছে দেশটাকে তিনি তার পৈত্রিক সম্পত্তি ভাবেন। এরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে গণতন্ত্রকে নির্মূল করবেন তাতে কোন সন্দেহ আছে কি? ক্ষমতার মোহ আর অজ্ঞতা মানুষকে কত নীচে নামাতে পারে এ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেদিন ১০ই জুলাই সেই নেত্রী প্রেসক্লাবে বক্তৃতা দিয়েছেন, 'ইসলাম বিশ্বধর্ম। তাই তাকে রাষ্ট্রের গন্ডিতে আনা যায় না।' এই জ্ঞান নিয়ে যারা রাজনীতি করেন দেশকে তারা কোথায় নিয়ে যাবেন, ভেবে কূল কিনারা মিলে না। ইসলাম যদি বিশ্বের ধর্ম হতে পারে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের ধর্ম হতে পারে রাষ্ট্রের ধর্ম হতে পারবে না এ কোন যুক্তি? ইসলাম কোন রাষ্ট্রের ধর্ম হওয়ার অর্থ রাষ্ট্র সেই ধর্ম বিধান মোতাবেক রাষ্ট্রীয় কর্ম নির্বাহ করবে। ইসলাম যেহেতু এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান আর তা সকল ধর্মের লোককেই তাদের অধিকার দান করে, তাই যে দেশের শতকরা ৮৫ জন লোক মুসলমান, আর তারা চায় জীবনে ইসলাম কায়েম হোক, সেখানে সে দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হবে, তাতে বাধা কোথায়? আসলে এ নেত্রীরা যাদের মুখপাত্র হয়ে এদেশে রাজনীতি করে, একদিকে তাদেরকে খুশী করার জন্য, আর অন্য দিকে নিজেদের অজ্ঞতার জন্য এহেন আচরণ করে। শেখ মুজিব ঘোষিত রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি জনসমর্থিত ছিল না, তাই পচাঁত্তুরের ১৫ই আগষ্ট যখন এ চারনীতিকে হত্যা করা হয় দেশের আপামর জনতা তাকে সহর্ষে স্বাগত জানায়। কথিত চার মূল-নীতির কোন মূল ছিলনা, মূল হবার যোগ্যতা তাদের ছিল না, তবু তাকেই মুল বলে বাহাত্তুরের সংবিধানে অভিষেক করা হলো। আর তাই, তা জন্ম দিল, পঁচাত্তুরে এক ভীষণ প্রতিক্রিয়াশীলতার, বাকশাল নামে যার অভিমুক্তি ঘটে। এ প্রতিক্রিয়াশীলদের কাজ চিরদিন চিরকাল, সত্যের সংগে সংঘাত। তাই মৌলবাদ তাদের সহ্য হয় না। ধর্মনিরপেক্ষবাদের মাধ্যমে তারা প্রকারান্তরে ধর্মকে নির্বাসন দিতে চায়। 'ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নয়' এও আরেক অজ্ঞতা প্রসূত উক্তি। কারণ মুসলমানের জন্য ধর্মকে জীবন থেকে নিরপেক্ষ করার কোন অবকাশ নেই। মুসলমানের ধর্ম তাদের জীবনে, তাদের জ্ঞান, চিন্তা-চেতনা ও আর্থিক, কৃষ্টিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল কাজে সমুপস্থিত। আল্লাহর কথা-'তাবেদারী কর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের, বিচার কর তার বিধান মোতাবেক।' 'দাখিল হও দ্বীন ইসলামে পরিপূর্ণভাবে'। আধা কাফের-আধা মুসলমান হবার স্বেচ্ছাধিকার মুসলমানের জন্য নেই। তাই ইসলাম নিয়ে প্রগতিশীলদের (?) বড় অসুবিধে। ইসলাম একই

www.pathagar.com

সংগে মসজিদ আর মন্দিরের উদ্বোধন সমর্থন করেনা। একই শামিয়ানার তলে মিলাদ মাহফিল আর শিবের গাজন করে না। তাই ইসলাম নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীলদের বড় ভাবনা। তারা বুঝে পায়না মৌলবাদীদের একি বাড়াবাড়ি! তাদের জ্ঞানে ধরে না চৌদ্দশত বছর আগের লিখা কোরআন নিয়ে কেন তারা এত হৈ চৈ করে। তারা যদি এ কথাটি বুঝত, যা মৌলিক তা শাশ্বত চিরসত্য, তা হলে ব্যাপারটি সহজ হয়ে যেত। কিন্তু যাদের জীবনে মিথ্যের বেসাতি, তারা তা বুঝবে কেমনে, আর তা মানবেই বা কেন? মানুষ সেদিন ফেরেশতাদের সংগে জ্ঞানের প্রতিযোগিতায় জিতেই তাদের সিজদালাভ করেছিল, তবু সেই মানুষের মধ্যে কতই না মূর্খতা, গোমরাহি। আল্লাহ বলেন, "আচ্ছা দেখত, যদি এই কোরআন সত্য-সত্যই আল্লাহর নিকট হইতে আসিয়া থাকে, আর তারপর তোমরা উহাকে না মানিয়া থাক, তবে তাহার চেয়ে বেশী পথহারা আর কে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে ঘোরতর বিদ্রোহী হইয়া রহিয়াছে।" (সূরা হামীমঃ ৫২)। আল্লাহ মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন-"কোরআন ইহা মানুষের জন্য জ্ঞানের উপদেশ এবং মোমেনদের জন্য সত্য পথ প্রদর্শক ও করুণা স্বরূপ" (সূরা জাসিয়াঃ ২০)। মৌলবাদ বিরোধীরা আল্লাহর এ মৌলনীতির বই যদি খোলামন নিয়ে পাঠ করতেন তবেই না বুঝতে পারতেন, কেন মৌলবাদীরা কোরআন নিয়ে'বাড়াবাড়ি'করে। কিন্তু মৌলবাদ-বিরোধীরা প্রগতিশীল বলেই বোধ হয়, কোরআন পাঠ করে তা যাচাই করতে চান না। কোরআন মৌলবাদকে, মনি মুক্তার মত তার হৃদয়ে ধারণ করে। তারা যদি জানত ইসলাম কোন্ জিনিষের নাম, আল-কোরআনের জ্ঞান যদি তাদের মধ্যে থাকত, বা তারা যে বিশেষ জ্ঞানের জন্যে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, সে জ্ঞানও যদি তারা সঠিকভাবে অর্জন করত, তারা বুঝত, অহংকার মানুষকে মোটেই শোভা পায়না।

(২) শেষের কথা এটিই-

এ ইসলাম বিরোধীরা যে মিথ্যের উপর তাদের ঘর বানিয়েছে, তারা জানে মৌলবাদ তথা ইসলাম কায়েম হলে তাদের মিথ্যের বেসাতি অচল হয়ে পড়বে, শোষণ, লুণ্ঠন, ভোগ ব্যাভিচারের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই তারা সবে মিলে কোরাস ধরেছে মৌলবাদ ঠেকাও। আর এ কথা, আল্লাহর সেই কথারই প্রতিধ্বনি করে--'তুমি শুধু তাকেই পথ দেখাতে পার যে উপদেশ শুনে।' মৌলবাদ বিরোধীরা যদি একথাটি মানত কি সেই মৌলবাদ, তা যাচাই করে দেখার প্রয়োজন, তাহলে দেশটাতে এমন করে গড্ডালিকা প্রবাহ সৃষ্টি হতোনা।

www.pathagar.com

চতুর্দিকে মূর্খতার সয়লাব। সেদিন ৮ই জুলাই (১৯৮৮) চট্টগ্রাম মুসলিম হলে নেজামে ইসলাম পার্টির আহবায়ক তাদের কর্মীসম্মেলনে বললেন--'ইসলামে মৌলবাদ বা নব্যবাদ বলে কিছু নেই।' তার কথায় পুরানা মৌলবাদও নেই, নব্যবাদও নেই। তাহলে আছে কি? গীর্জা মন্দিরের অধিকারিকদের সংগে এ স্বঘোষিত মৌলা-প্রভুদের কতই না মিল! ইসলামে খ্রীষ্টবাদ নেই, দেববাদ নেই; মার্কসবাদ' মুজিববাদ কিছুই নেই, একথা সত্যি; কিন্তু মৌল-মৌলিক কোন বাদ-মতবাদ নেই তা তিনি বুঝলেন কেমনে? যা শাশ্বত চিরসত্য তাইতো মৌলিক। ইসলামে যদি তা না থাকে, তবে তা থাকবে কোথায়? এ মহাকাল মহাবিশ্বের মূলে আল্লাহর যে দীন (নিয়ম বিধান) কাজ করছে তা মৌল না হলে জগত টিকে আছে কেমনে? হাঁ এদেরই কারণে ইসলামের মৌলিকত্বও আজ মিথ্যেবাদী, বেঈমান, কাফেরদের কাছে উপহাসিত। এরা জ্ঞানের অভাবে ক্ষমা প্রার্থনার সুরে আত্মপক্ষ সমর্থন করে। তাই কাফেররা মৌলিকত্বের বিরোধীতা করতে এত দুঃসাহসী হয়েছে। ভাই আঁধারের জীবেরা বিভিন্ন অপনামে সূর্যকে ভ্রুকুটি করছে।

(ঞ) ইসলাম কি প্রগতি বিরোধী?

এ কথাটি জানতে হলে আগে জানতে হবে, প্রগতি কি? প্রগতি বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি-সামনের দিকে গতি। তার সংগে আরও যে কথাটি যুক্ত, তা হলো--সে কিসের গতি, আলোর না আঁধারের, সত্যের না মিথ্যের, সভ্যতার না অসভ্যতার? সভ্যতাই বা কাকে বলে? তার সম্বন্ধেও সঠিক ধারণা থাকতে হবে। সভ্যতা সে কি শুধু ভোগের আয়োজন? যা আজ পাশ্চাত্যবাসীরা করেছে? পর দেশের সম্পদ শোষণ লুণ্ঠন করে, পরদেশের মানুষকে বঞ্চিত করে পদাণত করে যে ভোগের বাগিচা তারা বানিয়েছে তার নামই কি সভ্যতা? ইসলাম ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোন ধর্ম মতবাদই মানবসভ্যতার সঠিক রূপকাঠামো পেশ করতে পারেনি। ইসলামের মৌলনীতি সমূহই তথা আল-কোরআন আর ইসলামের শেষ নবীর (সাঃ) জীবন এ সভ্যতাকে জগতে বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে গেছে। মানুষের মাঝে আল্লাহ তা'য়ালা এ গুণের উপাদান নিহিত রেখেছেন যে, সে ইচ্ছে করলে ফেরেশতার উর্ধ্বে নিজের আসনকে উন্নীত করতে পারে। মানুষের জীবন সাধনা এক মহা জীবনের সাধনা। যে সাধনায় জগতের সকল মানুষের অংশীদারিত্ব থাকবে। এ জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা দয়া করে আসমান যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যেকার

www.pathagar.com

সমুদয় প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সম্পদ মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। মানুষ তার মহাজীবনের বিকাশের জন্য সে সম্পদকে কাজে লাগাবে, মানবতার কল্যাণের জন্য যৌথভাবে তার ভোগবন্টন করবে। মনে রাখতে হবে, সব সম্পদের মালিক আল্লাহ। জগতের সব মানুষের তাতে আছে ন্যায্য অধিকার। তাই আজকের পৃথিবীতেও যে সব দেশ অধিক সম্পদের মালিক, তা অন্য দেশের সম্পদ লুটপাট করে নিয়েই হোক, আর নিজ ভৌগলিক সীমানা থেকে আহরণ করেই হোক, সে সম্পদে পৃথিবীর গরীব দেশ সমূহের মানুষদের অধিকার আছে। এ অধিকারেরই পাওনা। তাই ধনী দেশগুলি কিছু সাহায্য দিয়ে গরীব দেশগুলির ভাগ্যবিধাতা সাজতে চায় এটা অন্যায়। বরং অপরের ন্যায্য পাওনা কর্তব্যের তাগিদেই তাদেরকে শোধ করা উচিৎ। আর আল্লাহর সার্বভৌমত্বের তলে সকলকে মিলে মিশেই বাস করা উচিৎ। কারো উচিৎ নয় কাকেও উৎপীড়ন করা, অধিকার বঞ্চিত করা।

আল্লাহ এ জগত সৃষ্টি করে, এখানে মানুষকে ঘোষণা করেছেন তার প্রতিনিধি খলিফা বলে; তার জন্য তাকিদ রেখেছেন আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হবার বলেছেন, মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'য়ালা এ জ্ঞানময় কোরআন জ্ঞানী বুদ্ধিমান চিন্তাশীল লোকদের জন্য নাজিল করেছেন–যারা এ জগতের দিকে চোখ মেলে তাকায়, চিন্তা করে আর জ্ঞান বিশ্বাসের গহীন তল থেকে বলে উঠে--'হে আল্লাহ! তুমি এসবকে বেহুদা সৃষ্টি কর নাই।' আল্লাহ মহাজ্ঞানময় স্রষ্টা, পালনকর্তা। রক্ষাকর্তা মহাকৌশলী, দয়াময় করুণাময়। আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হবার অর্থ মানুষকে এসব গুণ অর্জন করতে হবে। তাকে জ্ঞানময় হতে হবে, তাকে সৃষ্টি করতে হবে, তাকে পালনকারী রক্ষাকারী সবই হতে হবে, তবেই তার জীবনে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের সার্থকতা প্রমাণিত হবে। আল্লাহর কথা "তিনি হামেশাই কোন না কোন কাজে মশগুল থাকেন" (রহমানঃ ২৯) মানুষকেও তাই সদা কর্ম করতে হবে, কর্মের মাঝেই তার জীবনকে উৎসর্গ করতে হবে। আল–কোরআনে সর্বাধিক আলোচিত বিষয় জ্ঞান। আল্লাহর অন্তহীন তাকিদ--হে মানুষেরা! তোমরা কি এ জগতের দিকে তাকিয়ে দেখনা, তোমরা কি ভেবে দেখনা এ জগতের কথা, তোমাদের সৃষ্টির কথা? তোমরা কি চিন্তা করে কোরআন বুঝতে চেষ্টা করনা? আল্লাহর দেয়া, মানুষের মাথার এ অনন্য মেধা, জগতের এ অপরিমেয় সম্পদ, এ পৃথিবীতে তার সুবিশাল কর্তৃত্ব এ সবই কি সামনের দিকে এগিয়ে চলার জন্যে নয়? আল্লাহর ঘোষণা--ঈমানদার সৎকর্মীদের জন্যই শুধু পুরস্কার। তিনি

www.pathagar.com

বলেননি–আরাম–পয়স্ত নফল নামাজ আর অলস অক্ষম হাতের দোয়া প্রার্থনায় মুক্তি। বরং বলেছেন––কর্মীদের জন্যই পুরস্কার। আল্লাহর কথা––"যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে, তারা কখনও ধনপ্রাণ দিয়া জেহাদ (জীবনের জন্য সমুদয় সংগ্রাম) করা হইতে রেহাই চাহেনা, এবং আল্লাহ পরহেজগারদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা তাওবাঃ ৪৪)। ইসলাম জীবনের জন্য এ–ই সংগ্রামকে বরাদ্দ করেছে। বলেছে––"জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য তোমাদের উত্থান, তোমরা জগতকে কল্যাণের দিকে পরিচালিত করবে, আর সকল অবস্থায় শুধু আল্লাহরই উপর ঈমান রাখবে।" এই ইসলামের জীবনবাদ। ইসলামী জীবন প্রতি মুহূর্তে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার আয়োজন। হিংসা–বিদ্বেষ, কলহ–কোন্দল বাদ–মতবাদের অহংকার, চিন্তা ভাবনার সকল প্রান্তিকতা, হৃদয় মনের সকল কুসংস্কার ভুলে, আল্লাহর এক দ্বীনের ছায়াতলে সমবেত হয়ে মানব–জাতির সমস্ত বুদ্ধি প্রজ্ঞা, জ্ঞান কৌশল, বিচার বিবেচনা একত্রিত করে আল্লাহর দেয়া সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে জীবনের মহাসফলতার দিকে এগিয়ে যাবার নামই––ইসলাম। তবু যখন ইসলামকেই বিদ্বেষী কাফের প্রগতিবিরোধী বলে কুৎসা করে, তখন জগতে তার অধিক হাস্যকর বস্তু আর কিছুই থাকেনা। সত্যিকার অর্থে, এ কাফেররাই জগতে অশান্তি উপদ্রবের মাধ্যমে মানব সভ্যতার প্রগতিকে ব্যহত করেছে। ইসলামের সংগে চিরকাল শত্রুতা করেছে। খোদার রাজ্যে খোদার দ্বীনকে অস্বীকার করেছে। অশান্তি উপদ্রবের রাজ্য কায়েম করেছে। সভ্যতার চাকাকে থামিয়ে দিয়েছে। ব্যক্তিক বাদ–মতবাদের হাজারো ফেতনা ফাসাদের উদ্ভব করেছে। এ অবস্থা থেকে মানুষকে উদ্ধারের জন্য বার বার নবীরা এসেছেন। এসেছেন যুগের সংস্কারক মুজাদ্দিদগণ। হালে আধুনিক প্রতিক্রিয়াশীলরা দ্বীনের এ অগ্রসাধনাকে মৌলবাদী ক্রিয়াকান্ড বলে চিহ্নিত করেছে। সত্যিই এ সাধনা চিরমৌলিক। সকল নবীরই ছিল একই মৌলবাদ––'আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করো না, অনুগত না হয়ে মরো না।' "কিন্তু মানুষেরা তাদের ধর্ম নানাভাগে বিভক্ত করে দলাদলির সৃষ্টি করেছে এবং প্রত্যেক দল তাদের কাছে যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকছে ও আনন্দ করছে" (সূরা মুমেনুনঃ ৫৩)। এ দেশের আজকের ভোগবাদী প্রগতিশীলরা, লুট–লুন্ঠনের চেঙ্গিস হালাকুর বংশধরেরা তাদের প্রগতিবাদ নিয়েও অহংকার করছে, মৌলবাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহাদ ঘোষণা করেছে, আর প্রকারান্তরে দেশকে পার্শবর্তী কাফেরশক্তির সহজ শিকার হিসেবে তৈরী করছে। যদিও এ দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মৌলবাদী একতা, তৌহিদী চেতনা। প্রকারান্তরে এ

www.pathagar.com

মৌলবাদ বিরোধীরা শত্রুর জন্য কাজ করছে। এমনিভাবেই বার বার জগতে প্রতিক্রিয়াশীলদের সহায়তায় মিথ্যেবাদী অশুভ শক্তিরা তাদের কালো থাবা বিস্তার করেছে। ইসলামী মৌলবাদ যুগে যুগে, কওমে কওমে, দেশে দেশে মানব সভ্যতাকে দিয়েছে গতি। আর অন্ধ, রিপুর পূজারী, সত্য-বিমুখ প্রতিক্রিয়াশীলরা সে গতিকে করতে চেয়েছে স্তব্ধ।

তা হলে স্বাভাবিকভাবেই যে একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তা হল- বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের হাল-হকিকত এত মন্দ কেন? উত্তরটাও বড়ই সহজ। তা খোদ আল্লাহর জবানীতেই দেয়া যায়--"আল্লাহ সেই সকল লোকের সহিত ওয়াদা করিয়াছেন, যাহারা তোমাদের মধ্যে ঈমান আনিয়াছে ও সৎকাজ করিতেছে যে, নিশ্চয়ই তিনি তাহাদিগকে অবশ্যই দুনিয়াতে অধিকারী করিবেন যেমন করিয়াছিলেন যাহারা তাহাদের পূর্বে গত হইয়াছে তাহাদের এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহাদের ধর্ম, যে ধর্ম তিনি তাহাদের জন্য নিজ কৃপাগুণে মনোনীত করিয়াছেন এবং তাহাদের অবস্থা ভয় হইতে শান্তিতে পরিবর্তন করিয়া দিবেন। তাহারা শুধু আমারই ইবাদত করিবে এবং আমার সংগে কখনও কোন কিছুর শরীক করিবে না, এবং যে কেহ ইহার পরেও অবাধ্যতা করিয়া সত্যকে অবিশ্বাস করিবে তবে তাহারাই হইবে সীমা লংঘনকারী" (নূরঃ৫৫)

আমার মনে হয়, আল্লাহর কথা অত্যন্ত সরল আর দ্ব্যর্থহীন, ব্যাখ্যার কোন অবকাশ রাখে না। আল্লাহ কি তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন, না আমরা ঈমান আর সৎকাজ ত্যাগ করেছি, আর ইবাদত করছি কাফের মুশরেকের? আল্লাহর এটাও নির্দেশ ছিল--"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, ইহুদী মোশরেকদেরকে তোমরা ঈমানদারদের প্রধান দুশমনরূপে দেখিতে পাইবে। যদি তোমরা আমার পথে জেহাদ (সংগ্রাম) করিবার জন্য ও আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বাহির হইয়া থাক, তবে তাহাদিগেকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না" (মায়েদাঃ ৫১, ৮২; মুমতাহানাঃ১)। আজ আমরা কার বন্ধুত্বের প্রার্থী? নয় কি ইহুদী খ্রীষ্টান, মোশরেকদের? তাহলে আল্লাহর দোষ কোথায়? মুসলমান আজ আল-কোরআনের পথ-নির্দেশ মানছে না, তাই আল্লাহ তাদেরকে ভীষণ শাস্তিতে নিপতিত করেছেন। মুসলমান তাদের সকল মৌলবাদ ত্যাগ করেছে, ধরেছে কাফেরদের সব কুফরী মতবাদ। মুসলমান কাফেরদের সংগে আর্থিক বাণিজ্যিক চুক্তি করতে পারে কিন্তু বন্ধুত্ব সাংস্কৃতিক সহযোগীতা চুক্তি করতে পারে না। আমরা আল্লাহর দ্বীনের প্রায় সকল মৌলবাদেরই বিরুদ্ধাচরণ করছি, তার পরেও কি

www.pathagar.com

আশা করতে পারি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বহাল থাকবে, আল্লাহর সাহায্য শুধু আমাদের জন্যই থাকবে, আল্লাহ শুধু এক তরফা দিয়েই যাবেন? কাফেরদের সংগে মুসলমানদের সম্পর্ক আলোর সংগে যেমন আঁধারের। তাই কাফেরদের সংগে মুসলমানদের বন্ধুত্বের প্রশ্নই আসেনা এবং তা থেকে মুসলমান কখনও লাভবান হতে পারে না। এমন নজির আজো কোথাও নেই। আছে শুধু তার বিপরীতটি। এ লক্ষ্যে যে কোন প্রয়াস বিপরীত ফলই দিবে। কোরআন এ সত্য, মৌলবাদটিই আমাদেরকে বলে দিয়েছে। এতে তাই সন্দেহের অবকাশ নেই। যাদের কাছে আছে, নিশ্চয়ই আল-কোরআনে তাদের আস্থা নেই। এ অজ্ঞতা বা আস্থাহীনতার কারণেই ইসলাম চির-মৌলিক, গতিময়, আর আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের জীবনে অচল হয়ে পড়েছে। কে তার জন্য দায়ী? আমরা না কাফেররা না সেই আল্লাহ, যিনি জীবন সৃজন করেছেন, আর স্থাপন করেছেন এ ভীষণ সংগ্রামে। তবু জীবন আমাদের কাছে বড় প্রিয় যৌবন বড় মধুর, আর এ পৃথিবীটা বড় সুন্দর!

আল্লাহর ঘোষণা "তুমি কখনও আল্লাহর রীতির (বিধির) অন্যথা পাইবে না" (সূরা ফাতিরঃ ৪৩)। আল্লাহ নিজেই সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলবাদী। জগতের জন্য তার নিয়ম কানুন, বিধি-বিধান চিরমৌলিক, অনঢ়, অলংঘণীয়, যা তাকদীর হয়ে সমস্ত সৃষ্টির জীবনে আবর্তিত হচ্ছে। তাই মানুষকে মৌলবাদী হতেই হবে। যারা তা অস্বীকার করে তারা তাদের জন্মকেই অস্বীকার করে। যে জীবনের জন্য মৌলিক কোন সত্য নেই, গুণ নেই, নিয়ম-বিধান নেই, তা জীবন নয়, এক অর্থহীন ফূৎকার মাত্র।

(ট) মৌলবাদ--মৌলবস্তু

যে পদার্থকে পুনঃ পুনঃ বিশ্লেষণ করার পরও ঐ পর্দাথ ব্যতীত অন্য পদার্থের গুণ প্রকাশ করে না তাকে মৌলিক পদার্থ বলে। হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন, হিলিয়াম, নিওন, সোনা রূপা, তামা ম্যাঙ্গানিজ, ইউরোনিয়াম ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ। এসব পদার্থকে বার বার ভাঙলে, বিশ্লেষণ করলে তাদের গুণের পরিবর্তন হয় না, অন্য কোন গুণ ধারণ করে না। কিন্তু যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রে অবস্থা ভিন্ন। যৌগিক পদার্থকে ভাঙলে যে সব উপাদান দিয়ে তা সৃষ্টি সেই সব উপাদানে তার বিভক্তি ঘটে, পরিবর্তন ঘটে। যেমন পানি। পানিকে বিশ্লেষণ করলে তা আর পানি থাকে না, পরিণত হয় অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে। আমরা বায়ুর সমুদ্রে বাস করি। এ বাতাস

www.pathagar.com

একটি অমৌল মিশ্র পদার্থ, কিছু মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের সংমিশ্রন। বাতাসে সাধারণ অবস্থায় নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও হিলিয়াম বিদ্যমান থাকে। অবশ্য নাইট্রোজেনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী।

তাহলে আমরা দেখতে পাই মৌলিক পদার্থের পরিবর্তন নেই, রূপান্তর নেই। সকল অবস্থায়ই তা তার আদিরূপে বিদ্যমান থাকে। আর এ মৌল পদার্থসমূহই সৃষ্টির মূল উপাদান। বৈজ্ঞানিকেরা অদ্যবধি ১১৪/১৫ টি মৌল পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। আল-কোরআন যে সত্যকে ব্যক্ত করে, তা সৃষ্টির মূলে আল্লাহর নূর (আলো)। এটিই জগত সৃষ্টির একক মৌল উপাদান। জগতের সকল পদার্থেরই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে নূরে রূপান্তর ঘটে।

মৌলবাদ তাই যে কথা চিরদিন একইভাবে উক্ত ব্যক্ত সত্য। মৌলবাদ সেই মতবাদ যার রূপ কোন দিন বদলায় না, যা কোনদিন মিথ্যে হয় না। শত ঘাত-প্রতিঘাতে, সংঘাতেও যা নিজ বৈশিষ্ট হারায় না। আল্লাহর কথা "--নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই" (সুরা তোয়াহাঃ ১৪)। এ মৌলবাদের কোন বদল নেই। কারণ আল্লাহ চিরকালই এক, তাঁর কোন দ্বিতীয় নেই। জগতের বস্তু বিশ্লেষণেও তাই প্রমাণিত হয়। দু'য়ে দু'য়ে চার, এ চিরমৌলিক। দু'য়ে দু'য়ে পাঁচ কোন দিন হয়নি, হবেনা। মানুষ মরণশীল, জীবন ক্ষণস্থায়ী, এ সত্যকে কেউ রদ করতে পারেনি। সত্যই সুন্দর। জগতে কে আজ পর্যন্ত বলতে পেরেছে, তা অসুন্দর কুৎসিৎ। জগতের সব মানুষ একই আদম হাওয়ার সন্তান। ইসলাম আমাদেরকে তাই জ্ঞাত করেছে। মিথ্যেবাদী কাফেররা একে মানতে চায়নি। অবশেষে, আজকের বিজ্ঞান এ সত্যকে খুঁজে পেয়েছে। ইসলাম এ কথাই বলে--মানুষের মাঝে বহু মহৎ গুণ থাকা সত্ত্বেও তার দোষেরও অন্ত নেই। সে রিপুর শিকার, স্বার্থ আর লোভের বশ, কামের অধীন, স্বল্পবুদ্ধি, সামান্যতেই কাতর। তাই এসব মৌলসত্যকে সামনে রেখেই ইসলাম তার আইন বিধান জারী করে।

জড়বাদী কম্যুনিষ্টরা অবশ্য বলে জগতের কিছুই স্থির থাকে না। না বস্তু, না নীতি নৈতিকতা, না মূল্যবোধ। অবস্থা ভেদে সবই বদলায় এবং অবিরাম বদলায়। যদিও তাদের সামনে এ আকাশ, বাতাস, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা সবই ঠিক আছে। তাদের জন্ম মৃত্যুর বিধানটাও ঠিক ঠিক আছে। তাদের দেহ যন্ত্রের ক্রিয়াকান্ডও সেই সৃষ্টির আদিম অবস্থাই আছে। চুরি করা, মিথ্যে বলা পাপ একথা চিরদিন চিরকাল একই অর্থ আর তাৎপর্য নিয়ে বহাল আছে।

www.pathagar.com

কোন অবস্থা ভেদেই আজো তা পুণ্যকাজ বলে স্বীকৃত হয়নি। তবু তারা যখন বলে, চিরসত্য বলে কিছু নেই, তারা মতলব নিয়ে কথা বলে, মিথ্যে কথা বলে। বলে, এজন্যে যে, এর মাধ্যমে তারা সকল নীতি নৈতিকতা, মূল্যবোধকে ধ্বংস করে নিজেদের নফ্সী জিন্দেগী (মন যাহা চায় তাই করার জীবন) কায়েম করতে চায়। তাই তারা মৌলবাদ থেকে ভীত হয়। মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে সবে মিলে একজোট হয়। এমনি একটি ঐক্যজোট এ বাংলাদেশেও তৈরী হয়েছে। আল্লাহ বলেন--"আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি তাহাতে মিথ্যা চূর্ণ হইয়া হঠাৎ বিনাশ হইয়া যায়। তোমাদের দূর্ভাগ্য যে তোমরা বাদানুবাদ করিতেছ" (২১, সুরা আম্বিয়াঃ ১৮)।

ইসলামের সকল কথা ও কাজ এ মৌল সত্য সমূহের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। বিজ্ঞানও জগতের মৌল সত্য সমূহেরই সন্ধান করে। তাই বিজ্ঞানের জ্ঞান সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বলে ইসলামে স্বীকৃত। তাই ইসলামের নবীর ভাষায়--"জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের লহু হতেও পবিত্রতর"। জ্ঞান মুসলমানের হারানো সম্পদ তাকে যেখানে পাও কুড়িয়ে নাও।" তাঁর জীবনের প্রার্থনা--"হে আমার প্রভু! আমাকে আরও অধিক জ্ঞান দাও" (২০, সুরা তোয়াহাঃ ১১৪)। এ-ই আল্লাহর দ্বীন। এরই নাম ইসলাম। অতএব তার চেয়ে অধিক অত্যাচারী কে আছে, যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা তৈয়ার করে, তাঁর নিদর্শণ সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করে, তাঁর দ্বীনকে অস্বীকার করে?

ওহে মুসলমানেরা! কাফেরদের চক্রান্ত হতে সতর্ক হও। অবশ্য উপদেশ আর সাবধান বাণী সেই ব্যক্তিকেই সতর্ক করতে পারে যে জীবিত আছে। তাই আসুন আমরা জীবিতরা এই প্রার্থনা করি--"প্রভুগো! তুমি আমাদের বিচারের জ্ঞান বুদ্ধি দাও এবং আমাদেরকে সৎকর্মীদের সংগে মিলিত করে দাও" (সূরা শোয়ারাঃ ৮২)।

(ঠ) মৌলবাদ গালিটি কি টিকে যাবে?

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে; সত্যবাদীকে, খাঁটি জিনিষ বিক্রেতাকে হয়ত একদিন দন্ড দেয়া হবে। তাই যদি হয় তখন পৃথিবীটা কেমন হবে? একটি দেশের শতকরা ৯০ জন মানুষ যদি জালিয়াৎ, মিথ্যেবাদী হয়ে যায় তখন বাকী দশজন সত্যবাদীর অবস্থা করুন হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর যদি শতকরা ৯৯জন লোক মিথ্যেবাদী অসৎ হয় তখন বাকী একজনের অবস্থা সঙ্গিন হবেই। তখন মিথ্যেবাদীরা হাস্য করে বলবে--আহা! ঐ যে সত্যবাদী,

www.pathagar.com

ধর্মান্ধ, প্রতিক্রিয়াশীল! তখন সে সত্যবাদী লোকটি যদি যথেষ্ট সাহসী আর ঈমানদার পরহেজগার (আল্লাহর বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল) হয়, তাহলে সে এসবের কোন পরোয়াই করবে না। কারণ ঈমানদার কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাফের আর শয়তান তাতে বেজার হল কি খুশী হল, তার জন্য ঈমানদার ভয় করে না। অবশ্য এমত অবস্থায় মিথ্যেবাদীরা তার দিকে অঙ্গুলি উৎক্ষেপ করে 'মৌলবাদী' 'মৌলবাদী' বলে চিৎকার জুড়ে দিবে। সন্ত্রাসবাদীও বলতে পারে। কারণ মিথ্যেবাদীদের জন্য এ সত্য-বাদীটি নিশ্চিৎই Terror --যার অর্থ ভীতিকর বস্তু। আর সে লোকটির মধ্যে যদি এসব গুণের অভাব থাকে, তাহলে সে ঐ ৯৯ জনকে মোকাবিলায় (অবশ্যই হিকমত আর প্রজ্ঞার সঙ্গে) সাহস করবে না, তাদের থেকে সে ভীত হবে ও লজ্জায় মুখ লুকাবে। আর তাঁর ঐ দুর্বলতার জন্য 'সত্যবাদী' কথাটিই এক গালিজনক পরিভাষায় রূপ লাভ করবে। গোড়া, ধর্মান্ধ, মৌলবাদী এ কথাগুলোর এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে।

অবস্থার হাল হকিকত তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্যে দেখা যায়, সমাজে সহজ সরল ধার্মিক লোকেরা অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাই জোচ্চুরী, বাটপারি, চুরি, ডাকাতি, লুটপাট, ব্যাভিচারী করে না তারা আজ বুদাই Back-dated, out dated বলে চিহ্নিত হচ্ছে। অফিসে আদালতে তারা Tactless অদক্ষ সাব্যস্ত হচ্ছে। Tactful 'বসরা' (মনিব, কর্মাধ্যক্ষ) তাদের উপর খুশীনন। কারণ ঐ ৯৯ জনের প্রতিনিধিত্বকারী Tactful--অর্থাৎ ঢেউয়ের তালে নৌকা বাইতে কৌশুলী 'বসরা' শতকরা ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রেই পছন্দ করে তা'জিম তোয়াজ, উপার্জন; কাজের আর কাজীর হিসেব তারা করেন না। এ জন্যে করেন না, ঐ শতকরা, ৯৯ জন 'বস' ভাবেন না, তারা জণগণের খাদেম। জনগনই তাদের বেতন ভাতা যোগায়। বরং ভাবেন উল্টা-খিদমত (সেবা) করবে জনগণ। ভাবেন তারা যে আছেন খিদমত নেবার জন্য এটাই জনগণের ভাগ্য।

হাঁ, অবস্থা আজ তাই দাঁড়িয়েছে। চতুর্দ্দিকে মিথ্যের জয়জয়কার। সংগরিষ্ঠের কথাই আইন, তাই জ্ঞান আর বুদ্ধি প্রজ্ঞার হাহাকার। মিথ্যেবাদীরা বলছে, তাদের কাজই সঠিক। তারা যা বলছে তাই ঠিক, অন্যরা বেঠিক। যেমন ইহুদীরা কি জর্দান, লেবানন, সিরিয়ায়, আর ইরাক, মরক্কো, তিউনিসিয়া, লিবিয়ায় যেখানেই হামলা করুক না কেন; অসহায় ফিলিস্তিনীদেরকে পাখীর মত গুলি করে মারুক না কেন, তাদের বাড়ীঘর বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিক না কেন, তা সন্ত্রাসবাদ নয়। ফিলিস্তিনী

www.pathagar.com

মুসলমানরা যদি প্রাণের দায়ে একটি ঢিলও ওদের দিকে ছুড়ে, ন্যায্য অধিকারের দাবী করে তাহলে তারা হয় সন্ত্রাসবাদী। ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, ইরান, যখন বিশ্বের এ নির্যাতীতদের জন্য সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করে, আমেরিকা, বৃটেন–ওদের দৃষ্টিতে তারা হয় সন্ত্রাসবাদী দেশ। আমেরিকা নাকি এদেরকে সন্ত্রাসবাদী তালিকায় নাম তুলেছে। আমেরিকার মানুষ ভাবে না কি সীমাহীন সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে তারা সে দেশের আদিবাসী 'লাল–ভারতীয়' দেরকে প্রায় নির্মূল করে সে দেশে তাদের জবর দখল কায়েম করেছে।

সন্ত্রাসবাদ কাকে বলে--? ইংরেজীতে একে বলা হয় Terrorism Terror ভয়ভীতি সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা বস্তু। এ অর্থে ইহুদীরাই মধ্য প্রাচ্যে একমাত্র সন্ত্রাসবাদী অশুভ শক্তি। তাদের কাজই ভয়ভীতি প্রদর্শন দ্বারা, বা আক্রমণ দ্বারা আঘাত দ্বারা আরবদেরকে দমন করা, ফিলিস্তিনীদের ন্যায্য দাবীদাওয়াকে নস্যাৎ করা। আর তারা তাই করছে। মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সমগ্র কর্মকান্ডই এ সন্ত্রাসী তৎপরতা ভিত্তিক পরিচালিত হচ্ছে, Their Total activity in middle East is on violent means. It is their character it is their identity . তবু দেশের আয়তন, অর্থ সম্পদ আর সমর শক্তির গরমে গলায় যাদের জোর বেশী, তারা উল্টা এ আরব আর ফিলিস্তিনীদেরকেই সন্ত্রাসবাদী বলছে। যাদের পক্ষে সন্ত্রাসবাদী হবার কোন হেতু নেই, যাদের তা হবার কোন ক্ষমতা নেই। যারা বাঁচার অধিকারের জন্য, খালি হাতে, এ ইহুদী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে তাদেরকে যখন বলা হয় সন্ত্রাসবাদী তখন শয়তানও বোধ হয় লজ্জায় মুখ লুকায়। এ জুলুমের কোন সীমা পরিসীমা নেই।

তারপর কথা আরো থেকে যায়। আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেনের মত দেশগুলি যখন পৃথিবীর দেশে দেশে আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ চালায়, মনোমত না হলেই, লেজুরবৃত্তি না করলেই সরকারের উচ্ছেদ ঘটায়, তাদের রাষ্ট্রনেতাদের নিজেদের তস্কর গোয়েন্দাবাহিনী দিয়ে হত্যা করায়, বিদেশী জননেতাদের হত্যার, উৎখাতের প্রকাশ্য হুমকি দেয়, তখন সে ঔদ্ধত্য আর বাড়াবাড়ি সন্ত্রাসের সকল সীমা ছাড়ায়। তবু তারাই যখন নিজ স্বাধীকার স্বাধীনতা আর মুক্তির জন্য সংগ্রামরত মানুষদের সন্ত্রাসবাদী বলে গালি দেয়, তখন তাদেরকে ঘৃণা আর ধিক্কার জানাবার ভাষা হারিয়ে যায়। অবশেষে শেষ সিদ্ধান্ত ওখানেই গিয়ে দাঁড়ায়--ওহে ঈমানদারগণ! তোমারা সকলে মিলে কাফেরদের সংগে যুদ্ধ কর, আর তাদেরকে কখনও বন্ধুরূপে গ্রহণ না কর। যেখানে পাও তাদেরকে গর্দান লক্ষ্য করে মারো। বুঝিয়ে দাও তোমাদের

www.pathagar.com

মধ্যেও কঠোরতা আছে যেমন তাদের মধ্যে আছে বেঈমানী, মোনাফেকি হিংস্রতা।

এমনিভাবেই সত্য আর ন্যায় আজ উপহাসিত হচ্ছে। ন্যায়বান সত্যবাদীরা আজ দন্ড পাচ্ছে। পৃথিবী নিক্ষিপ্ত হয়েছে মিথ্যের ঘোর অন্ধকারে। তাই মৌলবাদ ঐ ৯৯ জন মিথ্যেবাদীর মুখে রূপ পেয়েছে গালিতে। এ মিথ্যেই প্রতিষ্ঠিত হবে কি না, টিকে থাকবে কি না; অথবা সকল সত্যবাদ নিজরূপে প্রভাসিত হবে কিনা, তা নির্ভর করবে মানবজাতি টিকে থাকতে চায় কিনা।

তবু এ বিশ্বে আল্লাহর একটি পরিকল্পনা আছে। তাই পৃথিবীর জমিনে মিথ্যে যখনি সীমা অতিক্রম করেছে আল্লাহ তাঁর মনোনীত বান্দাদেরকে পাঠিয়েছেন, পুনঃ সত্যের আওয়াজ বুলন্দ করতে। এ পৃথিবীর বুকে এসব বান্দারা বার বার এনেছে সত্য আর ন্যায়ের বিপ্লব। আর সে বিপ্লবের স্রোতধারায় মিথ্যে ভেসে গেছে। সত্য মিথ্যের এ দ্বন্দ্ব চিরকালের। এ জিহাদের যারা সৈনিক তারা কোনদিন হারে না। তারা জিতে জীবনে মরণে, সবখানে। "আল্লাহ মোমেনগণের ধনপ্রাণ খরিদ করিয়া লইয়াছেন, ইহার পরিবর্তে যে, তাহারা বেহেশত পাইবে" (সূরা তাওবাঃ১১১)। এবং বিজয়ী হবে ইহকালে পরকালে। এটাই মৌলবাদের মূল কথা। দুনিয়া লোভী কাফের যা কোনদিন বুঝেনা।

-ঃসমাপ্তঃ-

www.pathagar.com

www.pathagar.com